ঘুম ভাঙার গান

[সামাজিক নাটক]

দ্বিতীয় সেকেন্দার, স্বর্গের সিংহাসন প্রণেতা

শ্রীশম্ভুনাথ বাগ বি. এ. প্রণীত

—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ—

তরুণ অপেরায় সগৌরবে অভিনীত

ও

বর্ধমান নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপ, বিশ্বরূপা এবং কাশীবিশ্বনাথ

রঙ্গমঞ্চে যাত্রা উৎসবে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

[দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা]

নাট্যকার প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিত
মাধবী নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত
বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক

রক্ত দিয়ে কিনলাম

হীরা জহর, মণি-মাণিক, টাকা কড়ি দিয়ে কেনা যায় অনেক কিছু, কিন্তু রক্ত দিয়ে কেনার বস্তু কি আছে? তা জানতে হলে কিনে নিয়ে যান "রক্ত দিয়ে কিনলাম" অভিনয় করুন "রক্ত দিয়ে কিনলাম।" নিজ সাফল্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রক্ত সিক্ত দেশের দুর্দ্দিনে দেশবাসীকে উপহার দিন "রক্ত দিয়ে কিনলাম"। দাম ৩·৫০।

পদধ্বনি

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগ-যন্ত্রণার বিস্ময়কর নাট্যরূপ। সত্যম্বর অপেরার অবিস্মরণীয় নাটক। আপনি কি শুনেছেন? আপনি কি দেখেছেন তাকে? যার কথা আজ সারা দেশের লোকের মুখে মুখে? দেখেন নি মণি মাণিক দুই ভাই আর লক্ষ্মী প্রতিমা লক্ষ্মীকে? দেখেননি মণিলালের পাঁজর থেকে কুহকিনী পাপিয়া চৌধুরী কেমন করে কেড়ে নিয়েছে? কেমন করে লক্ষ্মী আজ অলক্ষ্মী সেজে বসেছে; আপনি কি সিপ্টার ছবি, তার বেকার ভাই শিশিরকে কখনও ভেবেছেন? না ভাবেননি, জানেন না শিক্ষিত বেকার কিসের জন্য তার যুবতী বোনকে বিক্রি করে নিজেও বিক্রি হয়ে গেল? পল্লী বাংলার রাঙ্গামাটির পথ ধরে যদি কখনও গিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছেন, সাঁওতাল যুবক ডমরু আর যুবতী কামিনী ফুলকিকে। দাম ৩·৫০ টাকা।

—প্রকাশক—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী,
৩৬৮, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—
সমর মুখোপাধ্যায় ও রঞ্জিত দত্ত

—এ কালের প্রসিদ্ধ নাটক—

সত্যপ্রকাশ দত্তের
নাগিনীর বিষ, জব চার্ণক
গৌর ভড়ের
জলসাঘর বা জীবন্ত কবর
কংকালের মিছিল

পদধ্বনি, বেগম আসমান তারা
অরুণ বরুণ কিরণমালা, একটি পয়সা
দেবেন নাথের
বিষাক্ত বাঁধ
পাঁচকড়ি বাবুর
সরমা বা তরণীসেন বধ
অনিল দাসের
নবাবী তাজ

—মুদ্রাকর—
কে, সি, ধর,
"ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"
৩৭১ নং, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৫

Dr. *Gourisankar Bhattacharya*
M. A. Ph. D.
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY

44A, Dilkhusa Street,
CALCUTTA-17
Date 3. 8. 1960.

কিছুকাল ধরে লোকনাট্য একটি বাঁধা ছক ধরে রচিত হচ্ছে। এতে বাস্তববোধ ও সম্ভাব্যতা অপেক্ষা কাল্পনিকতার স্থানই অধিক। কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের তরঙ্গ লোকজীবনেও আছড়ে পড়ছে। তাই তারও পরিবর্তন ঘটছে। আজকের লোকনাট্যে এই জঙ্গম গণজীবনের বাস্তব চিত্র বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীশম্ভুনাথ বাগ বি. এ. এদিকে লক্ষ্য রেখে 'ঘুম ভাঙার গান' রচনা করেছেন। যাত্রার বাঁধা ছক থেকে তিনি সরে আসার জন্য সচেষ্ট।

অতিরিক্ত ধনতৃষ্ণার মোহে কিছুকাল ধরে যারা প্রকাশ্য পথ ছেড়ে চোরা গলিতে বিচরণ করে জনগণের দুঃখ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনার বোঝা বাড়িয়ে দিয়ে সমাজকে ক্লেদাক্ত করে তুলছে নাটকে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এই ক্লেদ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন তন্দ্রাচ্ছন্ন জনগণকে সচেতন করে তোলবার জন্য ব্যাপক কর্ম্ম-প্রচেষ্টা। এই বক্তব্য অনুযায়ী নাট্যকার নাটকে ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন। শ্রীবাগ পেশাদারী যাত্রার ক্ষেত্রে নবাগত। তাহলেও তাঁর এই জনপ্রিয় নূতন প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের স্বাক্ষর বহনে সমর্থ হওয়ায় তিনি যথার্থ প্রশংসার্হ।

ইতি—

শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

রক্তে রোয়া ধান—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রভাস অপেরায় অভিনীত। ভূমি আন্দোলনের রক্তাক্ত শপথের রক্ত ঝরা আলেখ্য—রক্তাক্ত মণিমহলের দ্বারদেশে পঙ্গু আজ বাংলা দেশের সর্ব্বহারা কৃষক। আপনি কি শুনেছেন অনুন্নত কাঁহার পাড়ার কাহিনী? শুনেছেন কি, জোতদার ধনপতি হালদারের মুনাফার ফাঁসিখানায় ঝুলন্ত ভূমিদাসের কংকালের কান্না? কাণ পেতে শুনুন, বুর্জ্জোয়া বিলাসের বিষে সর্ব্বহারা কৃষাণী মেয়ের প্রাণের পাঁচালী। সমাজ মানসের অভিব্যক্তি মিঃ চাবুক, চাবুক মেরে চলেছে সমাজের দূষিত অঙ্গ-প্রতঙ্গে। দীপক হালদার, উপায় বিহীনা গৌরী, ভদ্রবেশী সমাজবিরোধী ছোটকা, দেহাতী যুবক যুবতী বৈজু আর বিন্তিয়া, হোটেল মালিক পাঞ্জাবী বচ্চন সিং, মানব দরদী অঙ্কুশ চৌধুরী এরা কেউ আপনার কাছে অচেনা নয়, অপরিচিতও নয়, এদের মধ্যে আপনিও আছেন। তাই সর্ব্বহারা কৃষক সমাজের মিছিলের সামিল হ'য়ে সোচ্চার কণ্ঠে বলবেন,—এ ধান আমাদের রক্ত দিয়ে রোয়া, এ আমাদের রক্তে রোয়া ধান। দাম ৩.৫০ টাকা।

অরুণ বরুণ কিরণমালা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ যাত্রা সংস্থা কালিকা নাট্য কোম্পানীর অভিনব নাট্য নৈবেদ্য। অরুণ—বুর্জ্জোয়া বুনিয়াদী পরিবারের রূপবান যুবক রূপ লালসার পূজারী। বরুণ—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দ্বিধাবিভক্ত আদর্শের অক্ষম তন্ত্রধারক। কিরণমালা—দরিদ্র সংসারে অভাবের বেদীমূলে সুশোভনা রূপ প্রতিমা। যুগ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত সমাজের তিনটি কোন থেকে তিনটি মানুষের জীবনের পদাবলী। শ্বেত মানব জনসন রবার্টের চক্রান্তে মেহেরপুরের মাটিতে শুরু হল ভুলের আবাদ। সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করল সমাজ সেবক রাখাল চাটুয্যে। মিছিল নিয়ে এগিয়ে এল কলমীলতা। তারপর কি হল? দাম ৩.৫০ টাকা।

স্বর্গীয় সূর্যনারায়ণ বাগের উদ্দেশে—

বাবা,

তুমি বলেছিলে, 'এরা আমাদের বাঁচতে দেবে না'। আমিও দেখছি, এরা আমাদের বাঁচতে দেবে না। আজ মনে পড়ছে সেই নাম না জানা কবির কথা। তিনি বলেছিলেন, When he was living he hungered for bread, they gave him a statue when he was dead! এরা বাঁচার বেলায় রুটী দেয় না কিন্তু কবরে স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে দেয়। এরা "শিক্ষার মর্য্যাদা" নিয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা করে, রাজনীতির জুয়াখেলায় দরিদ্র জনসাধারণকে ঘুঁটি বানায়, শোষণবাদীর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ তুলে তাদেরই গৃহের সাহিত্য-সভায় ধনের প্রশস্তি পাঠ করে। এদের বিরুদ্ধে তোমার যে ফরিয়াদ তা আমার 'বৈতালিকের' প্রতিচিত্রন। সেই বৈতালিকের 'ঘুম ভাঙার গানে'—জেগে যারা ঘুমুচ্ছে, তাদের ঘুম ভাঙ্গুক!

ইতি—

তোমার শম্ভু

কৈফিয়ত

পুস্তকের ভূমিকা লেখা রীতি কিনা জানি না। তবে যাদের অকুণ্ঠ সাহায্যে পুস্তক জনসমাজের হাতে গিয়ে পৌঁছোয়, সেই সব নেপথ্য উদ্গাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে সৃষ্টি হয় অসার্থক। তাই শ্রীপ্রভাত কুমার সেন—যিনি হিন্দী অনুবাদ করেছেন, শ্রীপ্রবোধ কুমার রাউৎ—যিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করে অনেক অসংলগ্নতা থেকে কাহিনীকে রক্ষা করেছেন, শ্রীশিব ভট্টাচার্য্য [সম্পাদক, যাত্রাশিল্পি সংঘ] যাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা না পেলে এ রচনা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ, এইসব অগ্রজাধিকদের জানাই নমস্কার আর সেই সংগে বলি, বর্ধমান নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপ চিরস্থায়ী হোক, তরুণ অপেরার অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক এবং কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী স্বমহিমায় থাকুক প্রোজ্জ্বল।

কারণ এই দলছাড়া নাটকটি 'বৈতালিক' শিরোনামায় প্রথম অভিনীত হল বর্ধমান নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপের প্রযোজনায়—২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭৩ সালে গলসী [বর্ধমান] পুরাতন সিনেমা হলে। পরের বছর তরুণ অপেরার প্রগতিবাদী কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শান্তিগোপাল পাল আমার নাট্যচিন্তাকে বহু-জন-মনের কোঠায় তুলে দিলেন 'ঘুম ভাঙার গান' নাম দিয়ে। তাই বর্ধমান নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপ, তরুণ অপেরা এবং কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী—এই তিনটি সংস্থাকেই স্বাগত জানিয়ে বলি, হে নবীন! তোমার জয় হোক। হে নূতনের পূজারী! তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক। হে প্রগতিবাদী! তোমার প্রগমন হোক চিরন্তনী।

ইতি—

শ্রীশম্ভু নাথ বাগ, বি. এ.

—পুরুষ—

নীলরতন রায়	...	...	পীরগঞ্জের কোটীপতি।
সহদেব	...	...	ঐ ভ্রাতা।
স্বরাজ	...	...	ঐ পুত্র।
যামিনী	...	...	ঐ ভৃত্য।
ভুবন রক্ষিত	...	...	জনৈক দালাল।
শত্রুদমন	...	...	দারোগা।
ইসরাইল খাঁ	...	...	কাবুলীওয়ালার ছদ্মবেশে বিপ্লবী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।
মহেশ ভট্টাচার্য	...	...	দরিদ্র গ্রামবাসী।
ধীরাজ, বিরাজ	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
বাসুদেব	...	...	ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে গোয়েন্দা নিরঞ্জন রায়।

কনষ্টেবল, জনতা, বস্তিবাসী ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

আঙুর	...	...	নীলরতনের ভগিনী।
কণা	...	...	মহেশের কন্যা।
কামিনী	...	...	রায়বাড়ীর পরিচারিকা।

—:০:—

—প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ—

প্রযোজনা—তরুণ অপেরা

বাগবাজার মদনমোহন নাটমঞ্চ, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৭৪ সাল

নীলরতন—শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়।
সহদেব—শ্রীঅজিত সাহা।
স্বরাজ—শ্রীসুদেশ কুমার।
যামিনী—শ্রীশিব ভট্টাচার্য্য।
ভুবন—শ্রীঅজিত দত্ত।
শত্রুদমন—শ্রীনরেন দে।
ইসরাইল—শ্রীমণি চ্যাটার্জী।
মহেশ—৺ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায় (পরে) মহাদেব ঘোষ।
ধীরাজ—শ্রীশান্তিগোপাল।
বিরাজ—শ্রীপ্রদীপ কুমার।
বাসুদেব—শ্রীক্ষিতীশ রায় (পরে) সুদর্শন সেন।
কনষ্টেবল—শ্রীব্রজগোপাল দে ও গোপাল।
আঙুর—শ্রীমতি কল্যাণী ভট্টাচার্য।
কণা—কুমারী বর্ণালী ব্যানার্জী।
কামিনী—কুমারী ভারতী দাস।
সুরারোপ—শ্রীঅজিত বোস (বাচ্চুবাবু)।
নাট্য পরিচালনা—শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

ঘুম ভাঙার গান

—:০(✱)০:—

সূচনা।

[বাইরে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। "বাঁচাও—বাঁচাও", "ডাকাত—ডাকাত", "পুলিশ—পুলিশ", ইত্যাদি শব্দ ভেসে আসছে, আরও ভেসে আসছে বন্দুকের শব্দ। শান্তি বন্দোপাধ্যায় পালিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় তার পিছন দিকে শব্দ এল—"হল্ট! হল্ট"! সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ। শান্তির পায়ে গুলি লাগতে সে আর্ত্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এল দারোগা শত্রুদমন। উভয়ের বয়স তিরিশের কম হবে না। দারোগার বাঁ হাতে টর্চ আর ডান হাতে পিস্তল। টর্চের আলো শান্তির মুখে পড়তেই শত্রুদমন চমকে উঠল।]

শত্রু। কে! একি, শান্তি! তুই,—

শান্তি। হ্যাঁ, পিস্তলের গুলি কি শেষ হয়ে গেল?

শত্রু। শেষ পর্য্যন্ত তুই চোর,—

শান্তি। [গর্জ্জে উঠে] সাট্ আপ! শান্তি বাঁড়ুয্যে চোর নয়। আজ পুলিশের পোষাক পরে ছেলেবেলার কথা, কলেজ জীবনের কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকিস, তাহলে জানব, শান্তি বাঁড়ুয্যে সেদিন একটা জানোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। ছেলেবেলায় তুই না বলতিস, বাঘা যতীন হব! কলেজ জীবনে—যেবার বন্যায় দেশে

দুর্ভিক্ষ হল, সেবার সম্পৎ ভাই, মগন ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে যেবার ফিরে এলুম, তখন না প্রতীজ্ঞা করেছিলুম, এদের লোহার সিন্দুক হাল্কা না করলে দেশের মংগল হবে না!

শক্র। হ্যাঁ, তা করেছিলুম, কিন্তু— [সহসা শান্তির পায়ের ক্ষতটা দেখে] দাঁড়া—দাঁড়া—[নিজের রুমাল বার করে ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিতে দিতে] কলেজ থেকে বের হবার পর অনেক জায়গায় চাকরীর চেষ্টা করেছি।

শান্তি। কিন্তু সব জায়গাতেই বিফল হয়েছিস!

শক্র। তাই বাধ্য হয়ে—

শান্তি। দারোগার চাকরী নিয়েছিস!

শক্র। ঠিক তাই। দুনিয়ার এই আবহাওয়া দেখে আমারও মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে বসে। কিন্তু সংসারটার দিকেও তো একবার তাকিয়ে দেখতে হবে। অতগুলো লোক, মাত্র আমার একার দিকে চেয়ে বসে আছে ওরা।

কনষ্টেবল। [নেপথ্যে] রামসিং, তুমি ওদিকটা দেখ, আমি এদিকটা দেখছি।

শক্র। ওরা আসছে, যা পালিয়ে যা।

শান্তি। সে কি! এ্যারেষ্ট করবি না?

শক্র। না।

শান্তি। চাকরীতে উন্নতি করবার এমন সুযোগ কি আর কখনও আসবে?

শক্র। হয়তো আসবে, কিন্তু যাতে না আসে এই কামনাই আমি ঈশ্বরের কাছে করব।

শান্তি। হাঃ-হাঃ হাঃ—

শত্রু। হাসলি যে!

শান্তি। আইনের দড়িতে ভগবানকে বাঁধতে চাইছিস দেখে।

শত্রু। অর্থাৎ,—

শান্তি। অর্থাৎ, অল্পদিনের চাকরীতেই পাপের পথে তুই অনেকটা এগিয়ে গেছিস।...আচ্ছা, চলি। হ্যাঁ, দেখা হয়তো আর হবে না। আর দেখা হলেও, আইনের চশমা চোখে থাকলে আবার চিনতে পারলে হয়।

শত্রু। যদি চিনতে পারে, সে দিন শত্রুদমনও ছেড়ে দেবে না।

শান্তি। আমার বন্ধুরা ততদিন তোকে সময় দেবে কি না, সেটাও তো দেখতে হবে!

শত্রু। তবু কামনা করছি, তোর জয়যাত্রা সফল হোক।

শান্তি। আচ্ছা, মনে থাকবে।...গুড বাই!

[শান্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল দারোগা।]

হন্তদন্ত হয়ে কনষ্টেবলের প্রবেশ।

কনষ্টেবল। স্যার, এদিকে কেউ এসেছে?

শত্রু। এ্যাঁ, না, এদিকে কেউ আসেনি। [টর্চ কনষ্টেবলের হাতে দিল] নাও, চল।

কনষ্টেবল। [সামনে টর্চ জ্বেলে] একি! এত রক্ত কিসের?

শত্রু। আঃ! কিছু নয় চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:•:—

বেশ কয়েক বছর পরে

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য।

নীলরতনের বসবার ঘর।

ঝাড়ন ও ঝাঁটা হাতে যথাক্রমে যামিনী ও কামিনীর ঝগড়া
করিতে করিতে প্রবেশ। উভয়েই এই বাড়ীর
সবচেয়ে পুরানো চাকর-চাকরাণী।

যামিনী। খবরদার, মুখ সামলে কথা বলিস।

কামিনী। তুই মুখ সামলে কথা বলিস।

যামিনী। আবার!

কামিনী। কি, বাবার! তুই আমাকে সকাল বেলাতেই বাবা তোলালি!

যামিনী। বাবা তুলিয়েছি?

কামিনী। তোলাস নি!

যামিনী। তুলিয়েছি!

কামিনী। তোলাস নি?

যামিনী। বেশ করেছি তুলিয়েছি [চেয়ার মুছিতে লাগিল]

কামিনী। কি, এত বাড় বেড়েছে তোর! আচ্ছা, আসুক আজ বড়বাবু। [ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল]

যামিনী। দিন নাই রাত নাই, কেবল ঘেনর ঘেনর

কামিনী। তাই তো হয়, উচিৎ কথা বলতে গেলে বন্ধু বিগড়ে যায়!

যামিনী। তুই আমার সঙ্গে কথা বলবিনি।

কামিনী। তুইও আমার সঙ্গে কথা বলবিনি! বুড়োর যেন ঝগড়া না করলে ঘুম হয় না!

যামিনী। দেখ কামিনী, আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, বারবার আমাকে 'বুড়ো বুড়ো'—করবিনি।

কামিনী। বুড়োকে বুড়ো বলবনি তো কি খুড়োমশায় বলতে হবে?

যামিনী। ফের ইয়ারকি।

কামিনী। মারবি না কি। মার, গায়ে হাত দিয়ে দেখ, দেখ না?

যামিনী। [এদিকে ওদিকে তাকাইয়া গায়ে হাত দিল] এই তো, এই তো হাত দিলুম, কর কি করবি.—আ মলো যা।

কামিনী। কি আমি মরব! গায়ে হাত দিলি, কিছু বললুম না। আবার মরতে বলছিস!

যামিনী। বেশ করেছি বলোছ। আবার বলব, তুই মর—মর-মর।

কামিনী। তুই মর, তোর চোদ্দপুরুষ মরুক, তোর,—

নীলরতন। [নেপথ্যে] যামিনী—

যামিনী। হুজুর আসছেন!

[উভয়ে দ্রুত কাজ করিতে লাগিল]

নীলরতন। [নেপথ্যে] যামিনী—

যামিনী। } যাই বাবু,—
কামিনী। }

কামিনী। আমাকে ডেকেছেন, তুই সাড়া দিলি কেনে?

যামিনী। সকালবেলা নীচে নামবার সময় বড়বাবু তোকে কোনদিন ডেকেছে?

কামিনী। কোনদিন ডাকেনি বলে কি আজও ডাকবেনি?

যামিনী। না ডাকবেনি।

কামিনী। হ্যাঁ, ডাকবে, একশোবার ডাকবে।

নীলরতন। [নেপথ্যে] যামিনী—

যামিনী। }
কামিনী। } যাই বাবু,—

[কামিনী ও যামিনী উভয়ে ছুটিয়া বাহির হইতেছিল, ধাক্কা লাগিয়া যামিনী পড়িয়া গেল। কামিনী চলিয়া গেল।]

যামিনী। দেখলে, সকালবেলায় কাণ্ডটা দেখলে! দুত্তোর মেয়েমানুষের কাঁথায় আগুন। [প্রস্থান।

[প্রাতঃকালীন পোষাকে নীলরতনের প্রবেশ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বলিষ্ঠ চেহারা। চোখে মুখে প্রখর চিন্তার ছাপ। যামিনী চা আনিয়া দিল। কামিনী আনিল খবরের কাগজ। যামিনী ও কামিনী উভয়ে উভয়কে মুখ ভ্যেংচাইয়া চলিয়া গেল। নীলরতন চা পানান্তে কাগজ পড়িতেছিলেন। এমন সময় ভুবন রক্ষিত আসিল। গায়ে সূতির কোট, কাঁধে চাদর,পায়ে বুট জুতো, ছাঁটা চুল, বগলে ছাতা।]

ভুবন। মে আই কাম্ ইন্ স্যার!

নীলরতন। ইয়েস! [কাগজ হইতে তখনও মুখ তুলেননি] নো, সার্টেন্‌লি নট।

ভুবন। ইয়েস, স্যার!

নীলরতন। ড্যাম, রাসকেল! [পূর্ব্ববত]

ভুবন। ইয়েস, স্যার! [গমনোদ্যত]

নীলরতন। নো—নো মারসী! দয়া নেই, কোন দয়া নেই!

ভুবন। ইয়েস স্যার!

নীলরতন। কে?

ভুবন। আজ্ঞে আমি স্যার!

নীলরতন। ভুবন! আরে এস এস; অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই—তা, খবর-টবর কি বল?

ভুবন। আজ্ঞে, খবর ছাড়া কি ভুবন রক্ষিতের চলে? লোকে বলে, ভুবন রক্ষিত খবরের জাহাজ।

নীলরতন। উঁহু, ওদের ভুল হচ্ছে। বরং খবরের কাগজ বলতে পারে।

ভুবন। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। প্রথম পৃষ্ঠায় জরুরী ঘোষণা, দ্বিতীয়ে কর্ম্মপ্রার্থী কর্ম্মখালি, তৃতীয়ে প্রথমের জের, চতুর্থে সিনেমা, পঞ্চমে খেলার খবর, ষষ্ঠে—

নীলরতন। থাক থাক। এখন আসল খবরটা কি, তাই বল।

ভুবন। আজ্ঞে, সেইজন্যেই ত—

নীলরতন। অধীনকে দয়া করতে এসেছ?

ভুবন। আজ্ঞে, কি যে বলেন! হুজুরের কৃপাতেই ত—

নীলরতন। বেঁচে আছ।

ভুবন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নীলরতন। কিন্তু আর বোধহয় বাঁচাতে পারব না।

ভুবন। সে কি স্যার! আমি যে একটা জরুরী খবর নিয়ে—

নীলরতন। তা আমি জানি।

ভুবন। আজ্ঞে! কি করে জানলেন?

নীলরতন। খবরের জাহাজ হয়ে খবরের কাগজের খবর জান না?

ভুবন। আজ্ঞে!

নীলরতন। [কাগজটা ভুবনের হাতে দিলেন] ওয়ার্কাররা ধর্ম্মঘট করেছে। মনে করেছে, ধর্ম্মঘট করে কারখানা বন্ধ করে দিলেই আমি ওদের বেতন বাড়িয়ে দেব। কিন্তু ওরা জানে না যে, এক্ষুনি ওই কারখানা বন্ধ করে দিয়ে নূতন কারখানা খুললে ওদের পাওনা বেতনও বন্ধ হয়ে যাবে!

ভুবন। সর্ব্বনাশ!

নীলরতন। আর ওই সর্ব্বনাশের নায়ক কে, তাও আমি জানি।

ভুবন। জানেন?…আজ্ঞে তা ত জানবেনই! অন্ততঃ কিছুটা আন্দাজও করে নিতে পারা যায়।

নীলরতন। কোটীপতি নীলরতন রায় কোনদিন ফাটকাবাজী ধরে না ভুবন!

ভুবন। আজ্ঞে!

নীলরতন। মানে, সে কোনদিন আন্দাজে কাজ হাসিল করবার স্বপ্ন দেখে না। সে যা করে, তা জেনেই করে।

ভুবন। আজ্ঞে, তা ত বটেই।…আচ্ছা, তাহলে ব্যাপারটা কি এখানেই শেষ হবে বলছেন?

নীলরতন। বোধহয় না।

ভুবন। তাহলে—

নীলরতন। গুলি চলবে।

ভুবন। গুলি!

নীলরতন। হ্যাঁ, গুলি। ধীরাজ ভট্‌চাজ যার সাহায্য নিয়ে কারখানায় ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেছে, তাকে আমি চিনি। আর চিনেছি বলেই তার উপর দিয়ে শুরু হবে আমার গুলির প্রথম পরীক্ষা।
[ভুবনের দিকে পিস্তল তুলিলেন

ভুবন। [সভয়ে] বড় বা বু—উ—

নীলরতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভুবন। আমি কিছু জানি না বড়বাবু। আমি কিছু জানি না। আপনি বিশ্বাস করুন।

নীলরতন। বিশ্বাস করতে বলছ!

ভুবন। আজ্ঞে, হ্যাঁ!

নীলরতন। বেশ, বিশ্বাস করলুম। তার সঙ্গে কিছু বখশিসও দিলুম। আমার নাম করে সহদেবের কাছ থেকে দুশো টাকা নিয়ে যাও। যেমন করেই হোক ওদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গতেই হবে! প্রয়োজনে আরও টাকা পাবে।

ভুবন। আচ্ছা, স্যার!

নীলরতন। [পিস্তল দেখাইয়া] তবে এটার কথা মনে রাখবে।
[ভুবনের প্রস্থান।] X See Page No 10 টাকা-টাকা-টাকা! আরও—আরও টাকা চাই। ধাপ্পা দিয়ে, খুন করে, জাল করে, বেনামী করে, যে করেই হোক টাকা চাই। পৃথিবী! দেখব তুমি কত সর্ব্বংসহা। [পিস্তল বাহির করিয়া] আর বন্ধু! তোমাকে দেখব, কত আগুন তুমি উদ্গীরণ করতে পার!—

আ[illegible]বের প্রবেশ।

আ[illegible] বড়দা!

নীলরতন। কে! [পিস্তল লুকাইয়া] আঙুর! আয়, তা সকাল-বেলায় নীচে নেমে এলি, কি ব্যাপার বলতো?

আঙুর। কাল আমাকে খেতে ডাকলে না!

নীলরতন। কাল আমিই খাইনি রে!

আঙুর। খাওনি! কেন?

নীলরতন। মনটা বড় খারাপ ছিল কিনা, তাই।

আঙুর। অবাক করলে দাদা!

নীলরতন। কেন?

আঙুর। তুমি কোটিপতি নীলরতন রায়। তোমার আবার মন খারাপ কিসের! দু'দশ হাজার যদি একটা কারবারে নষ্টই হয়ে যায়, আবার তা আসতে কতক্ষণ।

নীলরতন। [মৃদু হাস্যে] আচ্ছা আঙুর! বাবাকে কি, মাকে তোর মনে পড়ে?

আঙুর। আবছা—আবছা!

নীলরতন। সে আজ কতদিনের কথা! তোর বয়স থেকে পাঁচ ছর বাদ দিলে যা দাঁড়ায়, তাই না?

আঙুর। হ্যাঁ।

নীলরতন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছরে কত কি না হয়ে গেল। ভারত স্বাধীন হল, বাংলা বিচ্ছেদ হল, দীন দরিদ্র পথের ভিখারী নীলু হল কোটীপতি নীলরতন রায়। আশ্চর্য?

আঙুর। হ্যাঁ, কিন্তু আজ এ কথা কেন?

নীলরতন। এ কথা শুধু আজই ভাবছি না আঙুর। ভাবছি এই পঁচিশটা বছর ধরেই!...কেমন করে হল, এমন অর্থ পিশাচ ...

আঙুর। সমাজ!

নীলরতন। ঠিক। এইজন্যেই তোকে আমার এত ভাল লাগে! আমার মনের কথা তুই ছাড়া আর কেউ বুঝল না রে, কেউ বুঝল না।

আঙুর। তোমার জলখাবার কি এখানেই দিতে বলব দাদা!

নীলরতন। [দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া] না থাক। আমিই উপরে যাচ্ছি। আয় তুই! আমাকে আবার এক্ষুণি বাইরে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

আঙুর। আশ্চর্য্য।

সহদেবের প্রবেশ।

সহদেব। একা নীলরতন রায় আশ্চর্য্য নয় আঙুর! সারা রায় বাড়ীটা এমনি একটা আশ্চর্য্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার কারণ দেখ, নীলরতন রায় এমন অর্থ পিশাচ, অথচ আমি তার ভাই হয়ে অর্থের অর্থ করতে পারলুম না। স্বরাজ নীলরতন রায়ের ছেলে আর সহদেব রায়ের ভাইপো হয়েও সে এখনও পর্য্যন্ত—মানে বাইশ বছর বয়সেও মদ চিনতে পারলে না। যামিনী এ বাড়ীর সবার চেয়ে পুরোনো চাকর, তবু দু' পয়সা জমাতে পারলে না। এ সবই ত আশ্চর্য্য!

আঙুর। সত্যি ছোড়্দা!

সহদেব। তবে দিনের পর দিন এ পৃথিবীতে একটির পর একটি করে আশ্চর্য্য বেড়ে গেলেও নীলরতন রায় সব কিছুকেই টেক্কা দেবে, এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। এই দেখ না, তুই জানতিস যে, বৌদি বজ্রাঘাতে মরেছে। তাই কিনা!

আঙুর। হ্যাঁ, তাই ত।

সহদেব। কিন্তু না, সেই মেঘ ঝড়ের রাত্রে দাদা তাকে গুলি করে মেরেছে।

আঙুর। সে কি!

সহদেব। হ্যাঁ!

আঙুর। কারণ!

সহদেব। কারণ—[সচকিত ও চিন্তান্বিত হইল, পরে সংযত হইয়া] অতি সামান্য একটা ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়েছিল বলে। অথচ দেখ,—এইমাত্র ভুবন রক্ষিতকে দু'শো টাকা এমনি দিয়ে এলুম। অথচ দাদার কথা মত—তাকে নাকি বড় সরকার। এই সেদিন প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে একটা চেক পাঠানো হল দশ হাজার টাকার, অথচ মহেশ ভট্চাজ তার ছোট ছেলের বই কেনবার জন্যে দাদার কাছে কিছু ভিক্ষা চেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে।

স্বরাজের প্রবেশ।

স্বরাজ। ফিরে গেছে বলে তার ছেলের বই কেনা আটকে যায়নি কাকা।

সহদেব। তুমি থাকতে যে আটকে যাবে না, তা আমি জানি স্বরাজ।

স্বরাজ। যাদের এত আছে, তার থেকে সামান্য দশ পাঁচটা টাকা গেলে কি একদম কমে যাবে? এত বড় স্বার্থপরতা কি ঈশ্বর কখনও সহ্য করবেন?

সহদেব। করতেই হবে।

স্বরাজ। আজ দেশের সাধারণ মানুষের ঘরে এক মুঠো চাল নেই। হা-অন্ন, হা-অন্ন করে তারা দিবারাত্র চিৎকার করছে। তাদের বেদনার বিষে নীলাভ আকাশ আরও নীল হয়ে গেল, অথচ আমাদের মত ধনীর গুদামে লাখ লাখ মণ চাল পচতে শুরু করেছে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছু আছে?

সহদেব। আছে স্বরাজ। আর তা হচ্ছে এই যে, প্রতি বছর কেন একটা করে মন্বন্তর হয় না!

স্বরাজ। রোম যখন পুড়ছিল, নীরো তখন বীণা বাজিয়ে আগুনের গান গাইছিল। কিন্তু তার এই পৈশাচিক আনন্দের প্রতিফলও সে পেয়েছিল ছুরীর মুখে। তোমাদেরও তাই হবে। তোমাদের বেলায় হয়ত ছুরী আসবে না, হয়ত আসবে লক্ষ কোটী মানুষের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আগুনের একটা ঝলক, বন্দুকের একটা গুলি।

সহদেব। একটা কি বলছ স্বরাজ! কতগুলি গুলির উপর নির্ভর করে আমাদের এই কুবেরের ভাণ্ডার রক্ষিত তার খবর রাখ?

স্বরাজ। তার মানে?

সহদেব। মানে—কতগুলি জীবনের বিনিময়ে যে—

আঙুর। ছোড়্‌দা!

সহদেব। ওই আমার এক দোষ আঙুর। ঘোড়া ছোটাই বটে, কিন্তু লাগাম কস্‌তে জানি না। যাক্, বাবাজীর কোলকাতা যাওয়া কি এখন স্থগিত রইল?

স্বরাজ। আপাততঃ! কিন্তু তুমি যেন কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলে কাকা!

সহদেব। ঠিক, ঠিক ধরেছ।

স্বরাজ। কি?

সহদেব

স্বরাজ। মানে—!

সহদেব। অর্থ মানে—মানে, আর মানের মানে অর্থ।

স্বরাজ। পিসীমা—

সহদেব। ওখানেও ওই মানে বাবাজী! হাঃ হাঃ হাঃ!

স্বরাজ। আশ্চর্য্য!

[প্রস্থান।

সহদেব। দেখলি, দেখাল আঙুর! আশ্চর্য্য ছাড়া কারও মুখে আর কিছু শুনতে পাবি না। সব আশ্চর্য্য আর আশ্চর্য্য! কিন্তু কিমাশ্চর্যমতঃপরম?

আঙুর। কি—!

সহদেব। অন্ধকার!

আঙুর। অর্থাৎ—!

সহদেব। ঈশ্বর এত আলো দিয়েছেন যে, এরপর আর কিছু দেখা যাবে না। সব অন্ধকার আর অন্ধকার।

আঙুর। অন্ধকার। সত্যিই অন্ধকার—নিকষ কালো অন্ধকার। ঈশ্বর! তোমার জ্যোতি সংবরণ কর, জগৎকে চোখ মিলে চাইতে দাও। এত আলো আর তাদের সহ্য হচ্ছে না ভগবান!

গীতকণ্ঠে বাসুদেবের প্রবেশ।

বাসুদেব। গীত।

ভগবান! ভগবান বিচার নাই।

যাদের আছে হাজার হাজার তারাই তোমার প্রসাদ পায়।

যারা তোমায় দেখতে নারে,
সোনায় তারা বাক্স ভরে,
ভক্তি যারা করে তোমায় তাদের পেটে খাবার নাই।
আমার বুকের সড়ক বেয়ে,
ওরা চলে রথ চালিয়ে,
রাজার ভাঁড়ার থাক না ওদের আমি কেবল বাঁচতে চাই।

আঙুর। তুমি এখানে ঢুকলে কি করে? দরোয়ানরা বাধা দেয়নি?

বাসুদেব। বাধা দেবে কি? তারা যে আমারই মত গরীব!

আঙুর। অর্থাৎ!

বাসুদেব। গরীব না হলে কেউ কখনও চাকরী করে? তা ছাড়া ওরা সবাই আমাকে চেনে!

আঙুর। কিন্তু নীলরতন রায়ের কড়া হুকুম, কোন ভিখারী যেন না আসে।

বাসুদেব। অন্য ভিখারী ত আসতে পাবে না।...যাক, সকাল-বেলায় কিছু ভিক্ষে পাব?

আঙুর। চুপ, চুপ কর ভিক্ষুক। হাস—নাচ—গাও, যা খুশী কর, কিন্তু ভিক্ষে চেয়ো না। জান না, এ বাড়ীতে কেউ কোন-দিন ভিক্ষে পায়নি?

বাসুদেব। একটা গুলিও কি ভিক্ষে মিলবে না?

আঙুর। ভিক্ষুক!

বাসুদেব। কোটীপতি নীলরতন রায়ের পিস্তলে গুলি কি সব শেষ হয়ে গেছে!

আঙুর। কি বলছ তুমি ভিক্ষুক?

বাসুদেব। [পূর্ব্ব গীতাংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।]

আঙুর। যে কথা রায়বাড়ীর কেউ জানতে পারেনি, সে কথা এ ভিক্ষুক জানলে কেমন করে! তবে কি—! ছোড়দা--ছোড়দা—!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পীরগঞ্জের নদীতীরবর্তী পথ।

ধীরাজ গাইতে গাইতে পথ চলেছে। কোমরে একটা ধুতি, গায়ে একটা গেঞ্জী, কাঁধে একখানা গামছা।

ধীরাজ। [সুরে] জয় রাধে গো—জয় রাধে গোবিন্দ জয়,
জয় রাধে রাধে গো জয় রাধে গোবিন্দ জয়!

শিকারী বেশে স্বরাজের প্রবেশ।

স্বরাজ। ওহে 'জয় রাধে'- গামছা কাঁধে চললে কোথায়?

ধীরাজ। সব কথা কি সকলকে বলা যায়?

স্বরাজ। আমাকেও না?

ধীরাজ। না। [গমনোদ্যত]

স্বরাজ। দাঁড়া, তুই আমার উপর রাগ করেছিস?

ধীরাজ। করেছি।

স্বরাজ। কেন?

ধীরাজ। অবান্তর জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাস বলে।

স্বরাজ। ধীরাজ—! তুই আমাকেও ভুল বুঝলি?

ধীরাজ। বুঝতে বাধ্য হলুম। তোর সঙ্গে আমার যত বন্ধুত্বই থাক, কিন্তু আমার সাংসারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার তোকে আমি দিইনি। বিধাতার একটা মস্ত ভুল যে, তুই আমার বন্ধু। তোর বন্ধুত্ব আজকে আমার পরিচয়ের লজ্জা, হয়ত বা তোরও।

স্বরাজ। ধীরাজ!

ধীরাজ। দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহেশ ভট্চায কোটীপতি নীলরতন রায়ের কাছে ছেলের বই কেনবার জন্যে ভিক্ষে চাইতে গেল, সে তার ভুল; অপমানিত হয়ে ফিরে আসা তার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু তুই কোন লজ্জায় আবার তার বইগুলো কিনে বাড়ীতে দিয়ে এলি?

স্বরাজ। এতে লজ্জার কি আছে! তুই আমার বন্ধু,—তোর ভাই আমারও ভাই। এটা আমার কর্ত্তব্য।

ধীরাজ। না, এটা অপমানের উপর অপমান; কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

স্বরাজ। কি বলছিস তুই! এতবড় একটা শিক্ষিত ছেলে হয়ে—

ধীরাজ। শিক্ষিত! শিক্ষা!—মানে সার্টিফিকেট? বিরাজের জন্যে কেনা তোর বইগুলোর সঙ্গে আমার সার্টিফিকেটগুলো আমি পুড়িয়ে দিয়েছি।

স্বরাজ। সে কি!

ধীরাজ। হ্যাঁ। এবার থেকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট ধীরাজ ভট্চায্ চাকরীর জন্যে আর অফিসে ইস্কুলে ধর্ণা দেবে না, আর বিরাজকেও তার বই কেনবার জন্যে কোটীপতিদের দোর গোড়ায় ভিক্ষের ঝুলি

২

তুলে ধরতে হবে না। আমি তাকে আমার সঙ্গে খুন করতে শেখাবো, জাল-জুয়াচুরী, ধাপ্পাবাজী-ডাকাতি করতে তালিম দেব।

স্বরাজ। তোর কথা শুনলে লোকে যে তোকে পাগল বলবে।

ধীরাজ। লোকে তো আমাদের সাধারণ আচরণ দেখেও পাগল বলে স্বরাজ। আমাদের ক্ষমা ওদের কাছে কাপুরুষতা, আমাদের সততা ওদের কাছে ছলনার নামান্তর, আমাদের দারিদ্র্য ওদের চোখে ন্যাকামী, আমাদের শিক্ষার ইচ্ছা ওদের কাছে বাতুলতা, তাই না!

স্বরাজ। কিন্তু সকলকেই কি এক পাল্লায় ওজন করা চলে?

ধীরাজ। না, তা অবশ্য চলে না, কিছু কম বেশী। তবু শতাব্দীর দাঁড়িপাল্লায় ওদের ওজনের গুরুত্ব সবার চেয়ে বেশী। আর সেই গুরুত্ব কমাতে এই পথ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। খুন, জখম রাহাজানি—

স্বরাজ। ধীরাজ! এখনও ফিরে আয়, এ পথ তোর জন্যে নয়।

ধীরাজ। কার কোনটা পথ, বিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে তার ঠিকানা বুক ফুলিয়ে কেউ দিতে পারে না স্বরাজ। চল, আমি আসি। ওদিকে আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

স্বরাজ। কিন্তু আমি এই বুঝি, অভিযোগ করার চেয়ে দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করার মধ্যেও আনন্দ আছে।

ধীরাজ। তা আছে, আমিও জানি। আমি অনার্সের ছাত্র, তাই রসানুভূতি আমারও কম নয়। কিন্তু তোর এই কথার উত্তরে এবার আমাকে আরও কঠোর হতে হল। ভেবেছিলাম, এত নগ্নতা ইচ্ছা করে কারও কাছে প্রকাশ করব না।...এই যে গামছা নিয়ে চলেছি, কোথায় জানিস?

স্বরাজ। কোথায়?

ধীরাজ। নদীর ওপারে, রাজের কাজে জোগান দিতে।

স্বরাজ। সে কি!

ধীরাজ। হ্যাঁ!...কারণ আজ তিনদিন হাঁড়ি চড়েনি। তাই ভেবেছি, যতক্ষণ ক্ষমতা থাকবে, ততক্ষণ আর কারও কাছে হাত পাতব না; যখন না থাকবে, তখন চলবে বুদ্ধির খেলা।

স্বরাজ। অর্থাৎ ব্ল্যাক-মেলিং, আর ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি!

ধীরাজ। ঠিক তাই!...আচ্ছা, চলি!...শিকারী, ওই দেখ তোমার শিকার!

স্বরাজ। তাই ত,...এক জোড়া ঘুঘু।...দাঁড়া—দাঁড়া। [বন্দুক তুলিয়া গুলি ছুঁড়িল] একটাও পড়ল না!

[নেপথ্যে আর্ত্তচিৎকার]

ধীরাজ। একটা পড়েছে, তবে ঘুঘু নয়,—মানুষ।

স্বরাজ। সেকি! খুন—

[নেপথ্যে—'খুন করলে, খুন করলে']

ধীরাজ। যখন লোক দু'টাকা কেজি চাল লাইন দিয়েও পাচ্ছে না, তখন তোমরা পাঁচ-টাকার কার্তুজ পুড়িয়ে শিকার খেল! সুন্দর!

নেপথ্যে। মারো শালাকে, মারো।

স্বরাজ। এখন উপায়!...গ্রাম থেকে লোক ছুটে আসছে।

ধীরাজ। ভয় নেই! [গামছাটা কোমরে জড়িয়ে] বন্দুকটা দে!

নেপথ্যে। ধর শালাকে, ধর! মারো, শালাকে মারো!

ধীরাজ। বিদায় বন্ধু! আর হয়ত দেখা হবে না।

[দ্রুত প্রস্থান।

স্বরাজ। কিন্তু বন্দুক,—

ধীরাজ। [নেপথ্যে] নিয়ে চললুম—

নেপথ্যে। পালালো—পালালো; ধর শালাকে, ধর।

স্বরাজ। একি হ'ল! [হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল]

ভুবনের প্রবেশ।

ভুবন। কিচ্ছু হয়নি!

স্বরাজ। এঁ্যা,—

ভুবন। মানে বন্দুক সমেত উধাও ত! সে ত একরকম ভালই হয়েছে। একটা বন্দুক গেল বটে, কিন্তু হাজার হাজার টাকার কারবার যে বন্ধ হয়েছিল, তা আবার চালু হল।

স্বরাজ। তার মানে?

ভুবন। মানে আবার কি!…ও, তুমি কিচ্ছু জান না। আর জানবেই বা কি করে! শয়তান ত তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বই করেছে, আসল কথা কি কিছু ফাঁস করে!

স্বরাজ। কি বলছেন আপনি?

ভুবন। ওই ধীরাজ, ওয়ার্কারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য করেছিল বলেই ত তোমাদের কারখানা এতদিন বন্ধ ছিল।

স্বরাজ। সে কি!

ভুবন। তবে আর বলছি কি! এবার কত সুবিধে হল! হারামজাদা ওয়ার্কারের দল এবার তাদের পাণ্ডাকে খুনী বলে জানবে। তার নামে বেরুবে ওয়ারেণ্ট, কেস চলবে, তারপর ফাঁসী। আর মহেশ ভট্চাযেরও প্যাঁ-পুঁ বেরিয়ে যাবে। চিরকাল তাকে লোকে বলবে খুনীর বাপ।

স্বরাজ। না—না, সে খুন করেনি।

ভুবন। করেনি বললে আমি শুনব কেন, আইন শুনবে কেন?

স্বরাজ। শুনতে হবে। যে খুন করেনি, তার নামে অযথা—

ভুবন। অযথা কি রকম! খুন যদি সে না করবে, তবে বন্দুকটা কি তার সঙ্গে উড়ে চলে গেল? যাক, চল একটা ডায়েরী লিখিয়ে দিতে হবে থানাতে। আর তা না হয় দারোগাবাবুকে বাড়ীতে ডেকে পাঠালেও চলবে। চল—চল।

স্বরাজ। কিন্তু,—

ভুবন। এখন মনে 'কিন্তু' রাখার সময় নয়। খুন বলে কথা। এ সময় কি আর বন্ধুর টান টানলে চলে। তাহলে নিজের উপর 'কেস' চেপে যাবে না!

স্বরাজ। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। না—না, ধীরাজকে যেমন করেই হোক ধরতে হবে। যেমন করেই হোক ধরতে হবে।

[প্রস্থান।

ভুবন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমি কে? দালাল ভুবন রক্ষিত। ভয় নেই, লজ্জা নেই, কেননা টাকা চাই, টাকা। পঞ্চাশটা টাকার বিনিময়ে বিশ ঘা জুতো মারুন, কিছু বলব না। এমন কি জুতো ছিঁড়ে গেলে দু'পাঁচ টাকা যদি কেটেও নেন, তবুও না। মোট কথা লোকসান যেন না হয়।...চুপ করুন। আমার চেয়ে কি আপনারা কম দালাল! আজকের পৃথিবী কাউকে সৎ থাকতে দেবে না, তা জানেন? তাই সাপ মারতে গিয়ে যদি শিবের মাথায় লাঠি পড়েই যায়, সে দোষও চাপাতে হবে ওই শিবের উপর। তাই কি না! হাঃ-হাঃ-হাঃ—এই ত বেশ বুঝতে পেরেছেন দেখছি!—দেখলেন, আপনাদের সাথে মস্করা করতে গিয়ে ওদিকে আবার দেরী হয়ে গেল। দালালদের ওই এক দোষ। আচ্ছা, নমস্কার। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সহদেব রায়ের বসিবার ঘর।

পুস্তক পড়িতে পড়িতে সহদেবের প্রবেশ।

সহদেব। যামিনী—!

যামিনী। [নেপথ্যে] যাই বাবু,—

যামিনীর প্রবেশ।

যামিনী। বাইরে যাবে, পোষাক বার করব?

সহদেব। না।

যামিনী। চা জলখাবার আনব?

সহদেব। উঁ-হুঁ।

যামিনী। চলে যাব?

সহদেব। না।

যামিনী। তবে কি গলায় দড়ি দিয়ে মরব?

সহদেব। হ্যাঁ।

যামিনী। এঁ্যা,—তুমি আমাকে মরতে বলছ?

সহদেব। বলছি। শুধু তোকে নয়, রায়বাড়ীর সবাইকে। যা, দড়ি নিয়ে আয়!

যামিনী। সে কি, সবাইকে কি সত্যি সত্যি গলায় দড়ি দিয়ে মারবে না কি?

সহদেব। না রে বাঁদর, না। দেখছিস না, আলমারী সব খালি, তাই দড়ির ফাঁস করে ওপাশের জানলা দিয়ে দাদার টেবিল থেকে একটা বোতল তুলে নিতে হবে!

যামিনী। লজ্জাও লাগে না তোমার?

সহদেব। উঁ,—লজ্জাবতীর নাতজামাই এলেন আর কি? আরে ব্যাটা, আমাদের কত টাকা আছে জানিস?

যামিনী। টাকা থাকলেই কি লজ্জা সরম থাকবেনি?

সহদেব। না। টাকা হচ্ছে লজ্জা ঘেন্না ভয়ের নির্ব্বংশারিষ্ট। এতদিন রায়বাড়ীতে চাকরী করে এইটুকুও শিখলি না? যা নিয়ে আয় দড়ি।

যামিনী। তবে বড়বাবুর কাছ থেকে চেয়ে আনতেই বা বাধছে কিসে?

সহদেব। অভ্যাস।

যামিনী। অভ্যাস!

সহদেব। হ্যাঁ অভ্যাস, ছেলেবেলা থেকে দাদাকে লুকিয়ে খাওয়া অভ্যাস যে!

যামিনী। [illegible]। [গমনোদ্যত]

সহদেব। শোন, দশটা টাকা থাকে ত দে দেখি।

যামিনী। আমি কি টাকার গাছ নাকি, যে নাড়লেই পড়বে! আর আমার মাগ ছেলে নেই?

সহদেব। দূর ব্যাটা নির্ব্বংশ, তাহলে আমার মাগ ছেলে বাঁচাব কিসে?

যামিনী। তুমি ত বে-থাই করলেনি?

সহদেব। আপনার ক'বার?

যামিনী। আচ্ছা, বে-থা নাই করলুম। তা বলে ভবিষ্যতের জন্যে পাঁচটা টাকা রাখবনি! এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে বুড়ো বয়েসে খাব কি?

সহদেব। তোর আবার ভবিষ্যৎ কি রে; বরং আমাকে সে কথা বলতে পারিস। আমার ভবিষ্যৎ কত বড়, তা জানিস?

যামিনী। টাকা যখন দরকার, তখন তোমার দাদার কাছে চাইলেই ত পার! তা তোমার কাছেও ত অত টাকা রয়েছে।

সহদেব। সে কি আমার টাকা নাকি? সব দাদার। যা আমার নয়, তার উপর আমার কোন অধিকার নেই। তোর কথা আলাদা। কারণ আজ পর্য্যন্ত রায়বাড়ীতে তুই যা বেতন পেয়েছিস, সবই ত 'জলবৎ তরলং' হয়ে আমার পেটেই গেছে। তা এতদিন যখন গেছে, তখন আজই বা যাবে না কেন? আলবাৎ যাবে।

যামিনী। যাবে? যাবে?···চাকরীর নিকুচি করেছে, ছেড়ে দেব চাকরী, ছেড়ে দেব।

[ক্রোধভরে প্রস্থান।

সহদেব। [সহাস্যে] ব্যাটা গাধা কোথাকার! ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে। দিনে পঞ্চাশবার চাকরী ছেড়ে চলে যাবে, তবুও একদিন অনুপস্থিত নেই। ডাকলেই বাহন হাজির। আর যামিনী ছাড়া রায়বাড়ীর যেন কোন অস্তিত্বই নেই। ~~বিচিত্র পৃথিবী~~!

নীলরতনের প্রবেশ।

নীলরতন। ~~তোমার চোখে যা বিচিত্র, আমার চোখে তা কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়~~।

সহদেব। দাদা!

নীলরতন। ~~তোমার কাছ থেকে কোনদিন কোন কথা যদি ফাঁস না হয়,~~ তাহলে স্থির জেনো, ভারতের মুষ্টিমেয় জগৎ শেঠদের মধ্যে আমি একজন হয়ে দাঁড়াব।

সহদেব। দরকার কি দাদা শেঠ সেজে! বেশ ত আছি। যা টাকা আমাদের আছে স্বরাজের ছেলের ছেলে তা বসে খেতে পারবে।

নীলরতন। ছেলেবেলার কথা তোমার মনে নেই বলেই এ কথা বলছ সহদেব। ঐ যে কি মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস—

সহদেব। তোমার কাছে আমি সব শুনেছি দাদা! কিন্তু তোমার চেয়ে যারা ধনী তাদের উপর তোমার যেমন আক্রোশ, তোমার চেয়ে যারা দরিদ্র তারাও ত তেমন আক্রোশ তোমার উপর জিইয়ে রেখেছে দাদা।

নীলরতন। ওই আক্রোশই ওদের বড় করবে সহদেব!

সহদেব। কিন্তু ওই আক্রোশের আগুনে তার আগেই হয়ত ওরা পুঁড়ে ছাই হয়ে যাবে।

নীলরতন। তাই যাক, গরীবদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা পাপ!

সহদেব। এমন পাপ ওরা দিনে রাতে করছে বলেই ত আমাদের মত বড়লোকদের পুণ্য এত বেড়ে যাচ্ছে দাদা। পৃথিবীর ইতিহাসে বরেণ্য বলে আমাদের নাম হচ্ছে খোদাই। ওদের পাপের জোরেই ত আমরা হচ্ছি মহাজন!

নীলরতন। ও রকম বড় কথা বলতে আমিও জানি সহদেব! কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ যে, যাদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এতগুলো কারখানা চালু করলাম কোটী কোটী টাকা খরচ করে, তারাই আজ ধর্ম্মঘট করে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। যে মহেশ ভট্টচাযের ছেলে রায়বাড়ীর অন্নজলে মানুষ, সেই হল ওয়ার্কারদের লীডার।...অকৃতজ্ঞ।

সহদেব। কিন্তু ওয়ার্কারদের কিছু বেতন বাড়িয়ে দিলে ত

আর এ ঝামেলা আসত না দাদা। লাভ না হয় কিছু কমই হত আমাদের।

নীলরতন। কেন বাড়িয়ে দেব! আজ তারা ইউনিয়ন গড়েছে, একজোট হয়ে মালিককে চোখ রাঙিয়ে বেতন বাড়াতে চাইছে। কাল আবার তারা আরও বেতনের দাবী করবে, পরশু দাবী করে বলবে, যে কারখানায় আমরা বুকের রক্ত জল করে খাটছি, সে কারখানা আমাদের। মালিককে আমরা কিছু করে মুনাফা দেব।···পারবে তা সহ্য করতে?

সহদেব। কথাটা ত মিথ্যে নয় দাদা! যেদিন দু'টাকা ছিল মজুরদের বেতন, সেদিন চালের দাম ছিল দু' আনা, চার টাকায় একটা কাপড়, তোমার কারখানাজাত দ্রব্যের গড মূল্য ছিল ছ'টাকা। আর আজ সেখানে চালের দর দু'টাকা, কাপড়ের দাম দশ টাকা, তোমার কারখানাজাত দ্রব্যের গড় মূল্য তিরিশ টাকা। তবু যদি তারা উপযুক্ত রেশন পেত, পয়সা দিয়ে সব জিনিষ কিনতে পারত।

~~নীলরতন। সহদেব~~!

সহদেব। দেশের চাষীদের ঘরে আজ খাদ্য নেই, অথচ আমাদের গুদামে লাখো লাখো মণ চাল মজুত; অতিরিক্ত মুনাফার লোভে তোমাদের মত ধনীরাই আজ দেশের বুকে দুর্ভিক্ষ ডেকে নিয়ে আসছে। এ স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ কার? আমাদের না মজুরদের?

নীলরতন। লেখাপড়া করবার সুযোগ আমি পাইনি সহদেব! যেটুকু শিখেছি, তাও নিজের চেষ্টায়। তবু তোমার কথার উত্তর আমি দিতে পারতাম, কিন্তু সেটা হত আরও রূঢ়। তবে এ যে আমার প্রতি তোমার আন্তরিক ঘৃণার প্রকাশ, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

সহদেব। বুড়ো বয়েসে ছোট ভাইয়ের উপর আর অহেতুক সন্দেহটা রেখো না দাদা! তোমার পাপ আমাকে দাও, আমার যদি কোন পুণ্য থাকে তা দিয়ে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কিছুটা সুদ হিসেবে ধরে নিও, তবু কতকটা শান্তি পাব।

[প্রস্থান।

নীলরতন। ব্যথা পেয়েছে মনে!···ওরে! তোরা আর কতটুকু ব্যথা নিয়ে থাকিস! যে ব্যথার আগ্নেয়গিরি দিবারাত্র মনের মাঝে জ্বলছে—! কমলা! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, পাপের সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়েছি, কোথায় গিয়ে ভিড়বে তা আমি জানি। তবু ফিরে আসবার উপায় নেই, কোন উপায় নেই।

নেপথ্যে। বাঁচতে দাও! খাবার দাও! [বারবার ধ্বনি উঠিতেছিল]

মদ্যপাত্রসহ যামিনীর প্রবেশ।

যামিনী। নাও দড়াদড়ি বাদ দিয়ে একেবারে হাজির করেছি। তোমার জ্বালায় শেষতক আমাকে চোর—

নীলরতন। চোর! কোথায় চোর?

যামিনী। [মদ্যপাত্র লুকাইয়া] নাও, তুমি আবার চোর কোথায় পেলে সাত সকালে! —চোর চোর!

নীলরতন। কি হয়েছে তোর? অত চিৎকার কিসের?

যামিনী। কি জানি, কি হয়েছে? কারখানার লোকগুলোকে দেখলুম, ফটকে জমায়েত হয়েছে। বলছে, খাবার দাও, বাঁচতে দাও! রামসিং তাদের হটাবার চেষ্টা করছে।

নীলরতন। ও, এই কথা বলছে ওরা। দিচ্ছি খাবার!—

নেপথ্যে। বাঁচতে দাও, খাবার দাও।

নেপথ্যে। এই হট্ যাও, হট্ যাও!

নীলরতন। [নেপথ্যের উদ্দেশ্যে] রামসিং! চালাও গুলি!

[নেপথ্যে গুলির শব্দ ও জনতার আর্ত্তনাদ]

যামিনী। ওকি করলে! ওরা খাবার চাইছে, আর তুমি ওদের উপর গুলি চালাতে হুকুম দিলে!

নীলরতন। হ্যাঁ, দিলুম। ওদের খাবার লাঠি আর গুলি!

যামিনী। তাই বটে, বড়বাবু! গরীবদের খাবার বড়লোকের লাঠি আর গুলি।

[প্রস্থান।

নীলরতন। সমগ্র পৃথিবী নীলরতন রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, আর তাই তাকে সহ্য করে যেতে হবে। সকলেই তার মুখে ঘৃণার থুৎকার দেবে, তবু তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হবে। তোমার প্রচুর আছে, আমাকে তার অংশ দাও! কিন্তু আমার যখন কিছুই ছিল না, তখন তোমরা ক'মুঠো অন্ন আমাকে দিয়েছ? কতটুকু দিয়েছ বাঁচার ভরসা! না, তা কিছুতেই হবে না। ওরা ভিখারী নীলুকে দেখেছে, কিন্তু কোটীপতি নীলরতন রায়কে দেখেনি, এইবার দেখিয়ে দেব। [পিস্তল বাহির করিয়া]

উর্দ্ধশ্বাসে ভুবনের প্রবেশ।

ভুবন। সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বড়বাবু! সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

নীলরতন। [পিস্তল লুকাইয়া] কি হয়েছে!

ভুবন। বিলাস সর্দ্দারের বড় ব্যাটা খুন হয়ে গেছে।

নীলরতন। কি করে?

ভুবন। স্বরাজ শিকার করতে গিয়ে গুলি ছোঁড়ে, সেই গুলিতে বিলাসের বড় ব্যাটা একদম শেষ।

নীলরতন। তারপর?

ভুবন। খুনের খবর পেয়ে সর্দ্দার পাড়ার যত লোক হৈ চৈ করে ছুটে আসছিল। এমন সময় দেখলুম, ধীরাজও সেখানে গিয়ে হাজির। ওকে বোঝালুম, তুমি যদি বন্দুকটা সরিয়ে না ফেল, তাহলে তোমার বন্ধু,—

নীলরতন। সাবাস!

ভুবন। এই শুনে সে ত বন্দুক নিয়ে পালাল, আর তার পেছনে লেলিয়ে দিলুম সর্দ্দার পাড়ার লোকদের।

নীলরতন। বেইমানী কোনদিন করো না ভুবন। তাহলে নীলরতন রায়ের পিস্তল তোমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। সাপ আর ব্যাঙ—দুজনের মুখেই যেদিন তোমাকে চুমু দিতে দেখব,—

ভুবন। কি যে বলেন…!

নীলরতন। তবে টাকার প্রয়োজন হলে আমাকে বলো। আশা অপূর্ণ থাকবে না।

ভুবন। হুজুর ত মা বাপ।

নীলরতন। আমার নাম করে সহদেবের কাছ হতে পাঁচশো টাকা নিয়ে যাও। সর্দ্দার পাড়ার লোকদের ভাল করে বোঝাও যে, ধীরাজই বিলাসের ছেলেকে খুন করেছে। প্রয়োজনে আরও টাকা পাবে। তবে পরের ঘটনা সম্বন্ধে সজাগ থেকো, এখন যাও।

ভুবন। আর বলতে হবে না, সে আমি বুঝে ফেলেছি। কিন্তু থানাতে একটা ডায়েরী—

নীলরতন। আমার কর্ত্তব্য তোমাকে বলে দিতে হবে না ভুবন!

ভুবন। আচ্ছা, নমস্কার।

[প্রস্থান।

নীলরতন। ধর্ম্মঘট করবে, মজুরদের ক্ষেপিয়ে দেবে!…ধীরাজ ভট্টচায! তুমি ভেবেছ দু'কলম লেখাপড়া শিখে দুনিয়াটাকে উল্টে দেবে। এইবার—! যদি তুমি জয়ী হও, তাহলে নীলরতন রায় সেদিন তোমাকে বরণ করে নেবে। তা না হলে এই তোমার

আঙুরের প্রবেশ।

আঙুর। বড়দা, এসব কি শুনছি

নীলরতন। কি শুনছ?

আঙুর। আমাদের স্বরাজ নাকি খুন করেছে?

নীলরতন। [সহাস্যে] আরে না—না! খুন করেছে মহেশ ভট্টচাযের ছেলে ধীরাজ। ওরা দুজনেই শিকারে গিয়েছিল। ধীরাজ ত বন্দুক ভাল চালাতে পারে না। অভ্যাস করতে গিয়ে এই সর্ব্বনাশ। সেই ভয়েই ত সে বন্দুক সমেত ফেরার।

আঙুর। তবে যে শুনলুম—

নীলরতন। সে সব মিথ্যা।

আঙুর। ঠাকুরের কৃপায় তাই যেন হয় দাদা।

নীলরতন। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, স্বরাজের কোন বিপদই হবে না।

আঙুর। কিন্তু ধীরাজ ত স্বরাজের বন্ধু; সে আমাদের ঘরেই মানুষ, আমাদেরই ত ছেলে। তাকেও ত আমাদের বাঁচাতে হয় দাদা।

নীলরতন। হয়, কিন্তু তা হবে না। যে আমারই দেওয়া দুধ

কলা খেয়ে আমারই বুকে বিষের ছোবল বসাতে চায়, তার প্রতি আমার এতটুকু করুণা নেই। তার ধ্বংসই আমার কাম্য।

আঙুর। বলো না দাদা, ও কথা বলো না। ধীরাজের মত ছেলে হাজারে একটা পাওয়া যায়।

নীলরতন। পাওয়া ত যায়, আর যাদেরই পাওয়া যায়, তারা যার খায় তারই বুকে বসে দাড়ি উপড়ায়।

আঙুর। তাহলে তুমি কি ধীরাজকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে না?

নীলরতন। না, নীলরতন রায় যা বলে, তার নড়চড় হয় না।

আঙুর। তাহলে বৌদিব শেষ ইচ্ছাও কি তুমি পূর্ণ করবে না?

নীলরতন। কি শেষ ইচ্ছা?

আঙুর। মহেশদার মেয়ের সঙ্গে আমাদের স্বরাজের বিয়ে।

নীলরতন। অসম্ভব! ভিখিরীর মেয়ের সঙ্গে কোনদিন কোটীপতির ছেলের বিয়ে হয় না।

আঙুর। তুমি ত মহেশদাকে একদিন কথা দিয়েছিলে।

নীলরতন। দিয়েছিলুম তখন, যখন আমি ছিলুম সামান্য ব্যবসাদার, আর মহেশ ভট্টচাযও আমার সঙ্গে যখন এমন শত্রুতায় নামেনি।

আঙুর। কিন্তু স্বরাজ যদি তোমার কথা না শোনে?

নীলরতন। প্রথমে তাকে বোঝাব, না শোনে—প্রয়োজন হলে তাকে পরিত্যাগ করব, তবু আমার দ্বিরুক্তি হবে না।

আঙুর। এই তোমার স্থির সিদ্ধান্ত?

নীলরতন। হ্যাঁ, এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত।

আঙুর। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বড়দা?

নীলরতন। কর।

আঙুর। আমি জানি, বৌদি বজ্রাঘাতে মরেছে। একি সত্যি?

নীলরতন। [তাহার চোখ জ্বলিয়া আবার নিভিয়া গেল] এতদিন পরে আবার এ প্রশ্ন কেন আঙুর?

আঙুর। তাই বলছি।

নীলরতন। হ্যাঁ, সেও ওই একই কারণ। গরীব দেখলেই তার দান করবার উৎসাহ বাড়ত। আমার কষ্টার্জ্জিত অর্থের এমন অপচয় হ'তে দেখলে, আমার বুকে লাগত। তাই তাকে আমি সেই ঝড় জলের রাত্রে গুলি করে মেরেছি।

আঙুর। এই সামান্য অপরাধে অমন দেবী বৌদিকে তুমি গুলি করে মারলে!

নীলরতন। [কঠোর স্বরে] তোমার চেয়ে বয়সে আমি অনেক বড় আঙুর।...যাও, তর্ক করো না। [আঙুর চলিয়া যাইতেছিল] এদিকে শোন।...ওই নারকেল গাছের মাথার উপর এসে দাঁড়িয়েছে, ওটা কি?

আঙুর। সূর্য্য!

নীলরতন। ওতে কত আগুন আছে জানিস?

আঙুর। এমন দশটা পৃথিবীকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার মত।

নীলরতন। হঠাৎ যদি রায়বাড়ীর উপর ওটা পড়ে যায়।

আঙুর। অসম্ভব!

নীলরতন। অসম্ভব নয়, পড়েছে! অব ও রূপে নয়, নীলরতন রায়ের ছদ্মবেশে। দিবানিশি সেটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। এর উত্তাপ এসে লেগেছে এবার আইন সমুদ্রের কিনারে। ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে মহাসমুদ্র। গেল গেল গেল—

আঙুর। বড়দা!

নীলরতন। বছরের পর বছর ধরে শুরু হচ্ছে এক-একটি নতুন কারখানা। একবার করে প্রচুর কাঁচা মাল তুলে নিয়ে পরের বছর তার সাইনবোর্ড বদলে দিয়ে, মহাজনদের ফাঁকি দিচ্ছি। পাঁচ হাজার টাকা ঘুস দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা মুনাফা থাকছে সরকারী টেণ্ডারে। দিনের পর দিন সেই টাকা সোনা হয়ে এসে ঢুকছে আমার ইস্পাতের সিন্দুকে। চাল তেল গাঁজা আফিম চোরাইমাল দেখতে দেখতে সব সোনা হয়ে যাচ্ছে। শুধু সোনা আর সোনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

আঙুর। বড়দা!

নীলরতন। তবু তার মাঝখানে যদি কোনক্রমে অশ্রু আর রক্তস্রোত বয়ে আসে, তাহলে সেই স্রোতের মুখে সোনা দিয়েই প্রাচীর গেঁথে তুলবে এই কোটীপতি নীলরতন রায়!

আঙুর। কিন্তু সরকারের চোখে যেদিন তোমার এই কারসাজি ধরা পড়বে, সেদিন ত আইন তোমাকে ক্ষমা করবে না দাদা।

নীলরতন। আইনকে ফাঁকি দিতে যত কিছু কৌশল আমার জানা আছে, তার সব কটিই আমি ধীরে ধীরে প্রয়োগ করে চলেছি। যেদিন সব শেষ হয়ে যাবে, আইনের ইন্দ্রজালে যেদিন আমি সত্যিই জড়িয়ে পড়ব, সেদিন ক্ষমা আমি চাইব না, বরং বুক ফুলিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করব।

আঙুর। কিসের বিদ্রোহ, কার বিরুদ্ধে?

নীলরতন। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।

আঙুর। তবে কেন তোমার এই দরিদ্র বিদ্বেষ। কেন তোমার দুয়ার হতে বিনা ভিক্ষায় ভিক্ষুক ফিরে যায়?

নীলরতন। মহাভারত পড়েছিস?

আঙুর। পড়েছি।

নীলরতন। মাতুল শকুনির কথা তোর মনে আছে?

আঙুর। আছে।

নীলরতন। শকুনি কৌরবদের পক্ষ নিয়েছিল কি পাণ্ডবদের ধ্বংস করবার জন্য? তা নয়। সে চেয়েছিল, তার আবাল্য শত্রু কৌরবদের চরম অত্যাচারীর সীমায় তুলে দিতে, আর পাণ্ডবদের চরম অত্যাচারীত হতে। কারণ সে জানত, এই দুয়ের সংঘর্ষে কৌরবরা একদিন সত্য-ন্যায়-ধর্ম্মের কাছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর তাতেই হবে তার প্রতিহিংসা নেওয়ার ব্রত উদ্‌যাপন।

আঙুর। সুন্দর।

নীলরতন। তাই দরিদ্র পেষণের মাধ্যমে আমি এমন একটা বিপ্লব নিয়ে আসব, যা দিয়ে ধনীকের জয়ধ্বজা—আইনের কঠোর অনুশাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আঙুর। তাতেই কি তোমার আত্মা শান্তি পাবে বড়দা?

নীলরতন। পাবে আঙুর, পাবে! কারণ আমার এই বিপ্লববন্যা ধনীকের মনের মাঝে একটা পলির আস্তরণ ফেলে দিয়ে যাবে। আর তার উর্ব্বর বুকের উপর মানবতার বীজ নিক্ষিপ্ত হলে হয়ত একদিন তা সাম্যের বিশাল বনস্পতি হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে।...নইলে, গরীব হয়ে বড়লোকের মনের সিংদরজায় মাথা ঠুকে নাড়া দিতে কেউ পারবে না। সেই সিংদরজা ভাঙ্গতে হলে চাই বড়লোকের মত মদমত্ত হাতী। আইজ বলছি, নীলরতন রায় যুগ-সূর্য্য। প্রচণ্ড অগ্নিপিণ্ডের রূপে সে ছিটকে পড়েছে ওই রায়বংশের বুকের উপর।

[প্রস্থান।

আঙুর। ঠাকুর! বড়দাকে তুমি কোথায় টেনে নিয়ে চলেছ! ওর প্রতিহিংসা সার্থক হলে যে পৃথিবীর বুকে বিপ্লবের বান ডাকবে।

সহদেবের প্রবেশ॥

সহদেব। ডাকবে নয় রে, ডেকেছে।

আঙুর। ছোড়্দা!

সহদেব। শুনতে পাচ্ছিস না, দূর হতে ভেসে আসছে তার উত্তাল তরঙ্গের ফোঁস ফোঁসানি। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে তার প্রচণ্ড হুংকার। তীরের মাটিতে ফণা আছড়াচ্ছে বিপুল আক্রোশে।

আঙুর। তুমি ত জান ছোড়্দা, এ পথে ধ্বংসই আসে, মঙ্গল কখনও আসে না; তাহলে তুমি কেন বড়দাকে বাধা দিচ্ছ না?

সহদেব। আমার চেয়ে দাদা আরও ভালভাবেই জানে।

আঙুর। তবু কেন সে মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছে। তুমি তাকে ফেরাও ছোড়্দা, তুমি তাকে বাঁচাও।

সহদেব। ওর মনের আকাশে যতদিন মেঘ জমবে, ততদিন ওর স্রোতের বেগ থামতেও পারে না আঙুর। কেউ থামাতেও পারবে না।

আঙুর। তাহলে তুমি আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও ছোড়দা। এতবড় সংসারটার এতবড় ধ্বংস দেখবার আগে আমাকে তোমরা অনেক দূরে সরিয়ে দাও।

সহদেব। কিন্তু দাদা যে তোকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। আর এখন হতে এত তাড়াতাড়ি কেন? দুদিন থাক্ না। এই ত সবে জোয়ারের জল আসতে শুরু করেছে। ওই ঘোলা জলে কত কি ভেসে আসে তাই দেখ।

আঙুর। তার নমুনা ত দেখতেই পাচ্ছি ছোড়্দা। স্বরাজ এখনও ফিরল না। সে যদি খুন না-ই করবে, তবে এখনও ফিরছে না কেন?

সহদেব। স্বরাজ ফিরেছে।

আঙুর। তাহলে সে খুন করেনি?

সহদেব। নীলরতন রায় যদি বলে করেনি, তাহলে করেনি।

আঙুর। কিন্তু ধীরাজও ত আমাদেরই ছেলে, তাকে কি তুমি বাঁচাতে পার না ছোড়্দা?

সহদেব। তুই যখন বলছিস তখন চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু দাদা থাকতে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

আঙুর। বড়দার দয়াতে আমরা অনেক দূরে উঠেছিলুম ছোড়্দা। আবার আমাদের পথে বসতে হবে।

সহদেব। তাই বটে আঙুর। বিনা চিকিৎসায় বাবা মারা গেলেন। আমাদের ছুটি ভাই বোনের হাত ধরে দাদা ভেসে পড়ল অজানার পথে। দিন মজুরের কাজ করে আমাকে লেখা-পড়া শেখাল, তোর বিয়ে দিল বড়ঘরে।...বাবার বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া, দারিদ্র্যের কশাঘাত, সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসন দিনে দিনে তাকে করে তুলেছে এমনি স্বার্থপর—এমনি অর্থলপ্সু। এতে যদি কোন অপরাধ হয়, তাহলে সে অপরাধ তার নয়—আমাদের। আর এর সমুচিত প্রতিফল ত আমাদের পেতেই হবে। তাতে দুঃখ কি?

আঙুর। তবু নিশ্চিত ধ্বংস থেকে তাকে বাধা দেবে না?

সহদেব। তার চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম, রাহাজানী, বেআইনী কারবার, ফাটকাবাজী যখন নির্ব্বিবাদে হজম করেছি, তখনই ত তার ধ্বংসের রাজপথের উপর সমস্ত বাধাকে সরিয়ে দিয়েছি। আজ খুঁজতে গেলে সে বাধা পাব কোথায়? ও যাবে, তুই যাবি, আমি যাব, স্বরাজ যাবে—রায়বাড়ীর সকলেই চলে যাবে। ওর ব্যথার সমুদ্র

মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল তা যখন আমাদের দুহাত ভরে দিয়েছিল, তখন বিষকুটও সমানভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা না করে দেবার মত কৃপণ নীলরতন রায় নয় আঙুর।

আঙুর। ছোড়্‌দা!

সহদেব। এইমাত্র ঘোলা জল দেখা গেছে। ফেণময় ঘোলা জলে স্ফীতি দেখা দিয়েছে। তীরের নৌকার কাছিতে পড়েছে টান। মাঝি নোঙর তুলেছে। তীরের বেগে ছুটে চলেছে নৌকাখানা উত্তাল মহাসমুদ্রের দিকে। বিক্ষুব্ধ ঘূর্ণিগুলো হাঁ হাঁ করে উঠছে ওকে গ্রাস করতে। সামাল—সামাল মাঝি—সামাল!

আঙুর। ছোড়্‌দা!

সহদেব। আঃ! গলাটা শুকিয়ে গেছে রে আঙুর। একটু ভিজিয়ে না নিলে চলবে না।...যামিনী,—যামিনী—

[প্রস্থান।

আঙুর। আমি কাঁদব, না হাসব, না অভিশাপ দেব! কিন্তু কাকে? কাকে দেব অভিশাপ? ভগবানকে, না নিষ্ঠুর সমাজকে!

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

মহেশ ভট্‌চাযের বাড়ীর প্রাঙ্গন।

আবৃত্তিরত বিরাজের প্রবেশ।

বিরাজ 'ভেঙ্গেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়—
তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।"

আবৃত্তিরত কণার প্রবেশ।

কণা। "হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারই হউক জয়।"

আবৃত্তিরত মহেশের প্রবেশ।

মহেশ। "এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দ্দয়—
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্ম্মল, এসো এসো নির্ভয়—
তোমারি হউক জয়।"

গীতকণ্ঠে বাসুদেবের প্রবেশ।

বাসুদেব। গীত।

হোক জয়, হোক জয়।
মথুরাতে ডাক পড়েছে, বৃন্দাবনে আর ত নয়।
কংস এবার ধ্বংস হবে,
মথুরার প্রাণ জুড়াবে,
বসুদেবের আর দেবকীর ভাঙ্গবে শিকল সুনিশ্চয়।
এবার হবে রাজার রাজা,
দুষ্টগণে দিবেন সাজা,
পাপী তাপী মুক্তি পাবে কাছে পেয়ে জগন্ময়।

মহেশ। কি ব্যাপার বাসুদেব। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। কোথায় ছিলে এতদিন?

বাসুদেব। আমাদের কি আর ঠিক আছে বাবাঠাকুর। ঠাকুর যখন যেদিকে ডাকেন, সেইদিকেই যাই।

মহেশ। বসো—বসো।··কণা, একটা আসন দাও ত মা!

বাসুদেব। [কণার প্রতি] থাক ভাই, আসন লাগবে না; বসবার এখন সময় নাই। হ্যাঁ, এই চাল কটা রেখে দাও ত ভাই। [চালের পুঁটলি আগাইয়া দিল]

মহেশ। চাল কি হবে?

বাসুদেব। ভাত হবে। মানে আজ বাবাঠাকুরের চারটি প্রসাদ পাবার ইচ্ছা জাগছে মনে। বামুনবাড়ীতে কি এমনি খেতে আছে! ভাই—

মহেশ। সিধে নিয়ে এসেছ?

বাসুদেব। ওই সামান্য,—

মহেশ। ও সামান্য নয় বাসুদেব। ও অসামান্য—অপরিসীম!

বাসুদেব। ও সীমা অসীমের কথা এ মগজে ঢুকবে না বাবা-ঠাকুর। যাক, একটা কথা বলি।

মহেশ। বল।

বাসুদেব। আমার ধীরাজ ভাই কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেল। পথে আমার সঙ্গে দেখা। বললে, বাবাকে বলে দিও, খুনী আসামী হয়ে কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হচ্ছে, যেন দুঃখ না করে।

মহেশ। খুনী আসামী!

বিরাজ। দাদা!

কণা। সত্যি!

বাসুদেব। হ্যাঁ, কোটীপতির ছেলেকে খুনের সোপর্দ্দ থেকে বাঁচাতে নিজের ঘাড়ে সব দোষ তুলে নিয়ে ফেরার হয়েছে। যাক, বাবাঠাকুর! তুমি তার জন্যে বিশেষ ভেবো না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এখন চলি।...জয় রাধে কৃষ্ণ! জয় রাধে কৃষ্ণ!

[প্রস্থান]

মহেশ। [চোখের কোলে অবরুদ্ধ অশ্রু দেখা গেল]

"প্রভাত সূর্য এসেছ রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।"

কণা। বাবা!

মহেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিরাজ। বাবা!

মহেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [উন্মাদ হাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন]

কণা। বাবা! তুমি ঘরে চল, একটু শোবে চল। ডাক্তার তোমাকে যে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। চল, একটু শোবে চল।

~~মহেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—~~

বিরাজ। যা, তাড়াতাড়ি নিয়ে যা।

কণা। চল বাবা!

মহেশ। "জানি জানি তন্দ্রামম রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ ধারা সম বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউবা ছুটে আসবে পাশে, কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে তোমার মহাশঙ্খ।"

[আবৃত্তি করিতে করিতে কণা সহ প্রস্থান।

বিরাজ। "তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব।"

একজন কনষ্টেবল সহ শত্রুদমনের প্রবেশ।

শত্রুদমন। অচল থাকছি। এই হারামজাদা, তোর দাদা কোথায়?

বিরাজ। হারামজাদা আপনি।

শত্রুদমন। সাট্ আপ স্কাউণ্ড্রেল! রুলের গুঁতোতে নাক ভেঙ্গে দেব জানিস?

বিরাজ। আপনিও বোধহয় ভালভাবেই জানেন যে, ইচ্ছা

করলে আপনার ওই গোঁফজোড়াটাকে টান মেরে উপড়ে ফেলতে পারি।

শত্রুদমন। বটে।

বিরাজ। ভদ্রভাবে যা জিজ্ঞেস করবেন, সম্ভবমত তার উত্তর দেব। আর যদি এমন ইতর ভাষায় জানতে চান, তাহলে—

ভুবনের প্রবেশ।

ভুবন। তাহলে কি করবি রে শূয়ার?

বিরাজ। [সক্রোধে] ভুবন দালাল—!

ভুবন। হাজতে দিন স্যার। হাজতে দিন। ফোঁস দেখছেন না? সব ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র। একধার থেকে সবাইকে হাজতে দিন।

শত্রুদমন। তোর দাদা কোথায়?

বিরাজ। সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। কোথায় গেছে জানি না।

শত্রুদমন। সে যখন বিলাস সর্দারের বড় ছেলেকে গুলি করে, তুই তখন কোথায় ছিলি?

বিরাজ। আপনি যে এখন আমার সঙ্গে কি কথা বলছেন, আপনার স্ত্রী বাড়ীতে বসে নিশ্চয়ই তা জানতে পারছেন না?

ভুবন। একরত্তি ছেলের পাকা পাকা কথা শুনছেন?...এই, ওনার সঙ্গে যে এমন চোটপাট করে কথা বলছিস, ওনার নাম জানিস? শত্রুদমন চট্টরাজ।

বিরাজ। উনি যে আমার সংগে এমন ইতর ভাষায় কথা বলছেন, উনি আমার নাম জানেন? বিরাজ ভট্টরাজ!

শত্রুদমন। চোপরাও হারামজাদা!

বিরাজ। আবার?

শত্রুদমন। বাড়ীতে কে আছে?

বিরাজ। আমার বাবা, আমার বোন।

শত্রুদমন। তোর বাবাকে ডাক।

বিরাজ। বাবা অসুস্থ। তাকে এখন ডাকা চলবে না।

ভুবন্। সব শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা, বুঝলেন স্যার, সব শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা।

শত্রুদমন। হুঁ, শিখিয়ে রাখাচ্ছি!...পাঁড়ে!

কনষ্টেবল। [এতক্ষণ খইনী টিপিতেছিল, দারোগাবাবুর ডাক শুনিয়া, খইনী মুখে দিয়া তাড়াতাড়ি সাবধান হইল] জী!

শত্রুদমন। মহেশ ভট্ চায কো্ বোলাও—!

কনষ্টেবল। [আবার স্যালুট দিয়া চলিতে লাগিল]

বিরাজ। [সামনে বাধা দিয়া] না—না, বাবাকে ডাকবেন না। বাবা সত্যিই অসুস্থ। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাবা, কণা, আমি—আমরা কেউ কিছু জানি না। আপনার কোন প্রশ্নের সুষ্ঠ জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভুবন। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না স্যার।

শত্রুদমন। পাঁড়ে—

কনষ্টেবল। জী!

শত্রুদমন। হাঁক লাগানে পড়েগা—

কনষ্টেবল। [নেপথ্যের উদ্দেশ্যে] ভোঁইষ ভোট্টচায্, হেই ভোঁইষ ভোট্টচায্!

বিরাজ। ডাকবেন না পাঁড়েজী, ডাকবেন না।

কনষ্টেবল। হে-ই—ভোঁ-ই-য—ভো-ট্-চা-য্—

টলিতে টলিতে কণা ও মহেশের প্রবেশ।

মহেশ। ডাক এসেছে এবার আমার
বাইতে হবে সাঁঝের খেয়া,
বাজুক ঝড়ের বিষম বাঁশী
গর্জ্জে উঠুক কালের দেয়া!

কণা। বাবা, তোমার পা টলছে, তুমি পড়ে যাবে।

ভুবন। আরে থাম থাম, পড়ে যাবে বললেই পড়ে যাবে। পড়ে গেলেও তুলে ধরতে হবে। এখনও একটা জবানবন্দী নেওয়া হল না।

কণা। কিসের জবানবন্দী!

ভুবন। ও বাবা, এ যে দেখছি সাপ হয়ে খায়, আর ওঝা হয়ে ঝাড়ে। বলে, কিসের জবানবন্দী!...তোর দাদা যে খুন করেছে, সে খবর রাখিস?

কণা। না, এই শুনছি।

শত্রুদমন। মহেশ ভট্‌চায্, আমি এখন দারোগা—শত্রুদমন চট্টরাজ, সেটা নিশ্চয়ই—

মহেশ। নমস্কার!

শত্রুদমন। আমি যা জিজ্ঞেস করব যথাযথ উত্তর দেবে।

মহেশ। বেশ, অনুগ্রহ করে বলুন।

শত্রুদমন। তোমার ছেলে ধীরাজের সঙ্গে বিলাস সর্দ্দারের বড় ছেলের কতদিনের শত্রুতা? [নোট বহি বাহির করিয়া লিখিতে লাগিলেন]

মহেশ। বিলাসের ছেলের সঙ্গে ধীরাজের শত্রুতা আছে বলে ত আমার মনে হয় না।

শত্রুদমন। তবে ধীরাজ তাকে খুন করলে কেন?

মহেশ। বুঝলাম না ঠিক।

শত্রুদমন। মানে, তোমার ছেলে ধীরাজ নীলরতন বাবুর ছেলে স্বরাজের বন্দুক নিয়ে বিলাসের ছেলেকে খুন করে বন্দুক সমেত ফেরার।

মহেশ। স্বরাজ বলেছে এ কথা?

শত্রুদমন। স্বরাজ কি বলেছে না বলেছে তোমার তা জানবার কথা নয়। কথা হচ্ছে এই যে, তোমার ছেলের খুন করা সম্বন্ধে তুমি কি জান?

মহেশ। আমি কিছুই জানি না। কারণ আমি ক'দিন ধরেই অসুস্থ। ঘরের বাইরে যেতে পারি না। ধীরাজ কোথায় যায়, কি করে সে সম্বন্ধেও কোন কিছু আমার জানার বাইরে। তবে আমার চেয়ে যে ভুবন এ বিষয়ে আপনাকে অনেক কিছুই বলতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

ভুবন। গা-জ্বালানো কথাগুলো শুনছেন স্যার।…তোমার ছেলে খুন করেছে কেন, তা আমি জানতে যাব কেন?

বিরাজ। বিলাসের ছেলে খুন হয়েছে, তাতে আপনার মাথা ব্যথাই বা কেন?

ভুবন। বা রে! একটা গরীব খুন হয়ে যাবে, আর তাই চুপ করে দেখে যাব। মনে করেছিস, তাদের দেখবার ব'লবার কেউ নেই বলে যার খুশী তারই হাতে মাথা নিয়ে নিবি?

মহেশ। এটা তর্কের কথা নয় ভুবন। আর তোমাকে এখানে

সাক্ষী হবার জন্যে কেউ ডাকেনি। তাই তুমি কথা না বলেই ভাল হয় না কি?

ভুবন। সাক্ষী নয় মানে? আমি ছাড়া এ কেসে সাক্ষী কে আছে? আমিই ত স্পটে—মানে, কি বলে—

শক্রদমন। ঘটনাস্থলে!

ভুবন। হ্যাঁ। মানে, আমিই ত ঘটনাস্থলে ছিলাম।

মহেশ। তাহলে আমার জবানবন্দী নেওয়ার আগে দারোগা বাবুর ভুবনেরই জবানবন্দী নেওয়া উচিৎ ছিল। বলে মনে হয়।

শক্রদমন। আমার কি উচিৎ, সে বুদ্ধিটা তোমার কাছ হতে আমায় নিতে হবে না।

বিরাজ। তা যদি না নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন, তাহলে আমাদের শেষ কথা শুনে যান,—

মহেশ। বিরাজ!

বিরাজ। কি বলছ তুমি বাবা। কানে হাত না দিয়ে এরা কাককে ধরে টানাটানি করছে দেখতে পাচ্ছ না।

মহেশ। বুঝতে পারছিস না বাবা।—এটা যুগের নিয়ম।

বিরাজ। মানি না সে নিয়মকে। এবার আমাদের সময় এসেছে, তাই ওদের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলব,

"আমি মানি নাকো কোন আইন
আমি ভরা তরি করি ভরাডুবি
আমি টর্পেডো আমি ভীম ভাসমান মাইন।"

শক্রদমন। চোপরাও শূয়ার। [রুলের আঘাত]

ভুবন। এ্যারেষ্ট—এ্যারেষ্ট করুন স্যার। এ প্রকাশ্যে রাজদ্রোহীতা! ওরে বাবা, এ যে কেঁচোর গর্তে সাপের বাসা!

শত্রুদমন। সাপের ফণা ভেঙ্গে দোব একেবারে! [পুনঃ পুনঃ প্রহার]

মহেশ। মারবেন না দারোগাবাবু! বিরাজ ছেলেমানুষ!

শত্রুদমন। ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষের মুখে বুড়োর মত কথা কেন?

কণা। তার জন্যে ত আপনারাই দায়ী। আপনারা সরকারী লোক, শৃঙ্খলা রক্ষা করাই আপনাদের কাজ, বিশৃঙ্খলা বাধানো ত নয়?

ভুবন। বিশৃঙ্খলা কি করে হল? দিন দুপুরে প্রকাশ্যে খুন হচ্ছে, তার হদিস বের করা কি বিশৃঙ্খলা বাধানো? বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি।...চলুন স্যার! বুঝতেই ত সব পারছেন। অনর্থক দেরী করে লাভ নেই। লিখে নিন যে, মহেশ ভট্চাযের বাড়ীর সকলের ষড়যন্ত্রের ফলেই বিলাসের বড় ব্যাটা খুন হয়েছে।

শত্রুদমন। হ্যাঁ, এই কথাই ঠিক। [লিখিতে লাগিলেন]

মহেশ। ভুবন, আমি বুড়ো হয়েছি, শেষবার বয়স আমার আর নেই। তবুও মাঝে মাঝে এসো। এতদিন কাব্য করে কেটেছে, এবার না হয় আমাকে একটু-আধটু করে দর্শন পড়িয়ে যেও।

ভুবন। ঠাট্টা করো না ভট্চায্,—ঠাট্টা করো না। সুযোগ পেলে দর্শন তোমাকে আমি ঠিকই পড়াব।...চলুন স্যার।

শত্রুদমন। পাঁড়ে!

কনষ্টেবল। জী।

শত্রুদমন। চলিয়ে।

[শত্রুদমন, কনষ্টেবল ও ভুবনের প্রস্থান।

কণা। খুব কি লেগেছে ছোড়দা?

বিরাজ। সামান্য।

কণা। সামান্য কি!...ইস্, কপালটা কতটা কেটে গেছে! চল চল, ঘরে চল! [রক্ত মুছাইয়া দিল]

মহেশ। কণা!

কণা। বাবা!

মহেশ। ধীরাজ কি তোকে কোন কথা বলেছিল?

কণা। না ত।

মহেশ। সকালে সে কোথায় বেরিয়েছিল রে?

কণা। জানি না ত।

বিরাজ। কণা জানলেও বলবে না, কিন্তু আমি জানি।

কণা। থাক না ছোড়দা। সে কথা নাই-বা শোনালি।

বিরাজ। শোনাতে যে হবে বোন। এই ত শোনাবার সময়। এমন সময় কি আর কখনও আসবে।

কণা। ছোড়দা!

বিরাজ। বাবা অসুস্থ, তিন দিন হাঁড়ি চড়ে নি। একটা অনার্স গ্রাজুয়েট ছেলের পক্ষে এটা সহ্য করা কি সম্ভব! পঁচিশ টাকার টিউশানিতে কি সংসার চলে! তাই ত সমস্ত লাজ-লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে রাজের কাজে জোগান দিতে গেল ওপারে। [চক্ষে জল আসিল]

মহেশ। কণা!

কণা। বাবা!

মহেশ। আজ আমার ডাক ছেড়ে হাসতে ইচ্ছা করছে রে। মনে হচ্ছে কি জানিস, আনন্দের সমুদ্রে বান ডেকেছে। আমার

এক ছেলে সমস্ত শিক্ষার মুখে চুণ কালি লেপে সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়েছে, আর এক ছেলে সরকারের অন্যায় শাসন দণ্ডের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, আমার মেয়ে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে সমাজকে লজ্জা দিচ্ছে। আমার চেয়ে সুখী কে—ভাগ্যবান কে?

কণা। বাবাকে ঘরে নিয়ে যা ছোড়দা!

বিরাজ। বাবা, এবার শোবে চল।

মহেশ। "বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে বেড়ানু বহিয়া
সারা রাতি ধরে;
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে, প্রিয় হে প্রিয়॥

[বিরাজসহ আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান।

কণা। ঠাকুর! দাদাকে তুমি দেখো, তার যেন কোন বিপদ না হয়!

ভুবনের প্রবেশ।

ভুবন। এই যে, মাকেই সামনে পেয়েছি!

কণা। কি ব্যাপার ফিরে এলে যে!

ভুবন। এলাম কি আর সাধে! যতই হোক, তোমরা ত আমার পড়সী!

কণা। পড়সী কেমন করে হল কাকা! তোমার বাড়ী ত রায়বাড়ীর ওদিকে। সে ত এখান থেকে দেড়মাইল দূর।

ভুবন। দেড়মাইল কেন, পাঁচ মাইলই যদি হয়, তা বলে পড়সী

বলব না। মানে একটা পরিচয়ও ত আছে। আজ না হয় বুড়ো হয়ে ভট্‌চাযের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে; কিন্তু একদিন ত আমাদের বন্ধুত্বও কম ছিল না!

কণা। বল, কি বলতে এসেছ?

ভুবন। বলছিলুম কি—মানে দারোগাবাবু বলছিলেন। বলছিলেন যে, ধীরাজের খুন করা সম্বন্ধে ভট্‌চাযের বাড়ীর সত্যিই কেউ কিছু জানে না। কিন্তু তাই বলে ত আইন ছাড়বে না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! আইনের টানা পোড়েনে ওই বুড়ো আর দুধের ছেলেটা বাজে বাজে কষ্ট পাবে। তাই আমি বলছিলুম, যদি কিছু ধরিয়ে দিয়ে দারোগাবাবুকে ক্ষান্ত করা যায়, এই আর কি! আর তোমারও নিশ্চয় এই ইচ্ছা নয় যে, তোমার অসুস্থ বাবা কষ্ট পায়।

কণা। সে ইচ্ছা কি কারও থাকে ভুবন কাকা!

ভুবন। তবে হয়ত তুমি বলতে পার যে, এতই যখন আমার ভট্‌চাযের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তখন তোমাদের বিপক্ষে এত কথা বলছিলুম কেন? বলতে হবে, ওরকম কথা পুলিশ দারোগাদের কাছে দু'চারটে বলতে হয়। কারণ আমি যখন প্রধান সাক্ষী, তখন ওরকম কথা না বললে আমাকেই যে আসামী হয়ে যেতে হবে।...যাক, যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেল মা। বুড়োকে শুনিয়ে আর কাজ নেই, তুমি যা দেবে, তাতেই দারোগা বাবুকে সন্তুষ্ট করে দেব।

কণা। কিন্তু কাকা, দেবার মত যে কিছুই নেই। আজ তিন-দিন হাঁড়ি চড়েনি। দাদা সেই সকালেই বেরিয়েছে—

ভুবন। তিন দিন হাঁড়ি চড়েনি। কি লজ্জার কথা।...আচ্ছা, আমার সঙ্গে যখন তোমাদের এত জানাশোনা মা, তখন বিরাজকেও

ত একবার বেড়াতে বেড়াতে আমাদের ওদিকে পাঠাতে পারতে। না—না, এ তোমাদের ভীষণ অন্যায়। আমাকে তোমরা বড় লজ্জা দিলে মা।

কণা। পেটের জন্যে কারও কাছে হাত পাতা বাবার নিষেধ।

ভুবন। এ তোমার বাবার দাম্ভিকতা। তাহলে ত এ সংসারে বাঁচা চলে না। তাছাড়া নিজের যখন কোন উপায় নেই।...যাক, আর ত দেরী করা যাবে না মা। যা হোক একটা—

কণা। কি দেব কাকা। সবই ত বললাম।

ভুবন। কেন ওই দুলজোড়াটা। [লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল]

কণা। কিন্তু এ যে আমার মায়ের শেষ চিহ্ন।

ভুবন। মায়ের চিহ্ন দিয়ে বাবাকে ত এখন বাঁচাও। এ তোমার কর্ত্তব্য।

কণা। এতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন?

ভুবন! সন্তুষ্ট করতে হবে, তারপর ত আমি আছি।

কণা। [দুল প্রদান] তাই হোক কাকা। বাবাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না, বড় অসুস্থ।

ভুবন। [দুল পকেটস্থ করিতে করিতে] কিচ্ছু ভেবো না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।...আচ্ছা, আমি এখন চলি।

[প্রস্থান।

কণা। সব রঙ চোখের সামনে হতে নিমেষে মুছে দিলে ঠাকুর।

স্বরাজের প্রবেশ।

স্বরাজ। কেমন আছ কণা?

কণা। [অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিল] ভাল।

স্বরাজ। জ্যাঠামশায় কোথায়, বিরাজ কোথায়?

কণা। বাবার খুব জ্বর, ছোড়দা বাবার কাছে বসে আছে।

স্বরাজ। যাক, ওদের ডেকে লাভ নেই। এই টাকাগুলো তুমি রেখে দাও। কিছুদিন আসতে সময় পাব না। [টাকা প্রদানান্তে গমনোদ্যোগ]

কণা। দাঁড়াও, এ কিসের টাকা?

স্বরাজ। এতদিন যে ভাবে দিয়েছি।

কণা। এতদিন যে ভাবে নিয়েছি, আজ ত সে ভাবে নিতে পারছি না;

স্বরাজ। কেন?

কণা। কেন? এ কথা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? শুধু টাকা নয়, টাকার সঙ্গে এই লকেটটাও নিয়ে যাও। কাকীমার আশীর্ব্বাদ পেয়েছি এই যথেষ্ট। মিছিমিছি এই পরের বোঝা গলায় ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াতে চাই না। দিনের পর দিন এটা যেন আমার বুকে পাষাণের মত চেপে বসেছে। [কাপড়ের ভেতর হইতে হার খুলিয়া দিতে গেল]

স্বরাজ। এতদিন ত ওই লকেট বুকের মাঝে বহু যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলে, এতদিন ত ফুলের মত লাগত, লাগত দেবতার আশীর্ব্বাদের মত। আর আজ এরই মধ্যে তা পাষাণ হয়ে গেল?

কণা। আমরা কত গরীব, তা ত তুমি জান স্বরাজ-দা। আমাদের এই দারিদ্র যদি তোমার পিতার সহ্য না হয়, তাহলে তোমাদের ওই অর্থের প্রাচুর্য্যই বা আমরা সহ্য করব কেমন করে?

স্বরাজ। অর্থাৎ,—

কণা। কাকীমার শেষ ইচ্ছা কাকাবাবু রাখতে চান না। একদিন যখন তিনি কথা দিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন সামান্য ব্যবসাদার, ছিলেন মহেশ ভট্‌চাযের বন্ধু। আজ তিনি কোটীপতি। তাই ভিখারীর মেয়ে তার বাড়ীর বউ হয়ে আসবে—তা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তাই বাবা যখন আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে বিরাজের কিছু বই কিনতে সাহায্য চাইতে গেল, তখন তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন। এরপরও কি তোমাদের সাহায্য আমাকে নিতে বল?

স্বরাজ। তাবলে মায়ের শেষ ইচ্ছা তুমি রাখবে না কণা! আর বাবার ইচ্ছাই ত সব নয়। আমার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছারও ত একটা মূল্য আছে।

কণা। কিন্তু তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে মূল্য দিতে হবে, তা কি তুমি ভেবে দেখেছ?

স্বরাজ। না হয় প্রাণটাই যাবে। তবু বাল্যের সে সুখস্মৃতি, কৈশোরের সে মন-দেওয়া নেওয়া আজ যৌবনে এসে ভুলে যেতে পারব না কণা! তুমি আমাকে ঘৃণা করলেও, আমি তোমাকে কোনদিন ঘৃণা করতে পারব না কণা। [গমনোদ্যত]

কণা। দাঁড়াও।...দাদা কোথায়?

স্বরাজ। আমার অপরাধ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়ে আমার বন্দুক সমেত উধাও। আমাকে বাঁচাতেই সে এ কাজ করেছে।

কণা। আর তুমিও বন্ধুর এই উপকারের যথেষ্ট প্রতিদান দিলে।

স্বরাজ। আমরা যে বড়লোক কণা। প্রতিদানকে ত আমরা ঘৃণা করি।

কণা। তোমাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম স্বরাজ-দা। আজও

করি। তবু তোমার এই কাপুরুষতার জন্য আজ পুলিশের তাণ্ডব চলে গেল এই ক্ষুদ্র সংসারটার উপর দিয়ে। কিন্তু তুমি কি ইচ্ছা করলে দাদাকে এ অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারতে না?

স্বরাজ। না। কারণ ধীরাজের চেয়ে বড় বন্ধু হবার যোগ্যতা আমার নেই কণা। যেদিন সে যোগ্যতা আসবে, সেদিন আবার তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব, তার আগে নয়। [গমনোদ্যত]

কণা। [বাধা দিয়া] দাদাকে তুমি বাঁচাও স্বরাজ-দা। তাকে তুমি বাঁচাও, তাকে তুমি বাঁচতে দাও। [সজোরে নাড়া দিল]

স্বরাজ। ঘুঘু জোড়াটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম। কিন্তু ঘুঘু না পড়ে পড়ল বিলাসের ছেলে। খুনের গন্ধ পেয়ে দল বেঁধে লোক ছুটে আসতে দেখে ধীরাজ আমার বন্দুক কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমাকে ভাবতে পর্য্যন্ত সময় দিলে না। এমন যে বন্ধু তার জন্যে নিজের প্রাণের চেয়ে বড় যদি কিছু থাকে, তা দিতেও আমি পিছিয়ে যাব না কণা!…হ্যাঁ, আজ আমি চললাম। যেমন করে হোক ধীরাজের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।

[প্রস্থান।

কণা। উঃ, মাগো—আর যে পারি না! কোন পথে যাই, আমি কোন পথে যাই।

[প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

পীরগঞ্জের জঙ্গল।

ধীরাজের প্রবেশ।

ধীরাজ। চলো মুশাফির, বাঁধো গাঠোরি, বহুদূর যানে হোগা।

ইসরাইলের প্রবেশ।

ইসরাইল। হ্যাঁ, যানে হোগা, বহুৎ দুর যানে পড়েগা।

ধীরাজ। কে? [বন্দুক তুলিল] ও, খাঁ সাহেব! ওদিকের কি খবর?

ইসরাইল। জী হাঁ, বহুৎ জবরদস্ত খবর হ্যায়। আপকা নামপর ওয়ারেণ্ট নিকলা হ্যায়। চারো তরফ পুলিশ আপকো ঢুণ্ড্ রহা হ্যায়।

ধীরাজ। তা আমি জানি। কিন্তু দুঃখ কি জান খাঁ সাহেব, আমার দেশ, আমার সরকার আমাকে চিনলে না; চিনলে তুমি —একজন বিদেশী কাবুলীওয়ালা। করুণা চেয়েছি, কাজ চেয়েছি, যে কোন কাজ; তাও ওরা আমাকে দিলে না। আমার বাঁচবার অধিকারটুকুও ওরা আমাকে দিলে না খাঁ সাহেব।

ইসরাইল। আঁসু মাৎ গিরানা বাবুজী। ফিন লোগোনে আপকো খুশ দেখনে নেহি চাহতা হ্যায়, আপভি উন্‌লোগোঁকো শেঠবান কর, হাসনে মাৎ দিজিয়ে। যিন্ লোগোঁনে জবান দে কর উসকা কিম্মৎ নেহি রাখ্‌তা হ্যায়, উন্ লোগোঁকো কসুর কভি মাফ নেহি করনা।

ধীরাজ। ঠিক বলেছ খাঁ সাহেব। আমার সঙ্গে যারা বেইমানী করেছে, গরীবের রক্ত শোষণ করে যারা মোটা হচ্ছে, তাদের আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না। শয়তানদের শাস্তি দিতে যদি কোনদিন আমার হাত কেঁপে ওঠে সেদিন সে হাত তুমি আমার দেহ থেকে বাদ দিয়ে দিও। ওদের বুকে গুলি চালাতে যদি কোনদিন আমার চোখে জল আসে এই বন্দুক নিয়ে সেদিন তুমি আমার চোখে গুলি চালিও।

ইসরাইল। সাবাস জোয়ান,—সাবাস।…তব মোকাবিলাকে লিয়ে তৈয়ার হো যাও।…কাল সামকো মেরাভি পাশ বিশ জোয়ান আকে হাজির হোগা। আপকা ভাষণ দে কর উন্‌লোগোঁকো দিল পর জোস্ বনাইয়ে। আউর কিস তরে সে বদলা লেনে হোগা, উন-লোগোঁকো আপ তালিম দিজিয়ে। এক হপ্তাকে অন্দর কাবুলসে তিশ পিস্তল আউর কুচ কার্ত্তুজ চোরিসে চালান হোকর্ মেরা পাশ আ-রহাহায়। উন লোগোঁকো পুরা তালিম দে কর, উসকে বাদ আপনা কাম শুরু হোগা।

ধীরাজ। কিন্তু—

ইসরাইল। [সক্রোধে] নেহি, কোই আগর মগর নেহি। জবান —জবান।

ধীরাজ। ঠিক আছে, আমি তৈরী।

ইসরাইল। সাবাস,—ইয়াদ রহেঁ—বে ওজর কাল সামকো, ইসি জগা—এহি ওয়াক্ত পর।…আদাব। [প্রস্থান।

ধীরাজ। আদাব।…এইবার নীলরতন রায়, তোমাদের মত ধনীদের আমি মৃত্যুবান তৈরী করে চলেছি, আর যেন কেউ কোন দিন আমাদের মত গরীবদের পায়ের তলায় পিষে মারতে সাহস না করে।

খাবারের পুঁটলি হস্তে বিরাজের প্রবেশ।

বিরাজ। দাদা!

ধীরাজ। কে?…তুই কেন এলি?

বিরাজ। কণা পাঠিয়ে দিলে।

ধীরাজ। পথে কেউ দেখেনি?

বিরাজ। না। নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিন মাইল এসে তারপর জঙ্গলে ঢুকেছি।

ধীরাজ। জানলি কি করে যে, আমি এখানে আছি?

বিরাজ। সবাই জানে যে পীরগঞ্জের জঙ্গল ছেড়ে তুমি এখন কোথাও যেতে পার না। পুলিশ জেনেছে, তাই আজ রাত্রেই বন ঘেরাও করবে।

ধীরাজ। করুক, তার আগেই আমি এখান থেকে সরে পড়ব। …হ্যাঁরে, বাবা কেমন আছে?

বিরাজ। বাবার খুব জ্বর, কেবলই তোমার নাম করছে।

ধীরাজ। ওঃ! যদি একবার যেতে পারতাম।

বিরাজ। না, তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমাদের বাড়ীর উপর সব সময় পুলিশের নজর আছে। গেলেই ধরা পড়বে।

ধীরাজ। তোর কপালে কি হয়েছে?

বিরাজ। বড়দারোগার রুলের ঘায়ে কেটে গেছে সামান্য।

ধীরাজ। শয়তানটা তোকেও বাদ দিলে না!

বিরাজ। দাদা, এ ক'টা খেয়ে নাও। আজ সারাদিন তোমার পেটে একটা দানা পড়েনি।

ধীরাজ। তোরা খেয়েছিস?

বিরাজ। খেয়েছি।

ধীরাজ। চাল পেলি কোথায়?

বিরাজ। বাসুদেব-দা তার ভিক্ষের চালগুলো সব আমাদের ঘরেই দিয়েছিল কি না!

ধীরাজ। ওঃ ঈশ্বর! এ হীনতাও আমাকে সহ্য করতে হল! শিক্ষিত সামর্থবান ছেলে থাকতে আজ আমার বাবাকে অপরের ভিক্ষার অন্নে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে! এর চেয়ে আমার মৃত্যু হল না কেন?

বিরাজ। তোমার কি অপরাধ দাদা। তুমি ত চেষ্টার কোন ক্রুটী করনি। শিক্ষিত ছেলে হয়ে সামান্য দু'টো টাকার জন্যে রাজমজুরের কাজও করেছ। তোমার কি অপরাধ! অপরাধ ওই শয়তানদের, অপরাধ আমার ভাগ্যের।

ধীরাজ। তবুও এ তুই বুঝবি না বিরাজ। এ অন্তর্দাহ তুই বুঝবি না।

বিরাজ। আজ যে মহত্ব তুমি দেখিয়েছ, আশীর্ব্বাদ কর তোমার সে মহত্বের অধিকারী আমিও যেন হতে পারি।

ধীরাজ। বিরাজ! [বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শিরশ্চুম্বন করিল]

বিরাজ। দাদা, ভাত ক'টা তুমি খেয়ে নাও, এখুনি হয়ত পুলিশ এসে পড়বে।

ধীরাজ। না, ও ভাত আমি খাব না। তুই নিয়ে যা!

বিরাজ। কণা মাথার দিব্যি দিয়েছে। তুমি যদি না খাও তাহলে সেও জলগ্রহণ করবে না।

ধীরাজ। ও, আচ্ছা—দে—[খাবর লইয়া বাঁধন খুলিতে লাগিল]

বিরাজ। আমি ততক্ষণ এ দিকটা দেখি! [কিয়ৎদূর আগাইয়া গেল]

ধীরাজ। [গ্রাস তুলিয়া] এমন বোন কার! ঈশ্বর, এটুকুও তোমায় সহ্য হল না!

[দূরে টর্চের আলো ও পুলিশের বাঁশী শোনা গেল।]

বিরাজ। দাদা! দাদা! ওরা এসে পড়েছে।

ধীরাজ। [বন্দুক তুলিয়া লইল] সে কি!

বিরাজ। হ্যাঁ, এ দিকেই আসছে। এখন উপায়?

ধীরাজ। [সংযত ভাবে] তুই যে পথে এসেছিলি, সেই পথেই বাড়ী ফিরে যা। কাল যে কোন সময় কাবলীওয়ালা ইসরাইল খাঁয়ের সঙ্গে গোপনে দেখা করে বলিস, নদীর ওপারে পাকিস্থানের সীমানায় মতিবিবির ভাঙ্গা বাড়ীতে কাল সন্ধ্যায় হাজির থাকব। যা, চলে যা।

বিরাজ। দেখো দাদা, নিজে মরে আমাদের যেন মেরো না।

ধীরাজ। [উত্তেজিত ও চাপা স্বরে] যা, দেরী করিস নে।

বিরাজ। যাচ্ছি দাদা, যাচ্ছি।

[পায়ের ধূলা লইল, উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইয়াছিল, তারপর উভয়েরই চোখে জল আসিল। ধীরাজ মুখ ফিরাইয়া লইল। বিরাজ দ্রুত প্রস্থান করিল।]

ধীরাজ। 'চলো মুসাফির, বাঁধো গাঠোরি, বহু দূর যানে হোগা'। বিদায় পীরগঞ্জ, আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

কনষ্টেবল সহ শত্রুদমনের প্রবেশ।

শত্রুদমন। সন্ধ্যা থেকে বন ত তোলপাড় করা গেল, বুনো শেয়াল ছাড়া ত আর কিছুই দেখা গেল না। তবে কি আর কোথাও সরে পড়ল! কিন্তু এরই মধ্যে—

কনষ্টেবল। হুজুর!

শত্রুদমন। কি?

কনষ্টেবল। [মিনতি সহকারে] হামকো ছোড়্ দিজিয়ে।

শত্রুদমন। কেন?

কনষ্টেবল। বহুৎ ডর্ লাগ্‌তা হ্যায়।

শত্রুদমন। ডর! ছাতু খেয়ে খেয়ে তাগড়াই চেহারাটা ত খুব বাগিয়েছ, সাহস নেই এতটুকু।

কনষ্টেবল। একৃতো সারা জঙ্গল ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে বদন হাথ্ সব টুট্ রহা হ্যায়। উসকেবাদ্ ডাকু লোগোঁকো কো-ই বিশোয়াস নেহি হ্যায়। ইস্ আঁধেরে 'পর উয়ো ডাকু ছিপ কর গোলি চালা দেঁ, তব্ মালকা মালভি গ্যেয়া, আউর মা-বাপ্‌কা দিয়া হুয়া ইয়ে জান্‌ভি চলা যায়েগা।

শত্রুদমন। গুলি করে মরবে।

কনষ্টেবল। ই' বাৎ মাৎ বলিয়ে হুজুর।...পূর্ণিমাসী আনেকা দের নেহি। হাম আপনে ঘরবালীকে পাস চিট্‌ঠি ভেজা হ্যায়। উসি পর লিখা যো, হোলীকে দিন হাম তুমসে মিলেঙ্গে।

শত্রুদমন। বউয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বড় উতলা হয়েছ দেখছি। কতদিন বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি?

কনষ্টেবল। সাত বরষ।

শত্রুদমন। সাত বছর?

কনষ্টেবল। জী, হুজুর।

শত্রুদমন। ছুটী নাওনি কেন?

কনষ্টেবল। নেহি মিলা হুজুর। আপ ত জানতেই হ্যায়, ইস্কে সিপাহীকা নোকরী বহুৎ ঝন্‌ঝাটিয়া হ্যায়।

শত্রুদমন। তাহলে বউকে নিয়ে আসতেই পারতে।

কনষ্টেবল। হুজুর, কেয়া বোলেগা। ইয়ে বংগাল দেশ বড়ি বেইমান হ্যায়।

শত্রুদমন। [ক্ষুণ্ণভাবে] কি রকম?

কনষ্টেবল। ইঁহা কা হাওয়া পানীসে উস্‌কি চাল চলন বিলকুল বিগড় যাতি।

শত্রুদমন। [সহাস্যে] তবে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী যাও।

কনষ্টেবল। আরে বাপ্‌! নোকরী ছোড় দেনেসে বহু-ভি ছোড় যায়েগি হুজুর।

শত্রুদমন। কেন?

কনষ্টেবল। শরম কি বাৎ হুজুর! শরম কি বাৎ—

শত্রুদমন। ও, বুঝেছি।…এখন চল, ও পাশটা দেখি একবার। একি! কে যেন ভাত খেতে খেতে এইমাত্র উঠে গেছে বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই ধীরাজ ভট্‌চায্‌। আমাদের সাড়া পেয়ে পাশেই কোথাও সরে গেছে। একটু খুঁজলে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। চল—

[এমন সময় পাশ থেকে একটা শেয়াল চলে যাওয়ার শব্দ হল।]

কনষ্টেবল। [শত্রুদমনকে জড়াইয়া ধরিয়া] সাহাব্‌!

শত্রুদমন। ছাড়—ছাড়, কি হল?

কনষ্টেবল। মর গেয়া সাহাব্‌! মর গেয়া!

শত্রুদমন। আরে হল কি তোমার?

কনষ্টেবল। ভূ—উ—উ—ত!

শত্রুদমন। তুমি নিজে একটি ভূত। ও ত একটা শেয়াল বেরিয়ে গেল।

কনষ্টেবল। [শত্রুদমনকে ছাড়িয়া] রাম—রাম—রাম!

শত্রুদমন। ওদিকে আসামী পালিয়ে যাচ্ছে !···যত সব। চলিয়ে, উয়ো ডাকু লোগোঁকো পাকাড়নে হোগা।

কনষ্টেবল। রাম—রাম—রাম !

[প্রস্থান।

শত্রুদমন। কোথায় পালাবে ? এমন জাল পেতেছি, ধরা তোমাকে পড়তেই হবে। তবেই আমার নাম শত্রুদমন চট্টরাজ।

[প্রস্থান।

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রায়বাড়ীর বারান্দা।

[গভীর রাতে নীলরতন শয্যা ছাড়িয়া পিস্তল হাতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। বাহির দেওয়ালে বুদ্ধ, যীশু ও কৃষ্ণের ছবি ঝুলানো ছিল। সেগুলির প্রতি একটি একটি করিয়া গুলি ছুঁড়িতেছেন এবং প্রবল হাস্যে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিতেছেন।]

নীলরতন। কে তুমি—বুদ্ধ !—অহিংসার অবতার ! [গুলি] হাঃ-হাঃ-হাঃ ! তুমি কে ! যীশু—মূর্ত্তিমান ক্ষমা ! [গুলি] হাঃ-হাঃ-হাঃ, তুমি ! কৃষ্ণ—প্রেমাবতার ! [গুলি] হাঃ-হাঃ-হাঃ !

সহদেবের প্রবেশ।

সহদেব। দাদা—দাদা ! কি করছ—কি করছ তুমি ?

নীলরতন। শেষ সহদেব, সব শেষ করে দিয়েছি।

সহদেব। কি—কি শেষ করেছ, কাকে গুলি করেছ?

নীলরতন। ওই দেখ, বুদ্ধ, যীশু, কৃষ্ণ সকলকেই আমি গুলি করে শেষ করে দিয়েছি।

সহদেব। তুমি কি উন্মাদ হলে? ও ত নিস্প্রাণ ছবি।

নীলরতন। নিষ্প্রাণ! নিষ্প্রাণ যদি, তবে আমার দিবসের কর্মে, শান্তির অবসরে, নিশীথের নিদ্রায় এমন করে হাতছানি দেয় কেন? এমন করে বিভীষিকা দেখিয়ে আমার সকল সুখ কেড়ে নিতে চায় কেন?

সহদেব। দিব্য দৃষ্টি লাভ করেছ যদি, এবার তুমি প্রশমিত হও। মানবতার উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়ে, হে কর্ম্মবীর! এবার তোমার দয়ালু রূপ প্রকটিত কর।

নীলরতন। দয়া! দয়াকে আমি আমার অন্তর হতে বহুদিন আগে বিসর্জ্জন দিয়েছি। অহিংসা, ক্ষমা, প্রেম ওদের প্রত্যেককে আমি গুলি করে শেষ করে দিয়েছি। অথচ দেখ, দেখ সহদেব। কেউ এতটুকু আর্ত্তনাদ করল না। কারও চোখ দিয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল না। কারও ক্ষতস্থান হতে ফোয়ারার আকারে রক্তস্রোত গড়িয়ে এসে হর্ম্মতল সিক্ত করছে না।

সহদেব। দাদা!

নীলরতন। অথচ তোমার বৌদিকে যখন আমি গুলি করলাম, সেকি প্রাণফাটা চিৎকার, সে কি রক্তের ফোয়ারা, সে কি বীভৎস অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি! সে চিৎকারে মনে হল, আকাশের বুকটা বুঝি ফেটে গেছে। সে রক্তের ফোয়ারায় যেন পৃথিবী লাল হয়ে গেল। সে

দৃষ্টিতে যেন আমার অন্তরের দয়া-মায়া-মমতা—সমস্ত সৎ-প্রবৃত্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সহদেব। তাইত তুমি মানুষ না হয়ে হলে অমানুষ, সবুজে সবুজে তোমার বুক ভরে উঠল না, ভরল সাহারার হাহাকারে। তাই ত তুমি জীবনে শান্তি পেলে না, পেলে অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস।

নীলরতন। এই ত আমি চেয়েছিলাম সহদেব। বাবা যখন অনাহারে অচিকিৎসায় মারা গেল, আমি যখন তোদের হাত ধরে পথে পথে ঘুরছি, তখন আমি ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে ছিলাম, যেন তিনি বিশ্বের ঘৃণা হিংসা অভিশাপের মুঠো মুঠো পূরিষ-কর্দ্দম দিয়ে আমার অন্তরের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেন। তা তিনি দিয়েছেন তাই আজও আমি বেঁচে আছি।

সহদেব। তুমি কি বেঁচে আছ নীলরতন রায়। পরেশের সঙ্গে সঙ্গে, বৌদির সঙ্গে সঙ্গে তোমারও মৃত্যু হয়েছে। আজ ত তুমি একটা কংকালের বোঝা, আর আমি সেই কাংকালের প্রতিচ্ছায়া!

নীলরতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সহদেব। দাদা!

নীলরতন। [পিস্তল বাহির করিয়া] এতে এখনও সাতটা গুলি আছে। সাতটি মৃত্যু ভাই ভাই হয়ে পাশাপাশি ঘুমিয়ে রয়েছে। ট্রিগারে নাড়া দিয়ে তাদের প্রত্যেককে জাগিয়ে তোল। সদ্য জাগরিত সিংহের মত ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে তারা একের পর এক করে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে থাবা বসিয়ে দিক। দেখি, সেই ক্ষতস্থান হতে অনর্গল ধারায় উষ্ণ রক্তস্রোত বেরিয়ে আসে কি না?

সহদেব। দাদা!

নীলরতন। ধর, আমার জীবনের লক্ষণ যাচাই কর।

সহদেব। দাদা!

নীলরতন। যাও, শুয়ে পড় গে, রাত্রি অনেক হয়েছে। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।...হ্যাঁ, শোন! স্বরাজ কোথায়? সে কি ঘুমচ্ছে!

স্বরাজের প্রবেশ।

স্বরাজ। না, যে ঘুম পাড়াত, সেই দেবী মাকে আপনি বহুদিন আগে গুলি করে হত্যা করেছেন।

নীলরতন। সে কথা তুমি জানলে কেমন করে?

স্বরাজ। শুধু আমি নই, সারা পৃথিবী জেনেছে। কেবল প্রমাণ অভাবে তারা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না।

নীলরতন। তাহলে তুমিই সে কথা প্রচার করেছ?

স্বরাজ। আমি কেন করব বাবা। প্রচার করেছে বাতাস। প্রচার করেছে ধর্ম্ম।

নীলরতন। থাম।...ধর্ম্ম! এ পৃথিবীতে ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম থাকলে তোমার পিতামহকে অনাহারে অচিকিৎসায় মরতে হতো না। ধর্ম্ম থাকলে তোমার পিসীমাকে বিধবা সাজতে হত না! ধর্ম্ম থাকলে বিলাসের ছেলেকে খুন করে তুমি বেঁচে যেতে পারতে না।

স্বরাজ। কে বলেছিল আমাকে বাঁচাতে? কে বলেছিল পুলিশকে ঘুষ দিয়ে একজন নিরপরাধের উপর হত্যার অপরাধ চাপিয়ে দিতে? কে বলেছিল একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের পাষাণ খণ্ড আমার বুকের উপর চাপিয়ে দিয়ে ধর্মের দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়াল করে রাখতে?

নীলরতন। বলেছিল তোমার বাবা, বলেছিল আমার বিবেক।

স্বরাজ। আপনার বিবেক কি এও বলেছিল যে, একের অপরাধ অপরের মাথায় চাপিয়ে দিলে অক্ষয় স্বর্গবাস হয়, অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অধিক মুনাফার জন্য সঞ্চয় করে রাখলেই মহাজন হওয়া যায়, গাঁজা—আফিম—সোনা—চোরাইমালের ব্যবসাতে দক্ষতা অর্জ্জন করলেই আন্তর্জাতিক খ্যাতির আসন লাভ করা যায়।

নীলরতন। স্বরাজ! এখনও সংযত হও, নইলে—

স্বরাজ। নইলে—!

নীলরতন। নইলে পুত্র হলেও নীলরতন রায়ের পিস্তলের গুলি তোমার ওই উদ্ধত জিহ্বাকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেবে।

স্বরাজ। [বসিয়া] চালান, চালান পিস্তল। আমাকেও চিরদিনের মত নীরব করে দিন। এ জ্বালা আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

নীলরতন। [পিস্তল তুলিয়া] স্বরাজ—

সহদেব। [বাধা দিয়া] কি করছ, কি করছ দাদা!

নীলরতন। স্বরাজকে ভেতরে নিয়ে যাও সহদেব। নইলে আমি আত্মসংবরণ করতে পারব না।

সহদেব। স্বরাজ! চল বাবা, ঘরে চল। কাকে বলছ, কার কাছে চিৎকার কচ্ছ। তোমার বাবার মাথা খারাপ হয়েছে। ওর কাছ থেকে যত দূরে থাকবে, ততই মঙ্গল। চল, ভেতরে চল।

[স্বরাজ সহ প্রস্থান।

নীলরতন। এরা শুধু আমার বাইরের রূপটাই দেখলে, ভেতরের মানুষটাকে কেউ চেনবার চেষ্টাও করলে না। ওরা সবাই এক-বাক্যে বলছে, তুমি স্বার্থপর—তুমি জল্লাদ—তুমি পশু! বলছে, তুমি বিশ্বাসঘাতক মেলানথাস—কুশীদজীবী শাইলক—স্রষ্টাধ্বংসী ফ্রাঙ্কেন

ষ্টিন! সাট্ আপ, সাট্ আপ ননসেন্স! তোমাদের সকলকেই গুলি করে হত্যা করব।

আঙুরের প্রবেশ।

আঙুর। কি হয়েছে, কি হয়েছে দাদা। এত রাত্রে চিৎকার করছ কেন?

নীলরতন। ওদের সকলকে চুপ করতে বল। নইলে সকলকেই আমি গুলি করব।

আঙুর। কাকে চুপ করতে বলব? সবাই ত ঘুমচ্ছে। তুমিই ত চিৎকার করে সকলকে জাগিয়ে তুলছ।

নীলরতন। এই কথাটা ওদের সকলকে বুঝিয়ে বলতে পারিস?

আঙুর। কোন কথাটা?

নীলরতন। সকলকে জাগিয়ে তোলবার জন্যই আমার এই প্রাণপাত পরিশ্রম, সকলের জড়তা ঘোচাবার জন্যই আমার এই পরিকল্পনা, সকলকে কর্ম্মময় করে তোলবার জন্যই আমার এই উদ্‌ভ্রান্তি! —এই কথাটা।

আঙুর। দাদা!

নীলরতন। ওরা আসুক, আইনের গণ্ডীকে অতিক্রম করুক, নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করুক, ধনীকের বিলাস প্রাসাদ ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করে দিক্!

আঙুর। এ তুমি কি বলছ?

নীলরতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রলাপ—প্রলাপ বকছি আঙুর।... না—না, তা হয় না! তা হতে পারে না। [গমনোদ্যত]

আঙুর। দাঁড়াও! আমার কয়েকটা কথার উত্তর দিয়ে যাও।

স্বর। তাড়াতাড়ি বল।

তোমার দয়ায় আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছি। আবার

অপ দের পথে দাঁড়াতে হবে?

গ্রা তন। আমিই যখন তোমাদের তুলেছি, তখন আমার

হ দি তোমাদের পথে দাঁড়াতে হয়, তা মেনে নিতে হবে

আঙুর। ধীরাজকে বাঁচাবার হাত একমাত্র তোমারই আছে, কারণ পুলিশ তোমার হাতে। তাকে কি সত্যই তুমি রক্ষা করবে না?

নীলরতন। না।

আঙুর। স্বরাজের জীবন রক্ষা করতেই ত সে একাজ করেছে, তাকে রক্ষা করাও ত তোমার কর্ত্তব্য।

নীলরতন। আমার যা কর্ত্তব্য তাই আমি করেছি।

আঙুর। মানে তার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছ।

নীলরতন। ঠিক তাই। কারণ তারই সাহায্যে হাজার বিদ্রোহী গড়ে উঠছে।

আঙুর। মহেশদার উপর তোমার এই অন্যায় ক্রোধ কেন?

নীলরতন। যেহেতু সে দরিদ্র, দ্বিতীয়তঃ তার পুত্র আমার অশেষ ক্ষতি করেছে, তার সর্ব্বশেষ অপরাধ আমার ভাবী পুত্রবধূর প্রতিদ্বন্দ্বিনী গড়ে তুলতে তার কন্যাকে এখনও অবিবাহিতা রেখেছে!

আঙুর। এই তোমার শেষ কথা?

নীলরতন। হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

আঙুর। তাহলে আমারও শেষ কথা শুনে রাখ দাদা। ধীরাজকে বাঁচাবার জন্য আমার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করব। কণার সঙ্গে স্বরাজের যাতে বিবাহ হয় তারও ব্যবস্থা করব। আর সবার শেষে তোমার

উন্মাদনার যাতে প্রশান্তি ঘটে তার জন্য তোমার সকল কীর্ত্তি আমি সরকারের কাছে হাজির করব। [গমনোদ্যতা]

নীলরতন। [সহাস্যে] আরে শোন, শোন। তোর এই পরিকল্পনাও কি কোনদিন সার্থক হবে ভেবেছিস?

আঙুর। না হয়, কাশী যেতে এখনও ট্রেনের টিকিট মিলছে, তাই একটা কেটে নেব। তবু তোমার ঘরে বসে আর রাজভোগ খাবার ইচ্ছা আমার কোনদিনই হবে না। [প্রস্থান।

নীলরতন। তাহলে আমারও একটা কাশীর টিকিট কাটিস আঙুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!...না—না, এখনও প্রচুর কাজ পড়ে আছে। কাল সকালে জাপান থেকে সেই হীরক ব্যবসায়ী আসবে। আজ রাত্রেই ভোরের দিকে পাঞ্জাব মেল থেকে দু'মন আফিম নামবে। মিঃ তালুকদার এতক্ষণ হয়ত সোনা নিয়ে নিউইয়র্ক পাড়ি দিয়েছে। সে সংবাদ নিতে হবে। না—না, আর অপেক্ষা নয়।

[প্রস্থান।

তন্দ্রাজড়িত কামিনীর প্রবেশ।

কামিনী। বাপরে—বাপরে, দিনে রাতে একটু চোখে পাতায় করবার যো আছে! হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড লেগেই আছে। বড়লোকের মুখে আগুন! কথায় বলে,—

বেঁধো না বাসা বড় গাছে,
ঝড় লাগবে সামনে পিছে!

যামিনীর প্রবেশ।

যামিনী। এ মাগী, ঘুমতে দিবিনা না কি! এত চেল্লাচ্ছিস কেনে?

কামিনী। আমি চেল্লাচ্ছিরে মুখপোড়া! তোরা যে কজনে মিলে গোটা বাড়ীটাকে মাথায় করে বেড়াচ্ছিস, সে খেয়াল আছে?

যামিনী। তাদের বাড়ী, তারা যা খুশী করবে। তাতে তোর বলবার কি আছে?…তুই ত একটা সামান্য ঝি!

কামিনী। আমি ঝি, আর তুই বুঝি নবাবের ব্যাটা খাঞ্জা খাঁ?

যামিনী। মুখ সামলে কথা বলিস কামিনী। ঝি ঝিয়ের মত থাকবি। নইলে ছোটবাবুকে দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়াব।

কামিনী। ডাক ছোটবাবুকে, আমিও দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আসি। দেখি, কে কাকে ঘাড় ধরে তাড়ায়। [গমনোদ্যতা]

যামিনী। [পথ আটক করিয়া] আঃ! রাগ করিস কেনে? দু'টো সুখ দুঃখের কথা বলব; একে ত কাজের ঝামেলায় এতটুকু ফুরসত পাই না।

কামিনী। তা এই রাতের বেলায় সোমত্ত মেয়ে মানুষের কাছে সুখ দুঃখের কথা কিরে মিন্সে?

যামিনী। দূর, তুই যে কি বলিস মাইরী। তোকে কি অকথা কুকথা বলতে পারি? তুই হচ্ছিস আমার—

কামিনী। আমার! আমার মানে তোর?

যামিনী। মানে—

কামিনী। মানে!

যামিনী। যাক্‌গে ওসব কথা! শালা কথা কিছুতেই মনে আসছে না! অনেক চেষ্টা করে একটা ভাল কথা মনে করেছিলুম, সব হজম হয়ে গেল!

কামিনী। [হাসিয়া ফেলিল] হজম হয়ে গেল কি রে মিন্সে!

যামিনী। উহুঁ, হাসি নয়, হাসি নয়। ওদিকে সংঘাতিক ব্যাপার!

কামিনী। [সরিয়া আসিয়া] কি হয়েছে?

যামিনী। হয়েছে কি জানিস, হয়েছে, মানে হয়েছে কি—

কামিনী। ও, পিরীত জমাতে চাইছিস?…বেরো, বেরো বলছি।

যামিনী। আরে দুত্তোর মেয়েমানুষের কাঁথায় আগুন! ভাল কথা কি একটাও বলতে দেবে।

কামিনী। না, আর ভালকথায় কাজ নেই, তুই বেরো!

যামিনী। কথাটা শুনবি ত।

কামিনী। শুনব! কি শুনব! টাকা! টাকা দিয়ে তুই মন ভুলোবি।…ডাকব, সবাইকে ডেকে জড় করব। [কান্নার সুরে] ওগো মাগো, এও আমার কপালে ছিল গো, এ কলংকও আমাকে নিতে হ'ল গো!

যামিনী। আরে এই, এই চুপ করবি ত। আচ্ছা মুশকিলে পড়লুম ত। এই কামিনী, চুপ কর না।

কামিনী। কেনে চুপ করব, বলি কেনে চুপ করব?

যামিনী। তোর পায়ে ধরছি, তুই চুপ কর।…এক্ষুনি একটা যাচ্ছে তাই কাণ্ড হয়ে যাবে।

কামিনী। যাচ্ছে তাই ঘটতে আর বাকী রইল কি?…খবরদার, ফের যদি এমনি বেফাঁস কথা বলেছিস, তাহলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

যামিনী। এই তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, আর কক্ষনো এমন হবে না।

কামিনী। গায়ে হাত দিলি যে!

যামিনী। কি মুশকিলেই পড়লুম রে বাবা।…আচ্ছা, এই নাক-মলা আর কানমলা। আর কক্ষনো হাত দেব না।

কামিনী। ঠিক।

যামিনী। ঠিক।

কামিনী। যা বলব, শুনবি?

যামিনী। আলবাৎ শুনব।

কামিনী। তাহলে কালই আমাকে একটা নথ গড়িয়ে দিবি?

যামিনী। দোব।

কামিনী। নথের টানা দিবি?

যামিনী। দোব।

কামিনী। একটা ভাল দেখে শাড়ী কিনে দিবি?

যামিনী। দো—!…শাড়ী! সেটা কি রকম হল! তুই ত বিধবা। শাড়ী পরবি কি রকম!

কামিনী। দূর মিন্সে,—আমি বিয়ে করলুম কবে, যে বিধবা হব?

যামিনী। মাইরি!

কামিনী। ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে গেল। দেখতে কুচ্ছিৎ বলে বিয়ে ত দূরের কথা, কেউ দুটো মনের কথাও বললে না। দু-একজন শুধু টাকা দিয়ে আমার যৌবন কিনতে চেয়েছিল।…মার ঝাঁটা!

যামিনী। তারপর?

কামিনী। তারপর দেখতে দেখতে যৌবন চলে গেল।

যামিনী। আরে আমারও ত ওই গল্প। তারপর—তারপর!

কামিনী। তারপর বয়েস কালে কান গেল।

যামিনী। আমারও ত,—না, আমি অবশ্য শুনতে পাই এখনও!

কামিনী। একটা কথা বলব?

যামিনী। বল।

কামিনী। চলনা, আমরা নূতন করে ঘর বাঁধি।

যামিনী। হ্যাঁ, তা বাঁধলেও হয়।

কামিনী। তাহলে দিদিমণিকে বলি!

যামিনী। বল।

কামিনী। কালই।

যামিনী। হ্যাঁ, কালই!

কামিনী। কিন্তু—

যামিনী। আবার কিন্তু কিরে। বিয়ে হলেই আমাদের নাম খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যাবে।

কামিনী। তার মানে?…কি ছাপা হবে?

যামিনী। ছাপা হবে, বুড়ো বুড়ী দুজনাতে, ঘর বেঁধেছে ফাগুন রাতে।

[প্রস্থান।

কামিনী। বয়েস হলেও বুড়ো রসিক আছে। কেমন মিলিয়ে মিলিয়ে বললে দেখ।—

বুড়ো বুড়ী দুজনাতে,
ঘর বেঁধেছে ফাগুন রাতে।

[সহাস্যে প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য

মহেশের বাড়ী।

মহেশের প্রবেশ।

মহেশ। "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইংগিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত-অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা॥"

কণার প্রবেশ।

কণা। আবার তুমি বাইরে এসেছ?

মহেশ। কি করব বল, সব সময় ঘরে থাকতে ভাল লাগছে না। তোরা কি কেউ আমার কাছে একবার যাচ্ছিস? বিরাজটা ঘরে আছে বলেই ত মনে হয় না। কোথায় থাকে, কি করে···? সেকি একবার ধীরাজের খবরটাও আমাকে দিতে পারে না।

কণা। কাল থেকে দাদার খবর আমরা কেউ জানি না। সব সময় বাড়ীর উপর পুলিশের কড়া নজর! বেশী খোঁজ খবর নিতে গেলে দাদার ধরা পড়বার ভয় রয়েছে।

মহেশ। তাই বলে ছেলেটা বাঁচল কি মরল, সে খবরও তোরা

নিতে চাস না। তোদের আর কি, সে মজুর খেটে তোদের টাকা এনে দেবে তোরা দুহাত ভরে খাবি! তোদের চিন্তায় ছেলেটা দিনে খেতো না, রাতে ঘুমতো না। এবার খা, দশ হাত বার করে খা!

কণা। বাবা!

মহেশ। বেইমান—সব বেইমান!

কণা। আমাদের অন্যায় হয়েছে বাবা।

মহেশ। হ্যাঁ অন্যায়, একশোবার অন্যায়। ধীরাজ না থাকলে তোদের ফূর্ত্তি বেড়ে যায়, কেমন হৈ-হৈ চলে। বুড়ো বাপকে যখন খুশী খেতে দিবি, এ সব কি আমি বুঝি না মনে করেছিস?

কণা। বাবা, তুমি একটু সুস্থ হয়ে ওঠ; তোমার এ অসুস্থ শরীরে বেশী উত্তেজিত হওয়া চলে না।

মহেশ। উত্তেজিত হব না!...কত আশা করেছিলাম। ধীরাজ বড় চাকরী করবে, অনেক টাকা বেতন পাবে। কত সাধ আহ্লাদ করে তোর আর ধীরাজের একদিনে বিয়ে দেব। ধীরাজের সাধ হয়েছিল বিরাজকে অনেক লেখা-পড়া শিখিয়ে বিলেত পাঠাবে। ...সব আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল। এ সব কার দোষ?

কণা। দোষ আমাদের অদৃষ্টের।

মহেশ। হ্যাঁ, অদৃষ্ট বইকি। যা, সব সরে যা, কেউ আর আমার কাছে আসবি না।

কণা। বেশ, চলেই যাচ্ছি। [গমনোদ্যতা]

মহেশ। ওকি, চললি যে?

কণা। তুমিই ত যেতে বললে।

মহেশ। যেতে বললাম বলেই চলে যেতে হবে?

কণা। [মৃদু হাসিয়া] বেশ, যাব না।

মহেশ। হ্যাঁ, কোথাও যাবি না। তাহলে আমিও যেদিকে খুশী চলে যাব।

বিরাজের প্রবেশ।

বিরাজ। কোথায় যাবে বাবা?

মহেশ। যমালয়ে যাব। কোথায় যেতে দিচ্ছ আমাকে?… কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বিরাজ। একটু কাজে গিয়েছিলাম।

মহেশ। কি কাজ? একজন ত রাজমজুবেব কাজ করত, তুমি আবার কি করছ? চায়ের দোকানের গেলাস ধুচ্ছ, না জুতো পালিশ করছ?

বিরাজ। তাতেই বা লজ্জা কি বাবা?

মহেশ। না—না, লজ্জা তোমাদের আর কি, যত লজ্জা আমার। লজ্জা বলে কিছু আছে তোমাদেব?

বিরাজ। তার জন্য দুঃখ কি বাবা। চুরি ত করিনি, লোককে ঠকিয়ে ত রোজগার করিনি। অসদুপায়ে রোজগার করে পেট ভরানোর চেয়ে চায়ের গেলাস ধোওয়া আর জুতো পালিশ করা অনেক সম্মানের বাবা।

মহেশ। কিন্তু কেন—কেন, তাই বা করবে কেন?

বিরাজ। এ ত তুমিই শিখিয়েছ।

মহেশ। আমি আবার কি শিখিয়েছি।

বিরাজ। "যা পাইনি তাও থাক, যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ বলে যা পাইনি তাই মোরে দাও।"

মহেশ। এ সব কথা আমি শিখিয়েছি? কই, আমিই শিখেছি

বলে ত আমার মনে পড়ে না। যদিই শিখে থাকি তাও ভুলে গেছি, তুইও ভুলে যা।

বিরাজ। বাবা! তোমার কাছে যা শিখেছি, তা শুধু ব্রাহ্মণের ক্ষমা। এতদিন তুমি শুধু আমাদের দিয়েছ ত্যাগ, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার দীক্ষা। এইবার তোমার কপিলের তেজকে প্রজ্বলিত করে "অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু।"

মহেশ। কণা—কণা, আমার বুকটা চেপে ধরত মা। হঠাৎ যেন বুকের ভেতরে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল, কাণের মধ্যে ভেসে আসছে সপ্ত-সমুদ্রের বিশাল জল কল্লোল, মাথার মধ্যে যেন হাজারটা কাল-বৈশাখি একসঙ্গে মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে।·· কেন এমন হল, কেন এমন হল?

বিরাজ। জাগো, জাগো হে ব্রাহ্মণ! জাগো তুমি লক্ষ নির্য্যাতিতের পুঞ্জীভূত বেদনা। চাণক্যের বাণী তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হোক—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

মহেশ। শঠে শাঠ্যং—

কণা। না।

মহেশ। কণা!

কণা। না, তা কখনও হয় না বাবা। মহাপণ্ডিত চাণক্য প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে যে বিষ উদ্গীরণ করে গেছেন, সেই বিষের সমুদ্রে নীলরতন রায়ের দল সাঁতার খেলছে। অর্থের অগ্নিময় মহাকুণ্ডের মাঝখানে থেকে দিবারাত্র চলছে তাদের নরক যন্ত্রণা। এ দেখেও কি তোমাদের চৈতন্য হচ্ছে না!

বিরাজ। কিন্তু যারা আঘাতের পর আঘাত দিয়ে মানুষকে অমানুষ গড়ে তুলেছে, ফুল চন্দন দিয়ে কি তাদের পূজো করা যায়?

কণা। যা সত্য, তা চিরকালই সত্য থাকবে ছোড়্দা। সোনার তালে স্বর্ণকার ত লোহার হাতুড়ীর ঘা অজস্র দিচ্ছে, তাতে কি সোনা কোনদিন লোহা হয়ে গেছে।

বিরাজ। কিন্তু ওই অত্যাচারী নীলরতন রায়দের দুর্ব্বার গতিমুখে বাধা যদি না দেওয়া যায়, তাদের বিশ্বধ্বংসকারী ষড়যন্ত্রের যদি অবসান না ঘটানো যায়, তাহলে এ জগতের অস্তিত্ব আর বেশীদিন নেই কণা!

কণা। কত চেঙ্গিস এসেছে, কত তৈমুরলঙ্গের ঘোড়ার খুরের ধুলোয় আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে, কত নাদিরশাহের দল অসির আঘাতে ভারতের মাটি লাল করে দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির পায়ের চাপে ভারতের নাভিশ্বাস উঠেছে, তবু ত কেউ তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে না।

বিরাজ। কণা!

কণা। তবু ত বুদ্ধ চৈতন্য গান্ধী সুভাষের পদরেণু পূত ভারতের স্বপ্ন ও সাধনাকে কেউ লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারলে না।

বিরাজ। কণা!

কণা। তবু ত ক্ষমা-প্রেম-মৈত্রীর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ভারতের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে কেউ মুছে দিতে পারলে না ছোড়্দা।

মহেশ। কণা!

কণা। তাই তোমাকে আমি কোনদিন এই সর্ব্বনাশা গৃহযুদ্ধে নামতে দেব না বাবা। তুমি ব্রাহ্মণ। সত্য ন্যায় ধর্ম্ম ও ক্ষমায় তুমি হবে উজ্জ্বল, তোমার সাধনা হবে জীবন সঞ্চার করা, জীবনকে ধ্বংস করা নয়।

বিরাজ। কিন্তু ওদের এই স্বার্থপরতার জন্যই দাদা আজ সংসারে

প্রতিষ্ঠা পেল না। ওদের হিংসার জন্যই সে একটা সামান্য রাজমজুর।

কণা। তাতে লজ্জার কি আছে ছোড়্দা! দাদা রাজমজুর সেজেছে বলে সে আজ আমার কাছে দেবতার চেয়েও বড়। অপরের জীবন রক্ষা করতে সে আজ ফেরারী আসামী, এ শুনে গর্ব্বে আনন্দে আমার বুকটা ভবে উঠেছে, কিন্তু তার এই ধ্বংসযজ্ঞের আহ্বানে আমার সকল অহংকার চূর্ণ হয়ে গেছে। সে দেবতা হলেও আজ থেকে সে আমার শত্রু।

মহেশ। ঠিক, ঠিক বলেছিস কণা। কিন্তু ধীরাজ যেন কি করতে যাচ্ছে বললি?

কণা। পীরগঞ্জের জঙ্গল থেকে দাদা একটা বিপ্লবীর দল তৈরী করছে।

মহেশ। কেন?

কণা। সে ওই বিপ্লবীর দল নিয়ে নীলরতন রায়দের উপর অভিযান চালাবে।

মহেশ এ কথা তোকে কে বলেছে?

কণা। ছোড়্দা পীরগঞ্জের জঙ্গল থেকে এ কথা জেনে এসেছে।

মহেশ। এ কথা সত্যি বিরাজ?

বিরাজ। সত্যি বাবা।

মহেশ। না—না, তাকে নিষেধ কর। মিছি-মিছি তাকে মরণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে নিষেধ কর।

বিরাজ। বাবা, যে সমুদ্রে শয্যা পেতেছে; শিশিরকে সে ভয় করে না।...দাদাকে নিষেধ করলেও সে আর শুনবে না।

মহেশ। শুনতে হবে।…আমি তার বাবা না।……আমার নাম করে তাকে বলিস, সে যেন এই সর্ব্বনাশা পথে পা না বাড়ায়।

বিরাজ। সে কিছুতেই শুনবে না।

মহেশ। তাহলে আমি তাকে ত্যজ্যপুত্র করব।

বিরাজ। আমিও তাহলে যাবার সময় ওই আশীর্ব্বাদই নিয়ে যাই বাবা!

মহেশ। তার মানে?

বিরাজ। আমিও দাদার দলে দীক্ষা নেব।

কণা। ছোড়্দা!

বিরাজ। হ্যাঁ কণা! দাদা আমাকে বলেছে,—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

কণা। ঠিক, ঠিক ছোড়্দা। তবু একের শাস্তি দিতে যদি হাজার হাজার শান্তিকামী মানুষের প্রাণ যায়, সেখানে দাদার ওই উপদেশ ব্যর্থ হয়ে যাওয়াই উচিৎ!

বিরাজ। আর কোন উপদেশে আমাকে ফেরাতে পারবে না কণা। থাক তোমরা তোমাদের ক্ষমা, প্রেম আর মৈত্রী নিয়ে। তোমাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দেবতার মত পূজা করব, তবু আত্মীয়তার মাঝখানে এসে কোনদিন তোমাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব না। [প্রস্থানোদ্যত]

মহেশ। ওরে, ওরে বিরাজ! ফিরে আয়।

বিরাজ। প্রণাম বাবা, প্রণাম। জগতের বুকে ফুল হয়ে ফুটেছিলাম, কিন্তু যে শয়তানরা আমাদের সেই পুষ্প জীবনকে উলঙ্গ

আনন্দে নখে করে ছিঁড়তে চেয়েছে, তাদের দেহেও কাঁটার জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওই ভবিষ্যতের অন্ধকারে।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

মহেশ। বিরাজ—ওরে বিরাজ! · চলে গেল।

কণা। বাবা!

মহেশ। হঠাৎ আমার বুকটা এমন খালি হয়ে গেল কেন? দু'খানা হাতই যেন আমার অবশ হয়ে আসছে, দু'টো চোখে যেন অন্ধকার দেখছি। পৃথিবীটা কি সব উল্টে গেল।

কণা। স্থির হও বাবা, স্থির হও। এত সহজে তোমার ত' চঞ্চল হওয়া শোভা পায় না। ধীরাজ আর বিরাজ রাম-কৃষ্ণের মত তোমার দু'টি সন্তান। ওদের চেতনার প্রত্যুষে সারা বাংলায় জোয়ার এসেছে। কংসরূপী স্বার্থপরদের ধ্বংস এবার অনিবার্য্য।

মহেশ। এ আবার তুই কি বলছিস মা!

কণা। বলছি এই যে, সমস্ত বাধাকে ওরা অতিক্রম করেছে। আর ওদের কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাই এবার থেকে তোমাতে আমাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাব, বিশ্বের যেন মঙ্গল হয়। ওরা আসবে ধ্বংসের নিশান উড়িয়ে আর আমরা যাব শান্তির শান্তিবারি ঝরিয়ে।

মহেশ। আমি স্বর্গে না মর্ত্যে, কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না, তোরা আমার সন্তান, না কোন শাপভ্রষ্ট দেবদেবী এসে আমাকে বাবা বলে ডেকেছিস? আমার শাস্ত্র আমার সংস্কার আজ তোদের কাছে পরাজিত।

কণা। বাবা!

মহেশ। না—না, আমি কারও বাবা নই! তোরা কেউ আমাকে বাবা বলে ডাকবি না। আমি তোদের শত্রু।

কণা। কেন বাবা, কেন?

মহেশ। কেন? এই কেন-র উত্তর তোদের আমি কেমন করে দেব কণা!…ওরে তোদের বাবা হবার যোগ্যতা আমার নেই।

কণা। বাবা!

মহেশ। উপযুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত শিক্ষা, উপযুক্ত পরিচর্য্যা পেলে যারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারত, তারা আজ অক্ষম নিঃসম্বল পিতার সান্নিধ্যে এসে অজানার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের জনারণ্যে। এ যে কি বেদনা, তা তুই বুঝবি না মা।

গীতকণ্ঠে বাসুদেবের প্রবেশ।

বাসুদেব। গীত।

বুঝা-বুঝি শেষ হয়েছে, হিসাব নিকাশ হ'ল শেষ,
মন হাটুরে চলরে ফিরে, চল ফিরে তোর আপন দেশ।
(তোর ওই) পুরোনো মাল নূতন হাটে আর বুঝি বা বিকোয় না,
নূতন দিনের নূতন আলোয় মনের খোরাক মিটোয় না;
পুরাতনের দিন ফুরালো, (দেশ) পরবে এবার নূতন বেশ।

মহেশ। ঠিক বলেছ বাসুদেব, ঠিক বলেছ! পুরাতনের দিন ফুরিয়েছে, এবার এসেছে নূতনের জোয়ার। বুঝতে পেরেছি, এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে। তবে দুঃখ কি জান বাসুদেব। দুঃখ এই, পৃথিবী প্রতিভার মূল্য দিলে না।

বাসুদেব। তাতেই বা দুঃখ কি বাবাঠাকুর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মহেশ। বিচিত্র পৃথিবী! কেউ দেয় আঘাত, কেউ দেয় সান্ত্বনার প্রলেপ। কেউ দেয় ঘৃণার থুৎকার, কেউ দেয় পূজার পুষ্পাঞ্জলি··· কিন্তু, আমার কি যেন হারিয়ে গেছে বাসুদেব। কখন যেন কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে মনের বীণার তার ছিঁড়ে গেছে। এত চেষ্টা করেও সে তারে আর সুর ধরাতে পারছি না।

[সাশ্রুনয়নে প্রস্থান।

কণা। বাবা যেন কাল থেকে কি হয়ে গেছে বাসুদেব-দা। কেবলই ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসছে। কত অসংলগ্ন কথা বলছে, যার কোন মানেই হয় না। তার উপর ছোড়্‌দাও আজ চলে গেল দাদার সঙ্গে যোগ দিতে, সেও বোধহয় আর ফিরবে না।

বাসুদেব। সে কি! বিরাজও গেছে!

কণা। হ্যাঁ।

বাসুদেব। সর্ব্বনাশ হলবে দিদি, সর্ব্বনাশ হল! না, আমার আর অপেক্ষা করা চলে না। এখন অনেক কাজ পড়ে আছে। [গমনোদ্যত]

কণা। কোথায় যাচ্ছ বাসুদেব-দা?

বাসুদেব। কাশিমবাজার কুঠিতে, রেজা খাঁ আর মিরজাফরের জলসার নিমন্ত্রণে। [প্রস্থান।

কণা। বাসুদেব-দার সব কথা যেন কেমন হেঁয়ালীতে ভরা।

ভুবনের প্রবেশ।

ভুবন। যা বলেছ মা! ও বেটা একটা আস্ত জোচ্চোর, লোক ঠকিয়ে খাওয়া অভ্যাস। আসতে দিও না মা, যখন তখন ঘরে আসতে দিও না।

কণা। কেন ভুবন কাকা! ও ত কোন অন্যায় করেনি।

ভুবন। আরে অন্যায় করলেও করেছে, না করলেও করেছে।

কণা। কি রকম?

ভুবন। তোমার দিকে কি রকম চেয়ে থাকে বুঝতে পারো না। ভট্‌চায্‌কে বোকা পেয়েছে, বাবাঠাকুর—বাবাঠাকুর করে তাকে তালগাছে তুলে দিয়ে কার্য্যসিদ্ধির ধান্ধা!···আমার ঘর হলে জুতিয়ে লম্বা করে দিতুম হারামজাদাকে।

কণা। ভুবন কাকা! তুমি আমার গুরুজন। তোমাকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি। তাই এ রকম অবান্তর কথা না বলে যদি কোন কাজের কথা থাকে বল।

ভুবন। তোমাদের ওই এক দোষ বাপু। আজকালকার মেয়েদের আত্মসম্মান বলতে যদি কিছু থাকে। বাজার, হাট, সিনেমা, রেলের টিকিট কাটা, রেশনে লাইন দেওয়া—কোনটাতেই যদি ঘেন্না আসে।

কণা। তর্ক আমি করতে চাই না ভুবন কাকা। তবে এটা জেনে রেখো, আজকালকার মেয়েরা নিজেদের চিনতে পেরেছে বলেই তোমাদের মত ফপর দালালদের শয়তানির চাকা নির্বিবাদে এগিয়ে চলতে পারছে না।

ভুবন। তুমি আমায় অপমান করছ মেয়ে!

কণা। থাক্। মেয়ে সম্বোধন করে আর নিজের কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করো না। আর অপমান! কোন অপমান যে তোমাদের মত লোকের উপযুক্ত তাই আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

ভুবন। [স্বগত] ইস! চালে ভুল হয়ে গেছে! নইলে—

কণা। কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও। আর কোন কথা আছে!

ভুবন। ও, কথাটা ত তোমাকে এখনও শুনানোই হয়নি!

কণা। কি কথা?

ভুবন। মানে দারোগাবাবুর আর কিছু টাকার—

কণা। দারোগাবাবুকে বলবে, টাকা যদি নিতে হয়, তাহলে তাঁকে নিজেকে আসতে হবে।

ভুবন। মানে—

কণা। মানে, টাকা আর আমরা দেব না। যে প্রয়োজনে আমরা তাঁর করুণা ভিক্ষা করেছিলাম, সে প্রয়োজন আমাদের মিটে গেছে।

ভুবন। কথাটা বুঝলাম না ঠিক।

কণা। এখনও বুঝতে পারনি কাকা। তবে বলি শোন, মায়ের শেষ চিহ্ন, আমার কানের দুল জোড়াটা ত তোমার মেয়েকে পরিয়েছ। আর ত আমাদের দেবার কিছু নাই। তবে বাবার একজোড়া ভাঙ্গা খড়ম আছে, দারোগাবাবু যদি চান, তাহলে তাঁকে এসে নিয়ে যেতে বলো।

[প্রস্থান।

ভুবন। মেয়েটার আস্পর্দ্ধা দেখলে! মুখের উপর—আচ্ছা, আমিও দালাল ভুবন রক্ষিত। আগে গজে বোড়ে এক করি, তারপর দেখব কেমন করে কিস্তিমাৎ করতে হয়।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

পাকিস্থান এলাকায় মতিবিবির ভাঙ্গা বাড়ী।

বিভিন্ন জাতির জোওয়ান সেখানে সমবেত।
ধীরাজ ও ইসরাইলের প্রবেশ।

ইসরাইল। উও দেখিয়ে বাবুজী, ইয়ে সব আদমী মেরে হুকুমসে এঁহা আয়ে হেঁ। আব ইয়ে আদমী আপকা হুকুম তামিল করেঙ্গে। ইন আদমিয়োকোঁ তালিম দেনা, আপকা কাম হ্যায়!···ভাইসব তুম লোগোঁকা ম্যায় জবান দিয়া থা, কি তুম লোগোঁকা এক নেতা দুঙ্গা। ম্যায় আপনা জবান পর ঠিক হুঁ! আর তুমলোগ আপনা জবান ঠিক রাখো গে।

ধীরাজ। বন্ধুগণ! আজ আমরা যে কারণে এখানে সমবেত হয়েছি, তা একরকম তোমরা সবাই জান। ফুলের মত পবিত্র মন নিয়ে আমরা সবাই পৃথিবীতে এসেছিলাম, চেয়েছিলাম মানুষের ভালবাসা, চেয়েছিলাম একটু আশ্রয়—একমুঠো অন্ন। বিনিময়ে আমরা পৃথিবীকে দিতে চেয়েছিলাম আমাদের দেহ মন, বুদ্ধি বিবেক, ভক্তি ভালবাসা। আমরা আমাদের কথা রেখেছি। কিন্তু স্বার্থপর পৃথিবী আমাদের বুকের রক্তে তার পানপাত্র ভরে নিয়ে শূন্য বর্তুলের মত আবর্জ্জনার পংককুণ্ডে নিক্ষের করেছে। সেই শূন্য বর্তুল আকাশে বাতাসে তার শেষ আর্ত্তনাদ রেখে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

জনতা। আমরা আরও শুনতে চাই—আরও শুনতে চাই।

ইসরাইল। হাল্লা মাৎ কিজিয়ে ভাইলোগ। হামলোগোকাঁ দিলকা

খাইস পূরা করনেকোলিয়ে হামারে নেতা হামলোগোঁকা বুলাবে পর জবাব দিয়ে হেঁয়। উনকা বাৎ চুপচাপ শুননে দেও।

ধীরাজ। বন্ধুগণ! ওই স্বার্থান্ধ ধনকুবেরদের অত্যাচারেই দেশ আজ জর্জ্জরিত, সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকার বিলুপ্তপ্রায়। আজ আমাদের মা-বোনদের পেটে অন্ন নাই; অথচ ওদের গুদামে লাখো লাখো মণ চাল পচতে শুরু করেছে। আমাদের ভাই-বোন অর্থের অভাবে মূর্খ-অবজ্ঞাত-ভিক্ষুক হয়ে গেল, অথচ ওদের লোহার সিন্দুক দিনের পর দিন অর্থের প্রাচুর্য্যে স্ফীত হয়ে উঠছে। রাজপথে—রাজপথে যখন লক্ষ ক্ষুধার্ত্তের ভূখা মিছিল মড়ক মন্বন্তরের নিশান উড়িয়ে আসছে, ওরা তখন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের নিয়ে জলসা ভোজের আসর বসিয়েছে।

ইসরাইল। হামারা মুকা দানা ছিনকর য়িন লোগোঁনে অ্যায়েস আউর জলসে কর রহে হেঁয়, যো হামারে মা বহিনেকো ভুখা রাখ কর শেঠ বাননেকা খোয়াব দেখতা হেঁয়, হাম লোগোঁকা সাথ বেইমানি আউর ধোঁকেবাজী, আউর ফেরেব কর কর শেঠ বান কর বৈঠে হুয়ে হ্যাঁ,—উন লোগোঁকো হামলোগ মাফ কভি নেহি করেঙ্গে।

ধীরাজ। না, কিছুতেই না।

ইসরাইল। আভি ইয়ে সময় আ রহা হ্যায়, যব তুমলোগ উন-লোগেনে পাশ একমুঠি দানাকেলিয়ে হাত পসারোগে, উস সময় পর উন লোগোনে স্রিফ চার কণা উঠা কর দেগা। ইস্‌সে জিয়াদা মাংনেসে, বড়ে জোর এক গোলি খরচ করনে সেকতা, দুসরে কুচ নেহি। আভি ইয়ে সময় আয়ে হ্যায়। ইস লিয়ে, হাম লোগান-কোভি জিনে কে লিয়ে লড়াহি করনে পড়েগা।

ধীরাজ। হ্যাঁ, লড়াই চলবে। চলবে বন্দুকের গুলিতে আমাদের

আত্মীয়তা।···শপথ কর ভাইসব, আমাদের প্রতিহিংসার অগ্নিকুণ্ডে ওই রেজা খাঁ আর মিরজাফরদের আহুতি দেব।

ইসরাইল। আপনে জান দে কর, মউৎকো নেহি ডর কর, তুমলোক মহানায়ক কা হুকুম তামিল করোগে, আউর—ম্যাঁয়, ম্যাঁয় তুমলোগোঁকা বালবাচ্চেকা পরওয়ারিশ করুঙ্গা।

ধীরাজ। শপথ কর ভাইসব! ধনীকের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করে আমরা যা নিয়ে আসব, তার এক কণাও আমরা আত্মসাৎ করব না। রুগ্ন দুর্ব্বল ক্ষুধার্ত্তের মুখে আমরা সেই অন্ন তুলে দেব। শেঠ বণিকের সিন্দুক হতে যে অর্থ আমরা লুণ্ঠন করব তার একটি টাকাও আমরা গ্রহণ করব না। শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণে সে অর্থ আমরা বিলিয়ে দেব।

ইসরাইল। মগর—হোঁশিয়ার! যো হামারে সাথ গর্দারী করেঙ্গে, হামারা পিস্তল উসকো মাফ্ নেহি করেগা।

ধীরাজ। প্রস্তুত হও ভাইসব, কাল হতেই আমাদের অভিযান শুরু হবে। প্রথমেই আমরা আক্রমণ করব ঝুনঝুনওয়ালার টাকার গদী, তারপর শেঠ লালজীরামের পীরগঞ্জের প্রাসাদ, তারপর নীলরতন রায়ের চালের গুদাম।

ইসরাইল। ইয়াদ রাখেঁ—কাল রাতকো বারো বাজে।

ধীরাজ। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। এবার তোমরা আসতে পার।

জনতা। জয় মহানায়কের জয়—জয় মহানায়কের জয়।

[জনতার প্রস্থান।

ইসরাইল। সাবাস বাবুজী, সাবাস। হাম এহি চীজ চাহতা থা। আপকে কামিয়াবি পর ম্যাঁয় আপকো দাদ দেঁতা হুঁ! [করমর্দন]

ধীরাজ। খাঁ সাহেব!

ইসরাইল। আজ হামে ইজাজৎ দিজিয়ে। কাল সে হাম লোগোঁকা কাম শুরু হোগা। কামকে ওয়াক্ত আপকে সাথ হামারা মুলাকাৎ হোগা। আদাব!

[প্রস্থান।

ধীরাজ। আদাব!...এইবার জগৎ শেঠের দল! বাংলার অগণিত নিষ্পেষিত দরিদ্র সন্তান জেগে উঠেছে। তাদের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস এবার তারা ছড়িয়ে দেবে তোমাদের বিলাস শয্যায়, তাদের বুকফাটা হাহাকারে তোমাদের বিলাসী অন্তর ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠবে, তাদের প্রতিহিংসার প্রচণ্ড রোষবহ্নিতে তোমাদের আশার প্রাসাদ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বিরাজের প্রবেশ।

বিরাজ। জয়তু মহানায়ক!

ধীরাজ। কে?

বিরাজ। আমি বিরাজ!

ধীরাজ। তুই আবার এখানে কেন এলি!

বিরাজ। এসেছি দীক্ষা নিতে।

ধীরাজ। বিরাজ!

বিরাজ। 'অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু'। [পদতলে উপবেশন]

ধীরাজ। [তুলিয়া] না, নারে ভাই! তুই ফিরে যা। এ পথ বড় দুর্গম। এ পথ বড় কণ্টকাকীর্ণ।

বিরাজ। বিলাসীর সুখ শয্যা ত আমাদের জন্য নয় দাদা।

ধীরাজ। বিরাজ,—

বিরাজ। জন্মের পর পৃথিবীকে যখন দু'চোখ মেলে দেখেছি, তখন ওর মোহন রূপ আমার চোখে মায়াজাল বুনেছিল। কিন্তু জ্ঞান হবার সঙ্গে সংঙ্গে দেখলাম ওর ওই মোহন-রূপের অন্তরালে বিষাক্ত দুষ্ট ক্ষত, লক্ষ লক্ষ কীট সেই ক্ষতের মাঝে ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। তার দুর্গন্ধে নরকের দুয়ারও বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল।

ধীরাজ। বিরাজ!

বিরাজ। দেখলাম, একদল মানুষ দিবারাত্র শোষণ যন্ত্রে অপরের রক্ত নিঙ্ড়ে নিঙ্ড়ে নিচ্ছে, অন্যদল বুকফাটা হাহাকারে চোখের জলে নদীর সৃষ্টি করছে। অযোগ্য যারা তারা পেল রাজপদ, আর যোগ্যের স্থান হল অপাংক্তেয় ঘৃণিত সমাজে। তাইত দাদা, তোমার মত আমিও জন্মের শোধ সেই সমাজকে ত্যাগ করে এসে দাঁড়িয়েছি, রক্তের দাবীতে ভাই বলে নয়, আজ্ঞাবাহী দাসের মত।

ধীরাজ। আমি যে তোর মুখে হাসি ফোটাতে পারিনি ভাই, তাই তোর হাতে অস্ত্র তুলে দেব কেমন করে?

বিরাজ। দাদা!

ধীরাজ। ফিরে যা, ফিরে যা বিরাজ! বাবার একটা হাত আমি ভেঙ্গে দিয়ে এসেছি, তুই তার আর একটা হাত ভেঙ্গে দিস নি। ধীরাজ ভট্টচায্‌কে সমাজ বলছে 'খুনী', কাল আবার আর একটা বিশেষণ যুক্ত হবে 'ডাকাত', পরশু সরকারের পরওয়ানা জারী হবে 'রাজদ্রোহী'—এ আখ্যা শুধু আমারই থাক, তোর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তোকে আর সে কলংকের পশরা বইতে দেব না।

বিরাজ। দাদা!

ধীরাজ। ওরে ভাই—ওরে মাণিক। চোখের জলে তোকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুই মানুষ হ'।...যা, ফিরে যা।

বিরাজ। না, যাব না। তোমার দলে যদি আমাকে থাকতে না দাও, প্রকাশ্যে খুন করে আমি আত্মসমর্পণ করব।

ধীরাজ। বিরাজ!

বিরাজ। তারপর হাসিমুখে আমি মৃত্যুবরণ করব। তবু যে সমাজকে আমি একবার পরিত্যাগ করেছি, সে সমাজে আর আমি কোনদিন ফিরে যেতে পারব না।

ধীরাজ। বেশ, তবে আয়! এই ঘনঘোর রাত্রির অন্ধকারে, নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশের তলে তোর হাতে আমি অস্ত্র তুলে দিচ্ছি। [হাতে বন্দুক দিল] তোমার অস্ত্রের পরীক্ষা দাও। ওই দূরে নদীবক্ষে ভাসমান নৌকার মাস্তুলের গোড়ার ওই মশালটাকে নিভিয়ে দিয়ে। যদি কৃতকার্য্য হতে পার, আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।

বিরাজ। বেশ, নাও অস্ত্র পরীক্ষা!

[পায়ের ধূলা লইল, পরে বন্দুক তুলিয়া নিশানা ঠিক করিয়া গুলি ছুঁড়িল, দূরে মশাল নিভিয়া গেল।]

ধীরাজ। [বুকে চাপিয়া ধরিয়া] সাবাস, সাবাস ভাই! এত নিশানা হয়ত তোর দাদারও নেই।

বিরাজ। এইবার দীক্ষা দাও। [বসিল]

ধীরাজ। [একটি ছুরি বাহির করিয়া আঙ্গুল কাটিয়া] দেহের রক্ত দিয়ে আমি তোমার কপালে রাজদ্রোহীর জয়টীকা এঁকে দিলাম। এর মান তুমি অক্ষুণ্ণ রেখো। অসহায়ের বুকে, নিরীহ নারী কিম্বা শিশুর বুকে কোনদিন গুলি চালাবে না, আর সমাজ ধ্বংসকারীদের তুমি কোনদিন ক্ষমা করবে না।

বিরাজ। "আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।

আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে
নব সৃষ্টির মহানন্দে।”

[প্রস্থান।

ধীরাজ। হে ঈশ্বর! হে জনগণ মন অধিনায়ক! আমি কি অন্যায় করলাম। সমাজের কল্যাণে যদি আমি বিষ বৃক্ষই রোপণ করে থাকি তাহলে সে বিষফল আমাকে হজম করতে দিও, তবু পৃথিবীর যেন কোন ক্ষতি না হয়।...

স্বরাজের প্রবেশ।

ধীরাজ। কে! কে! তুমি? কে তুমি ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছ? সাবধান! আমিও নিরস্ত্র নই। [পিস্তল বাহির করিল]

স্বরাজ। থাক, অস্ত্র প্রয়োগের সুযোগ ভবিষ্যতে আরও আসবে।

ধীরাজ। কে, স্বরাজ? তুমি এখানে কেমন করে এলে?

স্বরাজ। যেমন করে আরও পাঁচজন আসছে।

ধীরাজ। কিন্তু তাদের যে পথ, তোমার ত সে পথ নয়।

স্বরাজ। তোমার কথাতেই উত্তর দিই, বিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে কার কোনটা পথ তার ঠিকানা বুক ফুলিয়ে কেউ দিতে পারবে না।

ধীরাজ। কি বলতে চাও তুমি?

স্বরাজ। বলতে চাই এই যে, নিজের মাথায় কলংকের বোঝা চাপিয়ে নিয়ে নিজেকে বাহাদুর সাজিয়ে আমাকে অন্তর্দাহের মাঝে ফেলে আসা তোমার মত ছেলের উচিৎ হয়নি ধীরাজ।

ধীরাজ। উচিত অনুচিতের কথা নয় স্বরাজ। এতদিন আমি সুযোগ পাচ্ছিলাম না। কিন্তু সেদিন ঈশ্বর আমাকে সে সুযোগ দিয়েছিলেন, দেখিয়ে দিয়েছিলেন পথ। আজ যে পথে আমি চলেছি, তাতে জগতের কল্যাণ কতটুকু হবে জানি না, হয়ত তার ঘৃণাই আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স্বরাজ। কেউ—কেউ আমার কথা শুনছে না। আমি চিৎকার করে সকলকে বলেছি, আমি, আমি খুন করেছি—কেউ বিশ্বাস করছে না আমার কথা; বড়লোকের খেয়াল বলে সবাই উপহাস করছে। পুলিশকে বলেছি, আমাকে গ্রেপ্তার কর, আমি খুন করেছি। সেও আমাকে গ্রেপ্তার করা ত দূরের কথা, একবার ডায়েরী খুলে আমার নামটা পর্যন্ত লিখে রাখছে না। বাবার কাছে বিদ্রোহ করেছি, তিনি পিস্তল তুলেছেন, তবু দয়া করে একটা গুলি ছোঁড়েন নি। এই দুঃসহ যাতনা আমাকে পাগল করে তুলেছে ধীরাজ।

ধীরাজ। স্বরাজ!

স্বরাজ। হয় আমার সঙ্গে গিয়ে প্রমাণ করে আসবে চল যে, আমি অপরাধী, নইলে আমিও এখান থেকে আর যাব না; তোমার দলেই যোগ দেব।

ধীরাজ। কি বকছিস পাগলের মত?

স্বরাজ। মত নয়, সত্যিই আজ আমি পাগল হয়ে গেছি। জীবনে ভাই বলে কাউকে জানতাম না, বন্ধু বলেও কাউকে জানতাম না। কেবল জানতাম তোকে। তুই একধারে আমার ভাই-বন্ধু-পরমাত্মীয়। তাই তোকে এই বিপদের মাঝে রেখে রাজভোগ খেতে যে আমার তৃপ্তি আসবে না ভাই।

ধীরাজ। স্বরাজ! তুই ফিরে যা ভাই! অনেক আশা নিয়ে,

অনেক রূপে তোকে আমি কল্পনা করেছি। আমার সে আশা, সে কল্পনাকে তুই ভেঙ্গে দিসনি স্বরাজ। হয়ত এর জন্যে তোকে বড় কঠিন মূল্য দিতে হবে। আমার উপকার যদি করতে চাস, তাহলে সেই পরীক্ষার জন্য তুই প্রস্তুত হ' ভাই।

স্বরাজ। কি পরীক্ষা?

ধীরাজ। আমার এই ধনীকের ধ্বংসযজ্ঞে নীলরতন রায় হয়ত বাদ যাবে না। পিতৃশোকের জ্বালা হয়ত তোকে দিবারাত্র কশাঘাত করবে, তবু আমার কণাকে তুই ত্যাগ করিস নি ভাই। পিতৃ হত্যা-কারীর ভগ্নী বলে তাকে ঘৃণা করিস নে।

স্বরাজ। ধীরাজ!

ধীরাজ। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তোর কাছ থেকে আমি এইটুকু আশা করছি।···রাখবি নে ভাই, আমার কথা! [হাত ধরে নাড়া দিল]

স্বরাজ। রাখব ধীরাজ, রাখব। [চক্ষে জল আসিল]

ধীরাজ। তবে যা, বাবাকে দেখিস···বিরাজও ত চলে এসেছে।

স্বরাজ। বিরাজ এখানে চলে এসেছে!

ধীরাজ। হ্যাঁ, আজই তাকে আমি দীক্ষা দিয়েছি—আমার দেহের রক্তে তার ললাটে রাজদ্রোহীর তিলক এঁকে দিয়েছি।

স্বরাজ। ধীরাজ!

ধীরাজ। আজ এই গভীর রাতের অন্ধকারে তোমাকে বিদায় দিচ্ছি। আবার হয়ত এমনি কোন গভীর রাতের অন্ধকারে আমার সঙ্গে দেখা হবে। সেদিন পিস্তলের আগুনে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে কুণ্ঠা করো না।

স্বরাজ। তাই হবে বন্ধু! [প্রস্থান।

ধীরাজ। ঈশ্বর, তুমি আমাকে সব দিয়েছিলে, কিন্তু কিছুই যে সইল না, কার দীর্ঘশ্বাসে যে সব শুকিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না।

ইসরাইলের পুনঃ প্রবেশ।

ইসরাইল। বাবুজী!

ধীরাজ। কি ব্যাপার, আবার তুমি এলে যে?

ইসরাইল। কুচ দূর চলে যানে কা বাদ হামে গোলিকা আওয়াজ শুনাই দিয়া। ম্যাঁয় শোচা কি আপকো কোই খতরা হো গ্যেয়া! এঁহা কোই আওয়াজ হুয়া?

ধীরাজ। হ্যাঁ হয়েছে।

ইসরাইল। কেঁও?

ধীরাজ। আমার ছোট ভাইকে এক্ষুণি দীক্ষা দিলাম, তাই।

ইসরাইল। মতলব!

ধীরাজ। হ্যাঁ।

ইসরাইল। ফুল, এইসা ভাইকো ভি ইস কামোপর খেঁচ লায়ে?··· ইয়ে আচ্ছা কাম নেহি হুয়া বাবুজী! ইয়ে আচ্ছা কাম নেহি হুয়া। দিলমে বহুৎ চোট সহেনে হোগা।

ধীরাজ। কি করব, কথা শুনলে না যে।

ইসরাইল। যানে দিজিয়ে,···চলিয়ে।

ধীরাজ। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

রায় বাড়ী। বসিবার ঘর।

নীলরতন রায় ও শত্রুদমন চট্টরাজ কথা বলিতে বলিতে আসিলেন।

নীলরতন। বুঝতেই ত পারছেন, আর তোমাকে কি বলব?

শত্রুদমন। তা ত বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপারটা দিনের পর দিন যে রকম গড়িয়ে চলেছে তাতে যে আর কতদিন আপনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব, তা বলতে পারছি না।

নীলরতন। কত টাকা বেতন তুমি পাও দারোগা?

শত্রুদমন। আড়াইশো।

নীলরতন। এতে তোমার সংসার চলে?

শত্রুদমন। তা কি চলে! যে রকম দুর্মূল্যের বাজার পড়েছে—

নীলরতন। তবে!

শত্রুদমন। তবে কি?

নীলরতন। তোমাকে বাঁ হাত পাততেই হবে।

শত্রুদমন। তা ত বুঝলাম। কিন্তু—

নীলরতন। কিন্তু নয়! আমাদের যদি তোমরা বাঁচিয়ে না রাখ, তাহলে তোমাদের পকেটও ভরবে না, আর পকেট না ভরলে তোমাদের সংসার অচল।

শক্রদমন। তা সত্যি, কিন্তু…

নীলরতন। আবার কিন্তু কি? তোমরা রাজার চাকর কিন্তু আসলে তোমাদের চলতে হবে আমাদের চোখের ইসারায়। তাতে তোমাদের জান মান সব বাঁচবে।

শক্রদমন। তাহলে কথাটা—

নীলরতন। গোপন রেখে—

শক্রদমন। কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

নীলরতন। ঠিক। তবেই তোমরা হবে ঝুঁদে দারোগা। দিনের পর দিন তোমাদের উন্নতি কেউ ঘোচাতে পারবে না।

শক্রদমন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নীলরতন। একটা গল্প বলি শোন।

শক্রদমন। কি রকম!

নীলরতন। পাড়াগাঁয়ের একটি সরকারী হাসপাতাল। এখন এ-রকম ছোট হাসপাতালে সব ওষুধ রাখা সম্ভব নয়।

শক্রদমন। তা ত নয়ই।

নীলরতন। অথচ ডাক্তার যদি বলেন, যে হাসপাতালে ওষুধ নেই, তাহলে নানা রকম ঝামেলা চলবে। সরকারের কাছে রিপোর্ট যাবে।

শক্রদমন। হ্যাঁ, তা ঠিক।

নীলরতন। আবার যদি রোগ সবাইকার সেরে যেতে থাকে, তাহলে দূর দূরান্ত থেকে রোগী এসে হাসপাতালে ভীড় জমাতে থাকবে, অনেক ওষুধের দরকার পড়বে। তখন সরকার দেখবেন ওই এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী—ডাক্তার কাজের নয়। তাই ডাক্তারকে সব দিক ম্যানেজ করে চলতে হবে।

শত্রুদমন। তাও ঠিক।

নীলরতন। এমনি এক হাসপাতালে একদিন এক রোগী দাঁত তোলাতে এল। ডাক্তার তখন ব্যস্ত। রোগীকে এক টুলে বসতে বলা হল। অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর ডাক্তারের ফুরসুৎ হতে যন্ত্রপাতি নিয়ে রোগীর কাছে হাজির হলেন। ইতিপূর্ব্বে অনেকক্ষণ বসে থেকে সে রোগী অতিষ্ঠ হয়ে বাইরে গেছে, তাব জায়গায় এক রোগী কান দেখাতে এসে সেই টুলে অপেক্ষা করছে। ডাক্তার কোন প্রশ্ন না করে রোগীকে হাঁ করতে বলে একটা দাঁত তুলে ফেললেন। তারপর ডাক্তারের কেরামতির কথা শুনে আর সে হাসপাতালে রোগী হয় না। সরকার ভাবলেন, ডাক্তারের হাতযশ আছে; তাই তাকে প্রমোশন দিয়ে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শত্রুদমন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নীলরতন। হাসি নয় দারোগা, হাসি নয়। এমনি ভাবেই চলছে দুনিয়ার রাজত্ব। তুমি আর কতটুকু। একজন খুন করবে, অপরজনকে সাজাতে হবে খুনী; একজন চুরি করবে, অপরজনকে সাজতে হবে চোর; বিনা লাইসেন্সে একজন লক্ষ লক্ষ মণ চাল গুদামজাত করবে, আর খুচরো চাল বিক্রির অপরাধে অপরজনের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হবে। তবেই ত জানব বাহাদুরী।

শত্রুদমন। যাক্, এখন এদিকের কতদুর কি হল শুনেছেন কিছু?

নীলরতন। শুনেছি, গতরাত্রে ঝুনঝুনওয়ালার গদী লুঠ হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সোনাদানা নিয়ে ডাকাতরা সরে পড়েছে।

শত্রুদমন। হ্যাঁ, বহু অনুসন্ধান করেও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

নীলরতন। পাওয়া যাবে কি করে! ওরা এখানে লুঠ করছে, আর পাকিস্থানে গিয়ে গাঁ ঢাকা দিচ্ছে।

শত্রুদমন। ওই ত হয়েছে মুশকিল। নইলে কি এখনও ধরা পড়তে বাকী থাকে। সব ধরে চালান দিতাম, বুঝিয়ে দিতাম, শত্রুদমন চট্টরাজ কার নাম। তবে এবার ধরা পড়তেই হবে।

নীলরতন। কি রকম?

শত্রুদমন। এরপর নাকি ওরা লালজীবামের গদী লুঠ করবে, তারপর আপনার পালা।

নীলরতন। সে কি!

শত্রুদমন। হ্যাঁ, ধীরাজ ভট্টচাযের রাগ আপনার উপরেই বেশী।

নীলরতন। তোমাকেও সে ছেড়ে দেবে না দারোগা। তুমিও রুলের ঘায়ে তার ভাইয়ের মাথা ফাটিয়েছ। আমি আত্মীয়তার নজির দেখিয়ে হয়ত বা বেঁচে যেতে পারব—কিন্তু তোমার আশা কম।

শত্রুদমন। তাহলে উপায়—

নীলরতন। উপায়, এই টাকাগুলো পকেটে রেখে [টাকা প্রদান] আমার আফিম চালানোর ব্যবস্থাটা করে দেওয়া।

বাসুদেব এতক্ষণ দূর হইতে লক্ষ্য করিতেছিল, পরে
গীতকণ্ঠে বাসুদেবের প্রবেশ।

বাসুদেব। **গীত :**

একটি পয়সা দাওগো মালিক, একটি পয়সা দাও,
এই দুনিয়া বেঁটে সেঁটে সবই তোমরা নাও।
পেটের জ্বালা বড় জ্বালা নাড়ীতে দেয় টান,
অনাহারেও রইছি বেঁচে এমনি কঠোর প্রাণ।
গরীবের জান রাখ মালিক দয়ার চোখে চাও।

নীলরতন। এই হতভাগা! এখানে ঢুকলি কি বলে।

বাসুদেব। পেটের জ্বালায় হুজুর। আজ দু'দিন কিছু খাইনি। ফটকে দারোয়ানরা পাহারা দিচ্ছে, কিছুতেই ভেতরে আসতে দেয় না। তাদের কাছে কত কেঁদে তবে ঢুকতে পেয়েছি। দেন না বাবু, কিছু ভিক্ষে দেন না।

নীলরতন। নীলরতন রায় জীবনে কোনদিন ভিক্ষে দেয়নি। এই ভিক্ষে দেওয়ার জন্যই সে তার স্ত্রীকে গুলি করে মেরেছে।

বাসুদেব। [সহসা চোখ জ্বলিয়া উঠিল] কি বললেন! ভিক্ষে দিয়েছিল বলে, আপনার স্ত্রীকে আপনি গুলি করে মেরেছিলেন।

নীলরতন। হ্যাঁ, গুলি করে মেরেছি।

বাসুদেব। বা—বা! সুন্দর! এমন না হলে কোটীপতি হওয়া যায়।

নীলরতন। সাবধান ভিখিরীর বাচ্ছা!

বাসুদেব। [শত্রুদমনকে] শুনলেন, শুনলেন দারোগাবাবু! ভিক্ষে দিয়েছিল বলে ওনার স্ত্রীকে উনি গুলি করে মেরেছেন। আপনার স্ত্রী আবার ভিক্ষে-টিক্ষে দেন না ত? দিলেই গুলি করবেন। নইলে কোটীপতি হতে পারবেন না!

শত্রুদমন। এ রকম কথা ত শুনিনি নীলরতনবাবু।

নীলরতন। কি রকম কথা?

শত্রুদমন। শুনেছিলাম, আপনার স্ত্রী বজ্রাঘাতে মরেছেন।

নীলরতন। অত মাথা ঘামাতে যেও না দারোগা। তাতে ঠকবে।

বাসুদেব। ঠিক ঠিক বলেছেন, যে বেশী বোঝে, সেই বেশী ঠকে। তবে আপনি যেন কোনদিন ঠকবেন না।

নীলরতন। ফের বড় বড় কথা! থাম, শায়েস্তা করে দিচ্ছি।

বাসুদেব। চাবুক মারবেন? চাবুক কেন, পিস্তল আনুন। গুলি করে শেষ করে দিন। দারোগাবাবু ত ঘুষ খেয়েছেন, আরও ঘুষ দেবেন। সব চাপা পড়ে যাবে। আফিম চালানের কথা আর ফাঁস হবে না।

নীলরতন। কি শুনছ দারোগা, ব্যাটাকে—

শত্রুদমন। শুনাশুনির কি আছে? চাবুক চালান।

নীলরতন। যামিনী! আমার চাবুক।...ব্যাটা আমার ঘরে এসে আমাকেই চোখ রাঙায়।

চাবুক লইয়া যামিনীর প্রবেশ।

যামিনী। [চাবুক দিল]

নীলরতন। হারামজাদা!...দেখি তোর কোন চোদ্দপুরুষ তোকে রক্ষে করে। [প্রহার]

বাসুদেব।   **গীত।**

বিচার কর হে ভগবান!
তোমার এই পৃথিবীতে দয়া নাই মায়া নাই
ধনীর চাবুক খেয়ে মরে শুধু অসহায়।
গরীবের আঁখিজল,
ঝরিবে কি অবিরল,
দুঃখীর রাখো, রাখো মান॥

নীলরতন। তোকে আজই শেষ করে দেব। [পুনঃ পুনঃ প্রহার]

বাসুদেব। পূর্ব্ব গীতাংশ।

সারা দেহ কেটে মোর রক্ত ঝরে
চোখের সমুখে সারা বিশ্ব ঘোরে
আর যে পারি না, সহিবারে যাতনা
জীবনের কর অবসান॥

[মূর্চ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

শত্রুদমন। ব্যাটা সব ফাঁস করে দিত। ভালই করেছেন, হারামজাদা আর সাড়া দেবে না।...থানায় ঢুকলে ব্যাটাকে বুটের ঘায়েই শেষ করে দিতুম। [পায়ে ঠেলিয়া দিল]

নীলরতন। যা, যামিনী! হারামজাদাকে টেনে নিয়ে গিয়ে গুমটি ঘরে ফেলে রাখ। ব্যাটার কাছ থেকে সব কথা বার করে নিতে হবে।

যামিনী। আয় হতচ্ছাড়া, আয়। হতভাগার যেখানে যেমন সেখানে তেমন নাই!...হল ত এবার, চল।

[যামিনী সহ বাসুদেবের প্রস্থান।

শত্রুদমন। আমিও এখন চলি নীলরতনবাবু।

নীলরতন। তাহলে ওই কথাই রইল। আর হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে যেও না। টাকার যদি দরকার হয়, বলে পাঠালেই আমি সহদেবকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

শত্রুদমন। আচ্ছা—আচ্ছা, তাহলে চলি, নমস্কার।

[প্রস্থান।

নীলরতন। আর কতদিন! বার্ধক্য দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হতে চলল, স্মৃতিশক্তি কমে আসছে। মৃত্যুর পূর্বে কি আমি আমার কাজ শেষ করে যেতে পারব না। পৃথিবীর একটা আমূল পরিবর্তন কি দেখে যেতে পারব না।

স্বরাজের প্রবেশ।

স্বরাজ। না।

নীলরতন। কে বললে?

স্ববাজ। বিপ্লবী ধীরাজ ভট্টচায্।

নীলরতন। কোথায় পেলে তুমি ধীরাজকে?

স্বরাজ। তার আস্তানায়। কাল রাতে তার সংগে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম।

নীলরতন। কি করতে গিয়েছিলে?

স্বরাজ। তার সংগে দেখা করতে।

নীলরতন। কোটীপতি নীলরতন রায়ের ছেলে হয়ে একজন রাজদ্রোহীর সংগে তুমি দেখা করতে গিয়েছিলে?

স্বরাজ। কে রাজদ্রোহী! ধীরাজ ভট্টচায্ যদি রাজদ্রোহী হয়, তাহলে আমরা কেউই সে আখ্যা থেকে মুক্ত নই।

নীলরতন। স্বরাজ!

স্বরাজ। লক্ষ লক্ষ প্রজার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গুদামজাত করা কি রাজভক্তির লক্ষণ, সরকারকে ফাঁকি দিয়ে চোরাই মালের ব্যবসা করা কি রাজভক্তির লক্ষণ, রাজকর্ম্মচারীকে ঘুষ খাইয়ে অতি বড় সত্যকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখা কি রাজভক্তির লক্ষণ?

নীলরতন। স্বরাজ!

স্বরাজ। এরই জবাব নিতে যদি কোন সাহসী পুরুষ এগিয়ে আসে সে হবে আমাদের মতে রাজদ্রোহী, আর লক্ষ অপরাধ করে টাকার তলায় সব কিছু চাপা দিয়ে দিতে পারলেই আমরা হব সরকারের সত্যিকারের ধ্বজাধারী!

নীলরতন। সমগ্র দুনিয়াটা যেখানে ঘুষের কেন্দ্র বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আমি ত তুচ্ছ।

স্বরাজ। রাম অপরাধ করেছে বলে কি শ্যামকেও অপরাধ করতে হবে?

নীলরতন। তা নইলে শ্যাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রতিদ্বন্দ্বীতার জগতে তুমি যদি পাল্লা দিতে না পার, তুমি হবে অপাংক্তেয়।... আসলে কি জান? একটা প্লাবন দরকার—আমূল পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন।

স্বরাজ। প্লাবন—পরিবর্তন!

নীলরতন। হ্যাঁ, একটা প্লাবন—একটা পরিবর্তন।...তরংগ উঠেছে, বিপুল বেগে ধেয়ে আসছে সে তরংগের প্রচণ্ড গর্জ্জন। সব সমভূমি করে দেবে—সব সমভূমি করে দেবে।

স্বরাজ। বাবা!

নীলরতন। ধীরাজের আড্ডাটা কোথায় বলতে পার?

স্বরাজ। পারি, কিন্তু বলব না।

নীলরতন। স্বরাজ, আমি তোমার পিতা সে কথা স্মরণ রেখো।

স্বরাজ। জানি, তবু তার এতবড় সর্বনাশ আমি করতে পারব না।

নীলরতন। তাহলে তোমাকেও রাজদ্রোহীকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে।

স্বরাজ। তাই হব। তবু আমার জন্যে যে জীবন বিপন্ন করে আজীবন লোকসমাজের অন্তরালে রয়ে গেল, তার মৃত্যুবাণ আমি নিজের হাতে তৈরী করে দিতে পারব না বাবা।

[প্রস্থান।

নীলরতন। এত প্রকাশ করে বলেও আমার অন্তরের কথাটা ওদিকে বোঝাতে পারলাম না। জগতের চোখে নীলরতন রায় অবজ্ঞাতেই রয়ে গেল। থাকুক, তবু সে তার সংকল্প হতে কোনদিন বিচ্যুত হবে না।

যামিনীর পুনঃ প্রবেশ।

যামিনী। সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বড়বাবু।

নীলরতন। কি হয়েছে?

যামিনী। হতভাগা ভিখিরীটা আমাকে ঠেলে পালিয়ে গেছে।

নীলরতন। সে কি! দারোয়ানরা কোথায় ছিল?

যামিনী। ফটক দিয়ে ত যায়নি। পেছনের পাঁচিল টপকে বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটেছে।

নীলরতন। হতভাগা, লোকটাকে তুই আটকে রাখতে পারলি না।

যামিনী। আমি বুড়োমানুষ, অতবড় জোয়ানটাকে আমি আটকাতে পারি?

নীলরতন। ভুল হয়ে গেছে, বড় ভুল হয়ে গেছে।

যামিনী। লোকটাকে ওরকম করে না মারলেই হত বাবু!

নীলরতন। যামিনী!

যামিনী। চাবুকের চোটে হতভাগার সারা গা ফেটে গেছে। ফাটা দিয়ে রক্ত ঝরছে। অত না মেরে দুটো ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলেই ভাল হত।

নীলরতন। যামিনী! চাকর বাকরের মুখে উপদেশ ভাল লাগে না।

যামিনী। চাকর বলেই ত মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি।

ঘুষখোর দারোগাটা চোখের সামনে সব দেখলে, তবু একটা সাড়া দিলে না। আর তোমাকেও বলি, ভিক্ষে করতে এসেছে বলে, এমন চোরের মার!

নীলরতন। আমার মাথায় এখন আগুন জ্বলছে যামিনী! বেশী রাগাস নে আমাকে।

যামিনী। শুধু কি তোমার মাথাতেই আগুন জ্বলছে। তোমার বুকেও যে জ্বলছে রাবণের চিতা। তুমি দিনে খাওনা, রাতে ঘুমোও না, এ সব কি আমি বুঝি না!

নীলরতন। কি বুঝিস তুই?

যামিনী। তোমাকে এখন টাকায় পেয়েছে। টাকার চেয়ে বড় তুমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না।

নীলরতন। [সক্রোধে] যামিনী! বেরিয়ে যা এখান থেকে।

যামিনী। কি, চাবুক মারবে নাকি! না গুলি করবে! মার, কিন্তু তোমারও আর বেশীদিন নাই।

নীলরতন। কি, এতবড় কথা!

যামিনী। এ আমার কথা নয়, এ সেই ভিখিরীর কথা। যাবার সময় সে দূর থেকে বলে গেছে, তোর বাবুকে তৈরী থাকতে বলিস, আমরা আসছি।

নীলরতন। এই কথা বলেছে?

যামিনী। হ্যাঁ। আরও বলেছে—কমলাকেও গুলি করে মেরেছে, আমিও ওকে গুলি করে মারব।

নীলরতন। সেকি!...তবে কি নিরঞ্জন এসেছিল?

যামিনী। নিরঞ্জন আবার কে?

নীলরতন। ওই ভিখিরী—কমলার ভাই।

যামিনী। সে কি!

নীলরতন। হ্যাঁ, ও গোয়েন্দা। ভিখিরী সেজে এসে আজ আমার কাছ থেকে আসল কথা জেনে চলে গেল। জেনে গেল আমার সমস্ত গোপন কারবার। সরকারের কাছে এ সব রিপোর্ট পাঠাবে। আমাকে এ্যারেষ্ট করবে। আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। ওদিকে ধীরাজ ভট্‌চায্‌ আসছে, আমার সমস্ত গুদাম লুণ্ঠন করবে, আমার আভিজাত্যের মুখে পদাঘাত করে অপমানের প্রতিশোধ নেবে। আসুক। সকলে মিলে লুণ্ঠন করে নীলরতন রায়কে নিঃস্ব—রিক্ত—সর্ব্বহারা করে দিক্। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

যামিনী। হয়েছে—এইবার হয়েছে।...কামিনী, কামিনী, রায়-বাড়ীতে আগুন লেগেছে, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে পড়—বেরিয়ে পড়।

[প্রস্থান।

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহেশ ভট্টচার্য্যের বাড়ী।

অর্দ্ধোন্মাদ মহেশের প্রবেশ।

মহেশ। ঝড় এসেছে—ঝড় এসেছে। কি প্রচণ্ড তার গর্জ্জন, কি গম্ভীর তার রূপ, কি দুর্ব্বার তার গতি। সব উড়ে যাচ্ছে, পাপ পুণ্য, প্রেম, প্রত্যাখ্যান, প্রয়াস, প্রলোভন সব—সব মিলিয়ে যাচ্ছে তার দুরন্ত গতির স্রোতে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই পৃথিবীটাকে ও একটা ক্ষত-বিক্ষত, দলিত-মথিত মাংসপিণ্ডের মত করে ফেলে দিয়ে চলে যাবে।

"মুক্ত করি দিনু দ্বার—আকাশের যত বৃষ্টি ঝড়
আয় মোর বুকে
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।"

[বক্ষে করাঘাত]

দ্রুত কণার প্রবেশ।

কণা। কি করছ বাবা, কি করছ তুমি?

মহেশ। ঝড় এসেছে কণা, ঝড় এসেছে।

কণা। ঝড় কোথায় বাবা, পৃথিবী ত বেশ শান্তই আছে। ঝড় উঠেছে তোমার মনে। ওই দেখ প্রভাত-সূর্য্য কেমন উজ্জ্বল।

মহেশ। হ্যাঁ...হ্যাঁ, তাইত...কিন্তু দেখ, প্রভাত-সূর্য্য প্রচণ্ড মার্তণ্ডে পরিণত হল। তার প্রখর উত্তাপে পৃথিবীর বুকে আগুন লেগেছে।

দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে এগিয়ে আসছে সে লেলিহান অগ্নি-শিখা।...ওরে ধীরাজ, ওরে বিরাজ! পালিয়ে যা বাবা, পালিয়ে যা। পুড়ে যাবি, ছাই হয়ে যাবি।

কণা। তুমি শান্ত হও বাবা, তুমি শান্ত হও।

মহেশ। ওই দেখ ধীরাজ, বিরাজ ওরা দুজনেই পালিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড উত্তাপে ওদের পায়ের তলায় ফোস্কা পড়েছে, মুখ দু'টো ঝলসে গেছে আগুনে। পেটে ক্ষুধা, বুকে ভয়, চোখে প্রতিহিংসার প্রচণ্ড দৃষ্টি নিয়ে ছুটে চলেছে। ওরে ধীরাজ, ওরে বিরাজ! দাঁড়া —দাঁড়া বাবা, আমিও যাব তোদের সংগে। [গমনোদ্যত]

কণা। আর তুমি আমাকে জ্বালিও না বাবা, এবার ঘরে চল।

মহেশ। ঘর, কোথায় ঘর! আগুন লেগে পুড়ে গেছে, ঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে ছাইগুলো। কিচ্ছু নাই মা, কিচ্ছু নাই। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাস্তুভিটের উপর কেবলই গুমরে গুমরে কাঁদছে।

[প্রস্থান।

কণা। **গীত :**

কত আশা করে বেঁধেছিনু ঘর ধরণীর এই কোণে।
তাও সহিল না নিঠুর বিধাতা পুড়ালে দুঃখের আগুনে॥
কত আশা করে গেঁথেছিনু মালা,
সাজাব বলিয়া সে চিকণ কালা,
কত যে আশায় বাঁধিনু এ গান গাহিনি সুরের বিহনে॥

[চোখের জল মুছিতে লাগিল]

স্বরাজের প্রবেশ।

স্বরাজ। কণা!

কণা। কে, স্বরাজ-দা? এতদিন পরে সময় হল?

স্বরাজ। কাঁদছিলে কেন?

কণা। এ পৃথিবীতে কাঁদাও কি অপরাধ?

স্বরাজ। সত্যিই অপরাধ। যে যত কাঁদবে, তাকে তত কাঁদতেই হবে। এই কারণেই ত বিদ্রোহীতে দেশ ছেয়ে গেল। তারা অনেক কেঁদেছে, ধনীর কাছে—ঈশ্বরের কাছে তারা অনেক অভিযোগ জানিয়েছে! কোন ফল হয়নি। তাই আর তারা কাঁদতে চায় না। জোর করে নিজেদের দাবী আদায় করে নিতে চায়।

কণা। স্বরাজ-দা!

স্বরাজ। হাসো কণা, একটু হাসো। শত দুঃখের পরেও যে হাসতে পারে সেই ত মানুষ।

কণা। হাসব!

স্বরাজ। হ্যাঁ হাসবে, কাল যে তোমার বিয়ে!

কণা। বিয়ে! কোথায়, কার সঙ্গে?

স্বরাজ। এইখানে, আমার সঙ্গে।

কণা। রহস্য কচ্ছ?

স্বরাজ। রহস্য নয় কণা! ধনীকের শাসনকর্ত্তা,—রাজদ্রোহীর দল মূর্ত্তিমান ধ্বংসের নিশান উড়িয়ে আসছে। যদি পারি আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় এই ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করব।

কণা। [ম্লান হাসে] বিয়ে! দাদারা রাজদ্রোহী, বাবা পাগল, এমন শুভলগ্নে আমার বিয়ে! সুন্দর!

স্বরাজ। কে পাগল, জ্যাঠামশায়?

কণা। হ্যাঁ, ছোড়্‌দা চলে যাবার পর থেকে আরও মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে।

স্বরাজ। কিন্তু ওদিকে যে বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। এখনি হয় ত পিসিমা, কাকাবাবু সব এসে হাজির হবে।

কণা। সেকি!

স্বরাজ। হ্যাঁ, বাবার হুকুম, কালই বিয়ে।

কণা। কিন্তু টাকা?

স্বরাজ। সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।

কণা। না—না স্বরাজ-দা। এ বিয়ে তুমি বন্ধ করে দাও।

স্বরাজ। কেন?

কণা। বেঁচে থাকলে বিয়ে হয়ত একদিন হবে স্বরাজ-দা। কিন্তু আমার দাদারা চলে গেলে আর ফিরে আসবে না।

স্বরাজ। কণা!

কণা। বড়-দা কত আশা করেছিল, আমার বিয়েতে নহবত বসাবে, বাজী পোড়াবে। এ বিয়েতে যার সব চেয়ে বেশী আনন্দ হ'ত সেই ছোড়্দাও আজ নেই।

স্বরাজ। নহবতও বসবে কণা। বাজীও পুড়বে। ধীরাজের কোন আনন্দ—কোন ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখব না।

কণা। একের আনন্দ অপরে প্রকাশ করলে সে আনন্দ কি জমে স্বরাজ-দা! বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখ ফেটে আসছে কান্নার জোয়ার।...সারা দেহে অফুরন্ত যাতনা নিয়ে শ্মশান যাত্রা করা চলে স্বরাজ-দা! কিন্তু বিয়ের আসনে বসা যায় না।

স্বরাজ। বলো না, ও কথা বলো না কণা। আমাদের বিবাহে হয়ত আনন্দ হবে না, হবে মিলনের রাখীবন্ধন। আমাদের উদ্দেশ্য যদি সফল হয় তাহলে দেখবে, আমাদের এই বিবাহকে

কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে ধনী দরিদ্রের পবিত্র এক মিলন সেতু।

কণা। স্বরাজ-দা! [কান্নায় স্বরাজের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

সধবার বেশে ছড়া কাটিতে কাটিতে কামিনীর প্রবেশ।

কামিনী। 'দেখব কত কালে কালে
রং ধরবে তব্‌ড়া গালে।......

কত দেখলুম, আর তুই কি দেখাবিরে মিন্সে? [হঠাৎ কণা ও স্বরাজকে দেখিয়া জিভ কাটিয়া প্রস্থানোদ্যতা]

আঙুরের প্রবেশ।

আঙুর। কি হল, চলে যাচ্ছিস যে!

যামিনী। [মুখে আঙুল দিয়া] হিস্—স্! [ভেতরে দেখাইল]

আঙুর। কি হয়েছে? [দেখিয়া থামিয়া গেল]

[ইত্যবসরে কণা ও স্বরাজ সরিয়া গেল]

কণা। আসুন, আসুন পিসীমা!.........কোথায় যে বসাই আপনাকে।

আঙুর। থাক মা, থাক।......তোমার বাবা কোথায়?

স্বরাজ। জ্যাঠামশায়কে ডেকে দেব পিসীমা?.. কিন্তু কাকে আর ডাকব বল, জ্যাঠামশায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আঙুর। সে কি!

স্বরাজ। হ্যাঁ, একেই ত ধীরাজ চলে যাবার পর থেকে কেমন যেন মাথার গোলমাল দেখা গিয়েছিল। তার উপর বিরাজ চলে যেতে শুনছি একদম পাগল হয়ে গেছেন।

কামিনী। সেকি, ঠাকুর মশায় পাগল হয়ে গেছে! তাহলে কথাবার্ত্তা হবে কার সঙ্গে?

কণা। কিসের কথাবার্ত্তা?

কামিনী। তোমার বিয়ের গো ঠাকরুণ! তোমার বিয়ের!

কণা। পিসীমা,—

আঙুর। হ্যাঁ মা। তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে, কালই বিয়ে। তাইত দাদা আমাকে তোমার বাবাকে খবর দিতে পাঠিয়ে দিলে।

স্বরাজ। তোমরা কথা বল পিসীমা, আমি জ্যাঠামশায়কে দেখছি।

কামিনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, শুভস্য শীঘ্রং।

স্বরাজ। তুই থাম পোড়ামুখী!

[প্রস্থান।

কণা। কিন্তু কাকাবাবু কেন যে হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করলেন, এর কারণ ত কিছুই বুঝতে পারছি না পিসীমা।

কামিনী। মত না দিয়ে উপায় কি বল! দিদিমনি যে রকম পেছনে লেগেছিল!

কণা। না—না পিসীমা! এ বিয়ে আপনি বন্ধ করে দিন।

আঙুর। অবুঝ হয়ো না মা! দীর্ঘ দশ বছর আগে বৌদি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেছে, সে কথা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি।

কণা। ভুলে যাইনি পিসীমা! তাঁর আশীর্ব্বাদী লকেট আজও আমি বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি, আজ সে লকেট আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

আঙুর। বড়দা তোমাদের পরিত্যাগ করলেও আমরা আছি তোমাদের পেছনে। আর পরিত্যাগ করবারই বা এমন কি কারণ

থাকতে পারে, যখন একবার হ্যাঁ বলেছে। তাছাড়া তোমরা লেখা-পড়া শিখেছ। তোমাদের নিজেদের পথ তোমরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে।

কামিনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, অমন কত হচ্ছে আজকাল। ভালবেসে ছেলে বিয়ে করছে, বাবা তাড়িয়ে দিচ্ছে। দিচ্ছে ত ভারী বয়েই গেল। ছেলে বউ দুজনেই গিয়ে চাকরীতে ঢুকে বেশ সুখেই আছে।

আঙুর। কণা!

কণা। কোথায় যেন সব ফাঁক ঠেকছে পিসীমা।

আঙুর। তাহলে কি এই বুঝব, বৌদি তোমাকে ভুল করে আশীর্ব্বাদ করে গেছে, তুমি স্বরাজকে ভালবাস না।

কণা। বুকের ভেতরটা যদি দেখাতে পারতুম পিসীমা—

কামিনী। আজকালকার মেয়েদের আর ভালবাসা শেখাতে হবে না দিদিমনি। চোখ ফুটলেই ওরা ভালবাসার জন চিনে নেয়।

আঙুর। তাহলে প্রস্তুত হও মা, কালই তোমার বিয়ে। ওদিকে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তোমার বাবার সংগে দেখা করে এখুনি আমাকে ফিরে যেতে হবে।

স্বরাজ সহ মহেশের প্রবেশ।

মহেশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ফিরে যেতে হবে। অনেক দূর এসে পড়েছি। এবার ফিরে যেতেই হবে।

আঙুর। আসুন মহেশ-দা!

কামিনী। ও ঠাকুর, কাল যে তোমার মেয়ের বিয়ে।

মহেশ। কার?

কামিনী। তোমার মেয়ের।

মহেশ। মানে কণার? আরে ধীরাজেরও ত ওই দিনেই বিয়ে।

আঙুর। মহেশ-দা, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?

মহেশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি আঙুর ত। তোমাকে চিনব না কেন?

আঙুর। মহেশ-দা, বড়্‌দা আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে, স্বরাজের সংগে কণার বিয়ের ঠিক করতে। কাল ভাল দিন আছে। আপনার অনুমতি পেলে সব ঠিক করতে পারি।

মহেশ। তা বেশ ত। কিন্তু আমার ধীরাজের বিয়েটা যেন কোথায় হচ্ছে! তোমরা জান কিছু?

আঙুর। না ত?

মহেশ। বিরাজ সব বলতে পারবে; ও সব জানে। দাঁড়াও—দাঁড়াও, ডেকে জিজ্ঞেস করে নিই।…বিরাজ, বিরাজ! দূর ছাই, কোথায় যে যায় সব।

স্বরাজ। থাক না জ্যাঠামশায়! ওকে আর নাইবা ডাকলেন, হয়ত কোন কাজে বেরিয়েছে।

মহেশ। কাজ না ছাই; ওদের কাজ ত রাজের কাজে জোগান দেওয়া আর চায়ের গেলাস ধোওয়া। তুমি জান না, ওরা কেউ আমার কথা শোনে না।…রাগ—রাগ, বুঝেছ—রাগ! কণার, ধীরাজের একদিনে বিয়ে হচ্ছে, ও ব্যাটার বিয়ে হচ্ছে না। এ সব আমি বুঝি না।

কামিনী। ওমা, এ যে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে গো!

আঙুর। তুই যা কামিনী, এখানের কাজ সেরে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। দেখ, যামিনীকে বলে—আচ্ছা থাক, আমি গিয়েই বলব।

কামিনী। বলই না কেনে ছাই, আমি গিয়ে কি আর বলতে পারবনি।

আঙুর। তা পারবি না কেন? বুড়ো বয়েসে বিয়ে করলি, তবু এতকাল ঝগড়া না করে ত আর কোন কিছু বলা হবে না।

কামিনী। [সলজ্জ ভাবে] এখন আর ঝগড়া হয় না দিদিমনি। ও সব আমরা মিটিয়ে নিয়েছি।

[মুচকি হাসিয়া প্রস্থান।

আঙুর। মহেশ-দা, তাহলে অনুমতি দিচ্ছেন?

মহেশ। দেব না কেন? তবে হ্যাঁ, আমার ধীরাজের বিয়েতে তোমাদের আসা চাই কিন্তু। কোন ওজর আপত্তি আমি শুনব না।

আঙুর। আচ্ছা—আচ্ছা, তাহলে আমি গিয়ে দাদাকে ওই কথাই বলব।···স্বরাজ! তুমি এস, আমি চললাম, চলি মা।

[প্রস্থান।

স্বরাজ। চল, আমি যাচ্ছি।

মহেশ। তুমিই স্বরাজ ত?

স্বরাজ। হ্যাঁ জ্যাঠামশায়!

মহেশ। তোমার বিয়েটা কোথায় হচ্ছে বললে?

স্বরাজ। [কণার দিকে তাকাইয়া] আমাকে আর বিয়ে কে করছে বলুন!

মহেশ। না করাই ভাল, না করাই ভাল। বিয়ে করলেই এক-পাল ছেলে-পিলে হবে। তাদের মধ্যে কেউ হবে ডাকাত, কেউ হবে মিথ্যাবাদী, কেউ হবে রাজদ্রোহী!—দূর-দূর, ছেলের নিকুচি করেছে!

কণা। তুমি ঘরে যাও বাবা।

মহেশ। হ্যাঁ, যাব না ত কি? একবার ঘরের বাইরে এলেই ভেতরে পোরার মতলব। এ সব আমি বুঝি না।···ওই দেখ, ধীরাজ এসে ডাকা-ডাকি করছে, যা দোর খুলে দে।

কণা। যাচ্ছি বাবা।

মহেশ। যাচ্ছি নয়, যাও।···আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি।···ধীরাজ, দাঁড়া বাবা। আমাকেই ত যেতে হবে, আর ত কেউ কথা শুনবে না। দাঁড়া বাবা, যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

স্বরাজ। কণা, কিছু বল।

কণা। কি বলব?

স্বরাজ। যা হোক কিছু।

কণা। কতদিন ত কত কিছুই বলেছি, এবার একটু চুপ করে থাকতে দাও।···কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে বিয়ে করার জন্যে তোমার এত জেদ কেন?

স্বরাজ। এ জেদ ত শুধু আজকের নয় কণা? যেদিন খেলার ছলে তুমি আমাকে বলেছিলে—তুমি আমার বর, আমি তোমার বউ। যে কথা শুনে মা তোমাকে লকেট দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, সেদিন থেকেই তোমাকে আমি কতভাবে কল্পনা করেছি।

কণা। জানি না, সেদিন ভুল করেছিলাম কি না!

স্বরাজ। না, ভুল নয়। সেদিন যা বলেছিলে, ঈশ্বরও তাই চেয়েছিলেন।

কণা। তুমি সুখী হবে।

স্বরাজ। শুধু আমি নই, ধীরাজও সুখী হবে। সেদিন গভীর রাতে এই প্রতিশ্রুতিই সে আমার কাছ থেকে নিয়েছিল।

কণা। দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

স্বরাজ। হ্যাঁ, হয়েছিল।

কণা। আমার কথা কিছু বললে?

স্বরাজ। তোমার চেয়ে আমার কথাই বেশী বলেছিল।

কণা। কি?

স্বরাজ। বলেছিল, পিতৃঘাতীর ভগ্নী বলে আমি যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

কণা। তার অর্থ?

স্বরাজ। তার পিস্তলের গুলিতে শেঠ লালজীরাম যদিও বেঁচে যায়, কিন্তু নীলরতন রায় বাঁচবে না।

কণা। [প্রবল বিস্ময়ে] তবুও তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

স্বরাজ। করব, কারণ তুমি আমার বাগদত্তা, সর্ব্বোপরি এ ধীরাজের ইচ্ছা।

কণা। ওঃ! [চোখে জল এল]

স্বরাজ। চল, ভেতরে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

পীরগঞ্জের বস্তি অঞ্চল।

বিভিন্ন জাতির লোক রাজদ্রোহীদের দান লইতে আসিয়াছে।

গীত।

১ম। ও বাঁচানে বালে!

২য়। করুণা তোমার ঝরিছে অঝোরে আপনি অন্তরালে।

১ম। গরীবের তুমি ভগবান,

২য়। তুমহারে লিয়ে জিন্দা রহে ইনসান;

১ম। শেঠকা মউৎকো পরওয়ানা মশহুর হিম্মৎবালে।

প্রচুর অর্থ ও বস্ত্র সহ বিরাজের প্রবেশ।

বিরাজ। ভাই সব! তোমাদের নেতা, তোমাদের অন্ন বস্ত্রের ভার নিয়েছেন, তাই তিনি তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন এই অর্থ, এই বস্ত্র। তোমরা নাও, আর বল—জয় নর-নারায়ণের জয়।

সকলে। জয় নর-নারায়ণের জয়।

[প্রস্থান।

বিরাজ। এতদিন পরে এদের মুখে হাসি ফুটেছে! ঈশ্বর! এদের হাসি আর যেন তুমি কেড়ে নিও না।

ভুবনের প্রবেশ।

ভুবন। তা তোমরা যখন ভার নিয়েছ তখন ভগবানের বাবার সাধ্য কি যে ওদের মুখের হাসি কেড়ে নেয়।

বিরাজ। দালাল মহাশয়ের হঠাৎ এই ভরসন্ধ্যে বেলায় আবির্ভাবের কারণ?

ভুবন। থামো বাপু, সব সময় 'দালাল-দালাল' করো না। আমি তোমার বাবার বন্ধু, তুমি আমার ভাইপো, সেটা স্মরণ রেখো।

বিরাজ। না। বিরাজ ভট্টচায্ আজ পর্য্যন্ত কারো ভাইপো সাজেনি, আর সাজবেও না।

ভুবন। না সাজ, তোমারই পাপ হবে।...যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম।

বিরাজ। কি কথা?

ভুবন। বলছিলাম কি,...আচ্ছা ফন্দী এঁটেছ।

বিরাজ। কি রকম?

ভুবন। ব্যাটা ঝুনঝুনওয়ালার টাকার গদি লুঠ করে।...ব্যাটা মানীর মান দিতে জানে না। সেদিন ব্যাটার কাছে গেলাম বড় দায়ে পড়ে। তোমার কাকীমার অসুখ, তাই হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়ে গেল। ব্যাটা আমাকে কিনা অপমান করে ফিরিয়ে দিলে।

বিরাজ। কিন্তু একদিন ত এদেরই গুণগান করতে পঞ্চমুখ ছিলে।

ভুবন। ছিলাম তখন, যখন ব্যাটারা দুঃখীর দুঃখ বুঝত। আজ হাজার মুখে ব্যাটাদের ধ্বংস কামনা করি।

বিরাজ। তাই নাকি?

ভুবন। যাক্‌গে বাবা, বলছিলাম কি, শতখানেক টাকা না পেলে ত তোমার কাকীমাকে আর বাঁচানো যায় না।

বিরাজ। সে কি! হাজার হাজার টাকা সুদে খাটিয়েও তুমি আজ রাজদ্রোহীদের কাছে হাত পাতছ?

ভুবন। বাজে কথা বাবা, বাজে কথা। পাঁচজনে পাঁচ কথা রটায়। তা নইলে আমি সত্যিই খুব গরীব।

বিরাজ। বাজে কথা কি রকম? সেদিন টাকার জন্যে বেচারামের ঘরটুকু বাজেয়াপ্ত করেছ, শ্যামচাঁদের বউকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে টাকার জন্যে বে-ইজ্জতি করেছ।

ভুবন। মিথ্যে—সব মিথ্যে!

বিরাজ। মিথ্যে হোক আর সত্যি হোক, তোমাকে টাকা দেবার মত টাকা আমাদের নেই।

ভুবন। আরে বাবা, তোমাদের টাকা নেই, এ কথা কেউ বিশ্বাস করে?

বিরাজ। আমাদের টাকা থাকলে দাদাকে রাজমজুর সাজতে হত না, আমাকে রাজদ্রোহীর দলে নাম লেখাতে হত না।

ভুবন। যাক্‌গে বাবা, অত কথায় কাজ নেই। টাকা কিছু দেবে কি?

বিরাজ। না। তোমার মত শাইলকের পেট ভরাতে আমাদের বিপ্লব নয়। বরং তোমাদের লোহার সিন্দুক হাল্কা করতেই আমাদের এই জীবন পণ।

ভুবন। আমাকে ক্ষেপিয়ে ভাল করলে না বাবাজী।

পিস্তল হস্তে ধীরাজের প্রবেশ।

ধীরাজ। কি করবে! পুলিশের হাতে আমাদের ধরিয়ে দিয়ে পুলিশের কাছ থেকে বখশিস নেবে! বখশিসটা এখান থেকেই নিয়ে যাও! [পিস্তল উত্তোলন]

ইসরাইলের প্রবেশ।

ইসরাইল। [বাধা দিয়া] কেয়া কর রহে বাবুজী। আভি এতনা গরম হোনে কে সময় নেহি হ্যায়। চারো তরফ পুলিশ ঘুম রহা হ্যায়। আভি গোলিকে আওয়াজ হোনে সে সব-কোই আকে হাজির হো যায়েগা। ফিন হাম লোগোন কো ভাগ্‌নে কা মওকা নেহী মিলেগা।

ধীরাজ। কিন্তু এই শয়তান—

ইসরাইল। জড়ো কাটনেসে দ্রাক্ষৎ আপনে সে শুখ যায়েগা বাবুজী। গোলি বেফয়দা খরচ মাৎ কিজিয়ে।

ভুবন। কাবলে-বাবা, তুমি খুব ভাল বাবা।

ইসরাইল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হামলোগ বহুৎ 'ভাল বাবা' আছে। তুমলোগ হামারে বহুৎ রুপেয়া মার দিয়া। সুদ আউর আসল যব পূরা হিসাব সে আদায় কর লেঙ্গে তব সমঝোগে হাম ক্যায়সা 'ভাল বাবা' আছে। ওহি দিনকে লিয়ে তুমহারে জান সলামৎ রাখ দিয়া।

ধীরাজ। যা শয়তান, খুব বেঁচে গেলি। আর যেন কোনদিন তোর মুখ আমাকে দেখতে না হয়।...যা দূর হয়ে যা।

ভুবন। [কিছু দূর গিয়া] পুলিশ—পুলিশ—পুলিশ—

[দ্রুত প্রস্থান।

বিরাজ। শয়তান নিশ্চয়ই পুলিশের গোয়েন্দা হয়ে এসেছিল। এখুনি গিয়ে পুলিশে খবর দেবে। পুলিশ আসবে—

ধীরাজ। আসুক, তার আগেই আমরা এখান থেকে সরে পড়ব।

ইসরাইল। আভি ইস তরফ সে সব কুছ কাম খতম হো চুকা?

বিরাজ। হ্যাঁ, শেষ। সবাই রাজদ্রোহীদের দান নিয়ে হাসিমুখে বাড়ী ফিরে গেছে।

ধীরাজ। সবাই হাসিমুখে বাড়ী ফিরবে। কিন্তু আমরা আর কোনদিন ফিরব না বিরাজ!

বিরাজ। তার জন্য দুঃখ কি দাদা! পথকে যারা ঘর করেছে, তাদের আবার ঘর কি।

ইসরাইল। সাচ কহা ভাইজান। রাস্তা হি হাম লোগোনকা ঘর। বকাওয়াৎ করনেবালা আপনা ঘর সে মহব্বৎ রাখনা নেহি চাহিয়ে। মহব্বৎ রাখনে সে আপনা কামপর কামিয়াবি হো নেহি সেকতা। দেশকা গলৎমেফি দূর করনেকা লিয়ে বকাওয়াৎ করনেবালা ইনসান, দেশকা ইনসানোকা জিন্দাগীমে রোশনী লা দেতা হ্যায়।

[দূরে হুইসেল শুনা গেল]

বিরাজ। ওই বোধহয় পুলিশ আসছে।

ইসরাইল। [চাপা স্বরে] হোশিয়ার! তৈয়ার হো যাইয়ে।

[রাস্তার একদিকে ধীরাজ ও বিরাজ, অপরদিকে ইসরাইল দাঁড়াইল। পূর্ব্বোক্ত কনষ্টেবলের প্রবেশ। ইসরাইল পেছনদিক হইতে তাহার মুখে একটুকরো কালো কাপড় চাপা দিল। ধীরাজ ইত্যবসরে চলিয়া গেল। বিরাজ ও ইসরাইল কনষ্টেবলকে প্রহার করিয়া প্রস্থান করিল।]

শত্রুদমনের প্রবেশ।

শত্রুদমন। কে এখানে?…একি পাঁড়ে?

কনষ্টেবল। মর গোয়া হুজুর, মর গোয়া।

শত্রুদমন। এ দশা তোমার কে করলে?

কনষ্টেবল। ডাকুলোক হুজুর।

শত্রুদমন। তুমি তাদের চিনেছ?

কনষ্টেবল। নেহি হুজুর। 'পুলিশ—পুলিশ' আওয়াজ শুন করকে হাম ইধার আঁয়ে। শোচা, কিসিকো কোই মুসিব্বৎ হুয়া। যেইসে ম্যাঁয় পিছে ঘুমা, কিসিসে হামারা মুকা উপর কাপড়া ডাল দিয়া। উসকে বাদ হামকো পিট্‌নে লাগা হুজুর।

শত্রুদমন। তারপর?

কনষ্টেবল। উসকে বাদ আউর ক্যোয়া কঁহে হুজুর। মার মার কর মেরা হালাৎ খারাপ কর দিয়া হুজুর।

শত্রুদমন। তুমি তাদের এক ঘাও দিতে পারলে না?

কনষ্টেবল। সাকতেঁ হুজুর। মগর বড়ি বেমওকামে পড় গেয়া।

শত্রুদমন। মওকা না পেলে সবই তোমাদের বেমওকা হয়ে যায়।

কনষ্টেবল। হুজুর!

শত্রুদমন। কি?

কনষ্টেবল। আজ কোন তারিখ?

শত্রুদমন। কেন, তারিখ নিয়ে কি করবে?

কনষ্টেবল। পূনমকা কেতনা দিন বাকী হায়?

শত্রুদমন। এখনও দশ দিন।

কনষ্টেবল। উৎনা টাইমতক আচ্ছা তো হো যায়েঙ্গে।

শত্রুদমন। কেন?

কনষ্টেবল। হাম আপনে জেনানাকো জবান দিয়া কি, উসিদিন হাম ঘর যায়েঙ্গে

শত্রুদমন। থামো! আসামী হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পালিয়ে যাচ্ছে, তবু তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা করার সখ ঘুচল না?.

কনষ্টেবল। সাত সাল ছুটি নেহি মিলা হুজুব!

শত্রুদমন: সাত সাল কেন, চাকরীর মেয়াদ যতদিন, ততদিন ছুটি পাবে না। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, অনাহারে থেকেও ডিউটি বজায় রাখতে হবে। তাছাড়া, এখন জরুরী সময় চলছে। ছুটি ত এখন পাবেই না। যদি যেতে চাও, চাকরী ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে।

কনষ্টেবল। হাঁ, আব ওহি হোগা হুজুর।

শত্রুদমন। হ্যাঁ, তাই যেও, এখন কাজ কর।

কনষ্টেবল। আউর কাম নেহি করেঙ্গে।

শত্রুদমন। তার মানে?

কনষ্টেবল। ডাকু লোগ হামকো মারণেবাক্ত বোলতা থা, তুম

হাম লোগোনকা সাথ মিল যাও।…আর নোকরী ছোড় কর উনকে সাথ মিল যাউঙ্গা।

শত্রুদমন। সে কি!

কনষ্টেবল। হাঁ হুজুর। নোকরী মে হামলোগোঁকা হর তরফ সে ঘাটা হ্যায়। হামলোগোঁকা যেইসা নোকরী হ্যায়, উসকা তন্‌খাপর আপনা পেট ত ভরতাই নেহী—বাল বাচ্ছা দূর রহা। আউর রিসিবৎ লেনে সে মুরাই আউর কেলা ছোড় কর কুচ নেহী মিলতা। আপলোগোঁকো সব চলতা হ্যায়। কারণ আপকা সনসার আপকে সাথ রহতা হ্যায়। আগর আপকো এক মুরাই ভি মিলেতো ওভি নাফা হ্যায়।

শত্রুদমন। এত বড় কথা?

কনষ্টেবল। ইয়ে আউর ক্যেয়া বড়ি হ্যায় হুজুর। ইসলিয়ে তো বহুৎ সিপাহী উন্‌কে সাথ মিল চুকে হেঁয়। নোকরী সরকারী করতে হোঁয়, মগর মদৎ বকাওয়াৎ করনেবালেকা করতে হোঁয়।

শত্রুদমন। সে খবর তুমি কি করে পেলে?

কনষ্টেবল। খালি হাম কেঁও? আপ নেহি জানতে?…কেঁও?—লুটকা হিস্যা আপকা ঘর নেহি আ—তা?

শত্রুদমন। পাঁড়ে, আমি তোমাকে রাজদ্রোহের অপরাধে এ্যারেষ্ট করব।

কনষ্টেবল। কিজিয়ে, মগর রিসিবৎ লেনেকা কিস্যা বিলকুল ফাঁস হো যায়েগা।

শত্রুদমন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি খুব রেগে গেছ বলে মনে হচ্ছে পাঁড়ে।…আচ্ছা, চল—চল। আজই তোমার ছুটীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বাড়ী থেকে কয়েকদিন ঘুরে এস, নইলে মেজাজ তোমার ঠিক

থাকছে না।...তবে হ্যাঁ, ওই রাজদ্রোহীদের দলে ভেড়াবার মতলব ছেড়ে দাও। তাতে বিপদ হবে। আজ লালজীরামের গদী লুঠ হবে বলে শুনেছি। যদি একজনকেও কোন রকমে পাকড়াতে পার তাহলে তোমার প্রমোশন কেউ ঘুচাবে না।

কনষ্টেবল। সাচ্।

শক্রদমন। সাচ্।

কনষ্টেবল। সিপাহী সে হাবিলদার।

শক্রদমন। জরুর।

কনষ্টেবল। তব যাতে হেঁয়,...মগর হাবিলদার হোনা চাহিয়ে।

[প্রস্থান।

শক্রদমন। হাবিলদার হবে!...হওয়াচ্ছি। সবাই জানে, শক্রদমন চট্টরাজ দুঁদে দারোগা। যার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তাকে চোখ রাঙানো। দাঁড়াও, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি না তোমাকে ট্রান্সফার করাতে পারি তাহলে আমার নাম শক্রদমন চট্টরাজ নয়।

[প্রস্থান।

—:•:—

চতুর্থ দৃশ্য।

রায়বাড়ী।

করুণ সুরে সানাই বাজছে।

মদ্যপানরত সহদেবের প্রবেশ।

সহদেব। "পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি অবোধ হয়,
না দেখিলি, না শুনিলি এবেরে পরাণ কাঁদে।..."
কাঁদুক, ডুকরে ডুকরে কাঁদুক, তবু চোখ খুলবে না। চোখ বুজে দিবারাত্র এই বিস্মৃতির মহৌষধ পান করে যাও। [মদ্যপান]

আঙুরের প্রবেশ।

আঙুর। ছোড়্‌দা, আবার মদ খাচ্ছ?

সহদেব। মদ নয় রে, এ বিস্মৃতির মহৌষধ!

আঙুর। ছিঃ-ছিঃ! আজ স্বরাজের বিয়ে, কত ভদ্রলোক এসেছে —আর তুমি তাদের সামনে এমনি মদ খেয়ে ঘুরছ?

সহদেব। ভদ্রলোক! ভদ্রলোক কাদের বলছিস আঙুর? টাকা, গাড়ী-বাড়ী থাকলেই কি তারা ভদ্রলোক?

আঙুর। কিন্তু সমাজ যাদের স্বীকার করে নিয়েছে, তোমার একার অস্বীকারে তাদের কিছু যায় আসে না।

সহদেব। তা আমি জানি আঙুর। কিন্তু এটা মনে রাখিস যে, সমাজ-স্বীকৃত ভদ্রলোকদের সভ্যতার কলকাঠি রয়েছে এই মদের ভেতরেই।

আঙুর। ছোড়্দা!

সহদেব। আর ভাগ্যে মদ খেতে শিখেছিলাম, তাই অনেক কিছু জ্বালা থেকে বেশ ভুলে আছি। অনেক কিছুই আজ আমি বিস্মৃত হয়ে যাই।

আঙুর। না ছোড়্দা, ও বিস্মৃতি নয়! ওতে জ্বালা আরও বাড়ে। তাছাড়া তুমি ত নিরাসক্ত বৈরাগী, তোমার আবার জ্বালা কিসের? অর্থে তোমার লোভ নেই, সংসারে তোমার স্পৃহা নাই। তোমার মত লক্ষ্মণ ভাই পেয়ে নীলরতন রায় আজ ধন্য।

সহদেব। লক্ষ্মণের মত ভাই! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

আঙুর। ছোড়্দা!

সহদেব। নীলরতন রায় আর কতটুকু পাপ করেছে আঙুর? তার চেয়ে অনেক বেশী পাপ করেছি আমি। কেন জানিস, লক্ষ্মণের মত ভাই বলে।

আঙুর। কি বলছ তুমি?

সহদেব। নীলরতন রায়ের ডাকাত জীবনের প্রধান অস্ত্র এই সহদেব আর ভুবন রক্ষিৎ। নীলরতন দিয়েছে আদেশ, ভুবন দেখেছে স্থান কাল, আর সহদেব করেছে খুন। অথচ সংসারের কি অপূর্ব্ব বিচার। নীলরতন সকলের অগোচরে থেকেও সমাজ বিদ্রোহী জীব আর সহদেব হল মহাদেবের মত নির্ম্মল। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আঙুর। ছোড্দা!

সহদেব। সবাই জানে, গুণ্ডা ফাটকাবাজের বোনকে বিয়ে করার লজ্জায় সমাজের ভয়ে পরেশ আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু না, তাকে হত্যা করা হয়েছে।

আঙুর। কি?

সহদেব। পরেশের বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য নীলরতন রায়ের আদেশে সহদেব রায় তাকে খুন করেছে। বৌদি এ কথা জানত বলে তাকেও খুন করা হয়েছে।

আঙুর। [আর্ত্ত চীৎকারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল]

সহদেব। বুকের মধ্যে এই আগ্নেয়গিরির জ্বালাকে নিয়ে মানুষ কি কখনও স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে! মাঝে মাঝে মনে হয় চীৎকার করে জগতের সকলকে আমার অপরাধের কথা জানিয়ে দিই, কিন্তু পারিনা শুধু লক্ষ্মণের মত ভাই বলে। তাইত দিবা-রাত্রি মদ খাই, তাইত মাঝে মাঝে উন্মাদের মত হেসে উঠি, তাইত...একি, আঙুর! [সজোরে নাড়া দিল] আঙুর—[চীৎকার করিয়া ডাকিল] আঙুর—

সহসা ভুবনের প্রবেশ।

ভুবন। কি হয়েছে ছোটবাবু, কি হয়েছে?

সহদেব। পালিয়ে যাও রক্ষিত মশায়—পালিয়ে যাও; সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। নেশার ঝোঁকে আমাদের সব কথা ফাঁস করে ফেলেছি আঙুরের কাছে।

ভুবন। সে কি!

সহদেব। পরেশ আর বৌদির খুনের খবর পেয়ে আঙুর মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছে, জেগে উঠলে মহাপ্রলয় হবে। পালিয়ে যাও।

পিস্তল হস্তে নীলরতনের প্রবেশ।

নীলরতন। কাউকে পালাতে হবে না, আমি এসেছি। আমিই তোমাদের সকলকে লুকিয়ে ফেলব। যেখান থেকে খুঁজে বের করা কারও পক্ষে সম্ভব হবে না।

ভুবন। বড়বাবু!

নীলরতন। দাঁড়াও, সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াও। ওদিকে বিয়ের বাজনা বেজে উঠেছে, গুলির আওয়াজ ওদের কারও কানে পৌছাবে না।

আঙুর। [মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া] কে কথা বলছে···কার কণ্ঠস্বর? দাদা!···তোমার হাতে পিস্তল কেন? গুলি করবে···কাকে? আমাকে! এতদিনে একটা মানুষের মত কাজ করলে দাদা।···পৃথিবীর সবাই তোমাকে ঘৃণা করছে, না?···করুক না! আমি ত জানি, তুমি কত বড় উপকার করেছ আমার!

নীলরতন। আঙুর, তুমি অপ্রকৃতিস্থা, ভেতরে যাও।

আঙুর। [উন্মাদ হাস্যে ফাটিয়া পড়িল]

নীলরতন। আঙুর!

আঙুর। [প্রচণ্ড চীৎকারে] বিশ্বাসঘাতক!

[সময় বুঝিয়া ভুবন রক্ষিত জুতা খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া পড়িল।]

আঙুর। [আঙুরের চীৎকারে নীলরতন কাঁপিল, গৃহাভ্যন্তরে অস্বাভাবিক আবহাওয়া বহিতে লাগিল] রাতের পর রাত, তাই তার অশরীরী ছায়া আমার শিয়রে এসে দাঁড়ায়। আমি ভাবি, স্বপ্ন। এখন বুঝতে পারছি, সে স্বপ্ন নয়। তোমার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি দেখে, সে আমাকে তিরস্কার করতে আসে, কিন্তু প্রতিশোধের নেশা কোনদিন আমার মনে এনে দেয় না। কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না শয়তান। অর্থের লোভে তুমি যেমন আমার স্বামীকে খুন করেছ, আমিও তেমনি তোমাকে খুন করে—

নীলরতন। [আঙুরের হাতে পিস্তল তুলিয়া দিতে গেল] ধর, গুলি কর। প্রতিশোধ নে!

আঙুর। দাদা!

নীলরতন। নে, প্রতিশোধ নে।

আঙুর। তার চেয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেল।

নীলরতন। আঙুর!

আঙুর। মেরে ফেল, আমাকেও মেরে ফেল।

নীলরতন। আঙুর!

আঙুর। [কাঁদিয়া ফেলিল] [প্রস্থান।

নীলরতন। কি দেখলে সহদেব!

সহদেব। [এতক্ষণ পাথরের মত দাঁড়াইয়াছিল] দেখলাম, তুষার স্তূপ গলেছে—প্লাবন আসতে আর দেরী নাই।

[প্রস্থান।

নীলরতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

যামিনীর প্রবেশ।

যামিনী। বড়বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে। শেঠজীর গদী লুঠ হবার সংগে সংগে আমাদের রাজা কাঠ্‌রার চালের গুদামও লুঠ হয়েছে।

নীলরতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

যামিনী। তাছাড়া শুনলুম, কাল আমাদের বাড়ীও লুঠ হবে।

নীলরতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

যামিনী। বড়বাবু!

নীলরতন। প্লাবন আসছে যামিনী, প্লাবন আসছে। সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আমার সংগে তোদের আর ভেসে যেতে দেব না। কামিনীকে ডাক্, আয়রণসেফ খুলে যত পারিস টাকা নিয়ে অনেক দূরে তোরা সরে যা।

যামিনী। সবে যেতে হবে কেন বড়বাবু? পুলিশে খবর দিলে ওরা ত আর এখানে আসতে পারবে না।

নীলরতন। দুনিয়ার পুলিশ এসে যদি রায়বাড়ী ঘেরাও করে থাকে, তবুও নীলরতন রায়কে রক্ষা করতে পারবে না যামিনী। একদিন আমি সযতনে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিলাম, আজ তার শাখায় শাখায় ফল ধরেছে। স্বয়ং ভগবানকেও সে বিষফল সানন্দে গ্রহণ করতে হবে।

যামিনী। কি বকছ তুমি পাগলের মত।

নীলরতন। ওই দেখ, কমলা ওখানে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে, পরেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে, হাজার হাজার ক্ষুধার্ত্ত কংকাল কারখানার সড়ক বেয়ে নিশান উড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ...হল্ট, হল্ট দি রিবেল্‌স্‌। আই উইল স্যুট অল অফ ইউ।

যামিনী। বড়বাবু!

নীলরতন। না-না-না, যা ফটক খুলে দিয়ে আয়। রায়বাড়ীর সমস্ত দরজা খুলে দে, ওরা আসুক! নীলরতন রায়কে ওরা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাক্‌।

যামিনী। কামিনী, কামিনী লুকিয়ে পড়, যেখানে পারিস, লুকিয়ে পড়। বড়বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

[দ্রুত প্রস্থান।

নীলরতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বর ও বধূবেশে স্বরাজ ও কণার প্রবেশ।

নীলরতন। এই যে তোমরা এসেছ! [কণা ও স্বরাজ নীলরতন রায়কে প্রণাম করিল] শোন মা, তোমাকে আমি অনেক কারণে

এ বাড়ীর বৌ করে এনেছি। প্রথমতঃ তোমার স্বর্গগতা শ্বাশুড়ী তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ আঙুরেরও তাই ইচ্ছা ছিল, তৃতীয়তঃ স্বরাজ তোমাকে ভালবাসে। আমিও অবশ্য তোমার বাবাকে একদিন কথা দিয়েছিলাম। যাই হোক, আমি যখন তোমাদের সকলের ইচ্ছাই পূর্ণ করেছি, তখন আমার ইচ্ছা পূরণ করাও তোমাদের কর্ত্তব্য।

কণা। বলুন, কি করতে হবে আমাকে?

নীলরতন। আগামীকাল রাত্রে যে কোন সময়ে রাজদ্রোহী ধীরাজ—অর্থাৎ তোমার দাদা—আমার প্রাসাদ লুণ্ঠন করতে আসছে। এখানে এসে নিশ্চয়ই সে তোমার সংগে প্রথমেই সাক্ষাৎ করবে। তখন তাকে তার দলবল সমেত ফিরে যেতে বলবে। যদি না যায়, তাহলে এই পিস্তলের গুলিতে যেন তার রাজদ্রোহী জীবনের অবসান ঘটে।

[পিস্তল দিয়া প্রস্থান।

স্বরাজ। কণা!

কণা। গীত

জানি নাকো হায় অভিশাপে কার বেদনায় গেছে ভরে।
কত সাধনার রাতের রাগিনী বেহাগের পথ ধরে॥
সপ্তকে কাঁদে মিলন বাঁশরী,
সে বেদনা বল কেমনে পাশরি,
বিধির করুণা ধরাতে অভিশাপ আমার জীবন পরে॥

[সাশ্রু নয়নে প্রস্থান।

স্বরাজ। স্বর্গের আশীর্ব্বাদ পৃথিবীতে এসে হয় অভিশাপ, ঈশ্বরের করুণা মানুষের হাতে হয় অত্যাচার!…জানি না, এ বৈষম্যের অবসান কোথায়? [গমনোদ্যত]

কামিনীর প্রবেশ।

কামিনী। ও মিন্সে, মিন্সেরে!…এই যে বাবা, তুমি এখানে রয়েছ। শীগ্‌গির যাও। ওদিকে দেখগে তোমার বাবা ক্ষেপে গেছে।

স্বরাজ। কেন, কি হয়েছে?

কামিনী। কি জানি বাবা, কি হয়েছে? চোখের সামনে যা পাচ্ছে তাই টেনে বাইরে ছুঁড়ে ফেলছে। আয়রণচেষ্টো খুলে টাকাকড়ি সোনাদানা সব ছড়াচ্ছে। কেবল বলছে—সব বেরিয়ে যাও, সব বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।…শীগ্‌গির যাও বাবা, শীগ্‌গির যাও।

স্বরাজ। সে কি!

কামিনী। হঁ্যা। তার উপর যেই শুনেছে তোমার শ্বশুরের ছোট ব্যাটা শেঠজীর গদী লুঠ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে, ওমনি বলতে শুরু করেছে, চালাও গুলি—চালাও গুলি।

স্বরাজ। কি, বিরাজ ধরা পড়েছে! সর্ব্বনাশ!

কামিনী। হায়—হায় রে, কি সর্ব্বনাশ হল রে।…মিন্সে, ও মিন্সে—

দ্রুত যামিনীর প্রবেশ।

যামিনী। কি হয়েছে, চেঁচাচ্ছিস কেনে?

কামিনী। পালিয়ে চল মিন্সে, এখান থেকে পালিয়ে চল।

যামিনী। কেনে, পালাব কেনে?

কামিনী। দেখছিস না বড়বাবু কেমন ক্ষেপে গেছে?

যামিনী। ক্ষেপে গেছে, তোর কি?

কামিনী। ওরে, গুলি চালাবে যে—

যামিনী। চালালেই বা—

কামিনী। বলিস কি রে মিন্সে। হঠাৎ যদি তোকে একটা লেগে যায়, আমি যে বিধবা হ'ব।

যামিনী। আরে দূর! মনিবের এতদিনকার সংসার, একদিনে তচনচ হয়ে যাচ্ছে, আর তুই সোহাগ করবার সময় পেলিনে।

কামিনী। অমন কথা বলিসনে মিন্সে। সারা জীবন সবাই আমাকে ঘেন্না করেছে। আজ দয়া করে তুই যখন আমাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছিস, তখন অমন করে ঠেলে যাসনি।

যামিনী। তা ত বুঝলুম। কিন্তু ওদিকটাও ত দেখতে হবে। এতদিন ওরাই আমাদের ভাত-জল জুগিয়েছে। ওদের বিপদে আমাদেরও ত দেখতে হবে।

কামিনী। কেনে দেখতে যাব? ওরা ভাত-জল দিয়েছে; আমরাও গায়ের রক্ত জল করেছি। ওরা বেতন দিয়েছে; আমরাও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, লাথি-ঝাঁটা খেয়েছি। ওসব শোধ হয়ে গেছে, তুই পালিয়ে চল।

যামিনী। এই জন্যেই বলে রে, মেয়ে জাতটা বড় স্বার্থপর।... ওরে দেনা-পাওনার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু মনুষ্যত্ব বলেও ত একটা জিনিষ আছে।

কামিনী। দুখের কথা দুখীর কাছেই বলা ভাল। এতদিন যার চাকরী আমরা করেছি, তার মনুষ্যত্বটা একবার দেখেছিস। ভগ্নিপতির সম্পত্তির লোভে বুনকে করলে বিধবা। মালিক যা দেখাবে তাই ত আমরা শিখব।

যামিনী। চুপ, চুপ মাগী। কেউ শুনতে পেলে এখনি সৰ্ব্বনাশ হবে।

কামিনী। সর্ব্বনাশ হতে আর বাকী কোনখানটায়? নেশার ঝোঁকে ছোটবাবু সব ফাঁস করে দিয়েছে বলেই ত দিদিমণি পাগল হয়ে গেছে; আর বড়বাবুও সবাইকে পিস্তল দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

যামিনী। এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে? এক ঘণ্টা যামিনী নাই বলে—! হায় হায় রে, সব শেষ হয়ে গেল। এবার রায়ও গেল, আর রায় বাড়ীও গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অন্ন উঠল। তোর আশা মিটেছে কামিনী। তুই তৈরী হ', আমিও আসছি।

[প্রস্থান।

কামিনী। বড়বাবুর সামনে যাসনি মিন্সে। এখুনি তোকে গুলি করে দেবে। ও মিন্সে, মিন্সেরে—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

পীরগঞ্জের থানা।

[পূর্ব্বোক্ত কনষ্টেবল একটি টুলের উপর বসিয়া খৈনি টিপিতেছিল এবং ছড়ার সুরে গান গাহিতেছিল। দুই বাহুর মধ্যস্থলে একটি লাঠি।]

কনষ্টেবল। গান :

রামচন্দ্র বনমে গোয়া থা সাথমে সীতা আউর লছমন।
চোরা কিয়া সাতুরা মাংকো লঙ্কা কি রাবণ॥
হো রামা হো, রামা হো…
রাম রোতা, লছমন রোতা, রোতি উপবন।
ইস সময়মে লায়ে সনবাদ পবনকি নন্দন॥
জয় বজরং বালী কি জয়…[কপালে হাত ঠেকাইল]
সমুদ্র বন্ধন হুয়ে আয়ে বিভীষণ,
মহাযুদ্ধ লঙ্কামে হুয়ে নাশ হুয়ে রাবণ।
হো রামা হো, রামা হো…

কনষ্টেবল। উধার কোন হো? [উঠিয়া খৈনি মুখে পুরিয়া] হো তেওয়ারীজী আরে দেখিয়ে ত, উধার কৌন হো…

[লাঠি লইয়া প্রস্থান।

ছদ্মবেশে ইসরাইল ও ধীরাজের প্রবেশ।

ধীরাজ। কোন ঘরে?

ইসরাইল। কোই ত মালুম নেহি!

ধীরাজ। আমার মনে হয়, এখনও হাজতের ভেতরেই আছে।

ইসরাইল। জী, ওহি হোগা।

কনষ্টেবল। [নেপথ্যে] আরে কৌন হো।

ধীরাজ। ওরা আসছে, চল এখন সরে পড়ি।

ইসরাইল। চলিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শত্রুদমনের প্রবেশ।

শত্রুদমন। ব্যাটা খুদে শয়তান।···বিপ্লবী! বুটের ঘায়ে বিপ্লবের জড় মেরে দোব।···রাম ভরোসা! আসামীকে নিয়ে এস।···একজন যখন ধরা পড়েছে, তখন এবার সব ধরা পড়বে।

বন্দী বিরাজকে লইয়া কনষ্টেবলের প্রবেশ।

শত্রুদমন। আনলক্ হিম্! [কনষ্টেবল বিরাজকে মুক্ত করিল] কিরে খুদে ডাকাত! এবার সখ মিটেছে?

বিরাজ। বিপ্লবীরা ডাকাত নয়।

শত্রুদমন। বিপ্লবী! বিপ্লবী কারা জানিস?

বিরাজ। সমাজের বুকে যারা সাম্যের প্লাবন এনেছে তারাই বিপ্লবী। যারা সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে তারাই বিপ্লবী। যারা সুন্দর সুস্থ রাষ্ট্রের চিন্তায় দেহমন বিসর্জ্জন দেয় তারাই বিপ্লবী।

শত্রুদমন। যাক্, খুব হয়েছে। এখন বল, দলে কে কে আছে? কোথায় থাকে তারা?

বিরাজ। ওই দুটি প্রশ্ন ছাড়া যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজী আছি।

শত্রুদমন। আর কিছু জানার আগে, ওই দু'টিই যে আমায় আগে জানতে হবে।

বিরাজ। তাহলে আমাকেও নিরুত্তর থাকতে হবে।

শত্রুদমন। এখনও বল, নইলে রুলের ঘায়ে হাড় গুড়িয়ে দেব।

বিরাজ। সে ভয় থাকলে, বিপ্লবীর দলে নাম লেখাতাম না। দস্তুর মত পরীক্ষা দিয়ে তবে দীক্ষা নিয়েছি। আমার দাদা তার নিজের দেহের রক্ত দিয়ে আমার কপালে রাজদ্রোহীর জয়টীকা এঁকে দিয়েছে। রুল-রাইফেল পিস্তলের ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কিছু বার করা আপনার মত নেংটি দারোগার কর্ম্ম নয়।

শত্রুদমন। খবরদার কুত্তা! [প্রহার] এখন বল, কোথায় তারা?

বিরাজ। জানি না।

শত্রুদমন। জানিস না। শেষ করে দেব একেবারে। [পুনঃ পুনঃ প্রহার]

বিরাজ। [মৃদুহাস্য] "মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।"

শত্রুদমন। চোপরাও হারামজাদা! [পুনঃ প্রহার]

বিরাজ। আঃ! [লুটাইয়া পড়িল]

শত্রুদমন। [পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তারপর যেন কি ভাবিতে লাগিলেন] আচ্ছা!...রাম ভরোসা।

কনষ্টেবল। জী!

শত্রুদমন। ওকে দাঁড় করাও।

কনষ্টেবল। [বিরাজকে তুলিতে গিয়া] হুজুর, ইবাচ্ছা ত মর গেয়া।

শত্রুদমন। না—না, মরেনি, বেহুঁস হয়েছে। একটু বাতাস কর তাহলেই জ্ঞান ফিরবে।

কনষ্টেবল। [টুপি খুলিয়া বাতাস করিতে লাগিল] আহা বেটা!

বিরাজ। [জ্ঞান ফিরিতে] জল—

শত্রুদমন। পাঁড়ে!

কনষ্টেবল। জী!

শত্রুদমন। জল!

[কনষ্টেবলের প্রস্থান]

শত্রুদমন। আশ্চর্য্য জাত এরা। বড় বড় ডাকাতও রুলের ঘায়ে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে, অথচ এই একরত্তি ছেলে—

জুতা হাতে ভুবনের প্রবেশ।

ভুবন। ছেলে একরত্তি হলে কি হবে স্যার! ও ব্যাটা অযোণী-সম্ভব, ও ব্যাটা আকাশ থেকে ছিটকে পড়েছে। নইলে এই বয়েসে এত তেজ হয়!

শত্রুদমন। তাই ভাবছি।

ভুবন। আমাকে পিস্তল দেখায় মশায়!

শত্রুদমন। তোমাকেও পিস্তল দেখিয়েছে?

ভুবন। শুধু আমাকে কেন স্যার, বাগে পেলে ব্যাটা আপনাকেও চড়িয়ে দিতে পারে। [জুতাসমেত হাত উত্তোলন]

শত্রুদমন। হাতে কি?

ভুবন। [জুতা ফেলিয়া পরিতে লাগিল] ভুল, মনের ভুলে জুতো হাতে নিয়েই ছুটে এসেছি।

শত্রুদমন। কোথা থেকে আসছ?

ভুবন। আসছি স্যার রায়বাড়ী থেকে। এখন সেখানে দক্ষ-যজ্ঞ চলছে।

শত্রুদমন। কি রকম?

ভুবন। একে ত মশায় বিয়ে বাড়ী, তার উপর বড়বাবুর বোন যেই শুনেছে যে, তার স্বামীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার জন্যে বড়বাবুর হুকুমে ছোটবাবু তাকে খুন করেছে, অমনি সে গেল ক্ষেপে।

শত্রুদমন। তারপর?

ভুবন। তারপর মদের ঝোঁকে ছোটবাবু এ কথা ফাঁস করে দিয়েছে বলে বড়বাবুও সকলকে পিস্তল তুলে হুমকি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার দিকেও পিস্তল তুলেছিল, কোনরকমে বাপুতি প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে এসেছি স্যার।

শত্রুদমন। বটে!…তুমি আগে এ কথা জানতে?

ভুবন। জানতাম স্যার।

শত্রুদমন। তবে এতদিন বলনি কেন?

ভুবন। বড়বাবুর পিস্তলের ভয়ে স্যার।

শত্রুদমন। বড়বাবুর পিস্তলের ভয়ে, না বড়বাবুর টাকার লোভে?

ভুবন। [কাষ্ঠহাসি হাসিয়া] সবই ত বোঝেন স্যার। ছেলে-পুলে নিয়ে সংসার করি, দু'পয়সা—

শত্রুদমন। হুঁ!…কিন্তু আমার সংগে বড়বাবু বেইমানি করলেন। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু তা পাঠালেন না। আচ্ছা, আমিও দারোগা শত্রুদমন চট্টরাজ।

ভুবন। দিন দিকি ব্যাটাকে কোনরকমে ফাটকে পুরে।

শত্রুদমন। দেব—দেব, সময় এগিয়ে আসছে। আরে রক্ষিত, কত হাতী গেল তল, আর নীলরতন ত সামান্য ফড়িং।

জল লইয়া কনষ্টেবলের প্রবেশ।

কনষ্টেবল। পিয়ো ব্যাটা, পিয়ো।

বিরাজ। [পানান্তে] আঃ! মাগো—

ভুবন। কিহে ভট্টচাযের-পো, চিনতে পারছ আমাকে। সেদিন ত খুব পিস্তল দেখিয়েছিলে। আজ কোন বাবা রক্ষা করবে?

বিরাজ। কে, ভুবন দালাল?

ভুবন। দালাল কে রে শূয়ার! জুতিয়ে মুখ ভেংগে দেব হারামজাদার।

বিরাজ। কি বলব দালাল মশায়, আজ আমি শক্তিহীন। নইলে এর জবাব এখুনি দিতে পারতাম। তবে ভয় নেই, তারা এল বলে।

শত্রুদমন। নিশ্চয়ই আসবে, কান ধরে নিয়ে আসব।

বিরাজ। ভুল করছেন দারোগাবাবু। তারা আসবে তবে আপনার হাজতে বন্দী হতে নয়। তারা আসবে আপনাদের এই পাশবিকতার অবসান করে দিতে।

ভুবন। শুনলেন—শুনলেন স্যার। ব্যাটা আমাদের পশু বললে!

বিরাজ। তোমরা পশুর চেয়েও অধম।

শত্রুদমন। সাট্ আপ্ স্কাউণ্ড্রেল! [প্রহার] যা জানতে চাই তার উত্তর দে, নইলে একদম শেষ করে দেব। [পুনঃ পুনঃ প্রহার]

বিরাজ। আঃ! [অচৈতন্য হইয়া পড়িল]

কনষ্টেবল। বেহুঁস হো গিয়া সরকার, বেহুঁস হো গিয়া।

শত্রুদমন। আমার কাজ ওকে বেহুঁস করা, আর তোমার কাজ ওর হুঁস ফেরানো।…মুখে চোখে জল দাও, বাতাস কর।

কনষ্টেবল। সাচ্ বাত্ ইয়ে হ্যায় সরকার। [টুপি খুলিয়া বাতাস করিতে লাগিল]

ভুবন। ওর উপরে আর ঘা কতক দিয়ে দিলে, ঝামেলা চুকে যেত একেবারে।…দেব নাকি ঘা কতক। [যষ্টি উত্তোলন]

শত্রুদমন। রক্ষিত !

ভুবন। স্যার !

শত্রুদমন। তোমার ছেলে আছে ?

ভুবন। না স্যার, শুধু সাতটি মেয়ে।

শত্রুদমন। ওঃ ! দেখ রক্ষিত, অনেক কয়েদী দেখলুম, কিন্তু এ রকমটি কখনো দেখিনি। শত্রুদমন চট্টরাজকে হুঁদে দারোগা বলে সবাই জানে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে কত কয়েদীর পেট ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এই ছেলে একদিন আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলেছে,—

"আমি মানি নাকো কোন আইন,
আমি ভরা তরি করি ভরাডুবি
আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন !"

সরকারী লোকের সামনে দাঁড়িয়ে নজরুল নিজেও বোধহয় এ কথা বলতে পারতেন না।

ভুবন। স্যার !

শত্রুদমন। আমি নিজেও ছেলেবেলায় এমনি বিপ্লবী হবার স্বপ্ন দেখতাম। আমি আর শান্তি বাঁড়ুয্যে। আমি হলুম দারোগা আর

শান্তি হল বিপ্লবী। সে স্বপ্ন এখনও আমার মজ্জায়-মজ্জায় আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু বুঝতে পারি না, যে একদিন বিপ্লবী হবার স্বপ্ন দেখত, সে আজ বিপ্লবী দমনে নেমে পড়ল কি করে?

ভুবন। অপরাধ না নেন ত একটা কথা বলি স্যার।

শত্রুদমন। কি?

ভুবন। ও সবই পেটের দায়ে।

শত্রুদমন। ঠিক। পেটের দায়ে আজ আমি বিপ্লবী না হয়ে হলাম দারোগা, পেটের দায়ে ওরা দারোগা না হয়ে হল বিপ্লবী। কিন্তু তোমার ত সে দায় নাই রক্ষিত। তোমার ত অনেক জমি, অনেক বাড়ী, অনেক টাকার সুদী কারবার। তবে তুমি এই হীণ কাজে নামলে কেন? পালাও—পালাও রক্ষিত, পালাও! ওরা যদি সত্যি সত্যিই এসে পড়ে তবে আমাকে ছেড়ে তোমাকেই গুলি করবে আগে।

ভুবন। সে কি!

শত্রুদমন। হ্যাঁ, পালাও। তখন তোমাকে রক্ষা করা আমার কিংবা আমার পুলিশ বাহিনীর পক্ষেও সম্ভব নয়।

ভুবন। তাহলে পালানোই ভাল, না কি বলেন?

শত্রুদমন। হ্যাঁ, শীগ্‌গির কেটে পড়।

ভুবন। আচ্ছা, তাহলে চলি। নমস্কার! [চলিতে গিয়া কাছা খুলিয়া গেল] দুর শালা, তাড়াতাড়ির সময় বাড়াবাড়ি।

[কাছা গুঁজিয়া দ্রুত প্রস্থান।

বিরাজ। আঃ!—

শত্রুদমন। জ্ঞান ফিরেছে?

কনষ্টেবল। মালুম হোতা হ্যায়।

শত্রুদমন। আচ্ছা, ওকে তুলে ধর।

[কনষ্টেবল বিরাজকে ধরিয়া দাঁড় করাইল]

বিরাজ। আঃ!...দারোগাবাবু এখন রাত্রি কত?

শত্রুদমন। এখন রাত্রি নয়, সকাল ন'টা!

বিরাজ। কই পাখী ডাকছে না ত? সকালের আলোয় ঘর ছেয়ে যায়নি কেন? আকাশে কি মেঘ করেছে?

কনষ্টেবল। সরকার!

শত্রুদমন। ডিলিরিয়াম শুরু হয়েছে। ভুল বকছে।

বিরাজ। তাহলে ত বৃষ্টি নামবে। বাবা এখনও বারান্দায় বসে রয়েছে কেন? ভিজে যাবে যে? এই কি শাস্ত্র আলোচনা করবার সময়। পাগল বলে কেউ তার তদারক করবে না। কথাটাই বা কি রকম?

শত্রুদমন। শোন বিরাজ, তাহলে তুমি বলবে না?

বিরাজ। কি?

শত্রুদমন। যারা লালজীরামের গদী লুঠ করতে গিয়েছিল, ওদের কে কোথায় আছে?

বিরাজ। আপনি কি মনে করেছেন আমি পাগল হয়ে গেছি। ...আমি বলব না।

শত্রুদমন। যাক্, তোমার আর বলবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে আমি এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি।

বিরাজ। কি রকম?

শত্রুদমন। তোমাকে ছেড়ে দেবার সংগে সংগে প্রচার করে দিচ্ছি যে, বিপ্লবী বিরাজ ভট্টচায্ শত্রুদমনের মারের চোটে বিপ্লবীদের সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। সেই কারণে দারোগা চট্টরাজবাবু তাঁর

প্রতিশ্রুতি মত খুদে বিপ্লবীকে ছেড়ে দিয়েছেন। তখন বুঝতে পারছ—তোমার পেছনে লোক থাকবে, তোমাকে লক্ষ্য রেখে তোমাকে গুলি করতে যখন তোমাদের কেউ এগিয়ে আসবে, তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

বিরাজ। শয়তান!

শক্রদমন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিরাজ। ব্রুট!

শক্রদমন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিরাজ। আপনি—তুমি—তুই—তুই একটা বেবুশ্যের ছেলে।

শক্রদমন। হোল্ড, হোল্ড ইয়োর টাঙ্। [মুখের উপর প্রচণ্ড ঘুসি মারিলেন]

বিরাজ। আঃ! [মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, পরে মৃত্যু]

কনষ্টেবল। হায় রামজী। খতম হো গেয়া। মর গেয়া, সরকার। [মুখে চোখে জল দিল, বাতাস করিতে লাগিল]

শক্রদমন। সে কি!

কনষ্টেবল। হাঁ সরকার, মর গেয়া! হায় রামজী, হায় হনুমানজী!

ছদ্মবেশে ইসরাইল ও ধীরাজ পুনঃ প্রবেশ করিয়া, ইসরাইল শক্রদমনের পৃষ্ঠে পিস্তল ধরিল এবং ধীরাজ কনষ্টেবলের পৃষ্ঠে পিস্তল ধরিল।

ধীরাজ। সবাই হাত তোল। চীৎকার করো না। [দারোগা ও কনষ্টেবলের তথাকরণ, ইসরাইল শক্রদমনের পিস্তল তুলিয়া লইল।] বল দারোগা, এবার বল বিরাজ কোথায়?

শক্রদমন। ওইখানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরাজ। একি! এই বিরাজ, এযে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মারের চোটে মুখটাও বিকৃত করে দিয়েছ নিষ্ঠুর।

শত্রুদমন। ভয় নেই, এই বিকৃত মুখ নিয়ে ওকে আর সমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে না। কারণ ও আর বেঁচে নেই।

ধীরাজ। সেকি!…বিরাজ! ভাই আমার! [বিরাজকে নাড়াইতে-ছিল। পরে তীব্রবেগে উঠিয়া শত্রুদমনকে গুলি করিতে গেল।]

ইসরাইল। [বাধা দিয়া] রহেনে দেও।

ধীরাজ। কিন্তু আমার বিরাজ?

ইসরাইল। রোতেঁ কেঁউ। ইস লিয়ে আপকোতো নাজ হোনা চাহিয়ে। আপকে ভাই দেশকে সারে দুঃখী আদমীয়োঁকে লিয়ে জান দিয়ে হোঁয়। পুলিশ কো জুলুমকে শিকার হো গ্যেয়া। উয়ো তো শহীদ হো গ্যেয়া।

ধীরাজ। শহীদ!

ইসরাইল। জী হাঁ!…উসকো উঠা লিও। চলিয়ে উধার বহুৎ কাম হায়।

ধীরাজ। ঠিক—ঠিক বলেছ খাঁ সাহেব।…চল, চল আমার শহীদ ভাই! তোর আশা আমি পূর্ণ করতে পারিনি। আমার আশাও অপূর্ণ রয়ে গেল। তোর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আমিই হলাম তোর মৃত্যুর কারণ!…কিন্তু শোন দারোগা। আজ একটা বিরাজের প্রাণ নিয়ে তুমি মনে করো না যে এই বিপ্লব-বন্যাকে তোমরা শান্ত করতে পারবে। আজ দুনিয়ার ঘরে ঘরে লাখো লাখো এমনি বিরাজ জন্মেছে তোমাদের অত্যাচারের অবসান করে দিতে। তাদের কণ্ঠরোধ করা তোমাদের মত কুকুরের সাধ্য নয়।

[বিরাজ সহ প্রস্থান।

ইসরাইল। শান্তি বাঁড়ুয্যেকে মনে পড়ে?

শত্রুদমন। কে?

ইসরাইল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

শত্রুদমন। পাঁড়ে! এখনি রামসিং, তেওয়ারী, সরদেশভাই, শিউ-নন্দন সকলকে আমার সংগে বেরুতে বল। আমার গাড়ী বের কর। এ সুযোগ ছাড়লে আর ওদের ধরা যাবে না।…যাও—

কনষ্টেবল। হামকো ভি জানে পড়েগা?

শত্রুদমন। হ্যাঁ, জানে পড়েগা। আভি! এট্ ওয়ান্স্!

কনষ্টেবল। হায় রামজী, হায় হনুমানজী!

[প্রস্থান।

শত্রুদমন। গড্! এম আই রং! আমি কি অন্যায় করলাম! বাট দেয়ার্স নো অল্টারনেটিভ,—এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

[প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহেশ ভট্‌চাযের বাড়ীর সম্মুখ ভাগ।

মহেশ ভট্‌চাযের প্রবেশ। তার অর্ধশুভ্র রুক্ষ চুল, খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, পরণে শতছিন্ন বস্ত্র। পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ সুপ্রকট।

মহেশ। বিরাজ—ধীরাজ—কণা। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কোথায় গেল সব? যাক্ গে, চুলোয় যাক্, জবরদস্তি করে সকলে মিলে আমাকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়ে দিলে। কেন, আমি কি উন্মাদ—আমি কি পাগল?…কেমন মজা, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি!…কণা 'সোনার তরীটা' একবার দে ত! ওটা যেন কি ভুলে যাচ্ছি—

"ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নতুন খেলা রাত্রিবেলা।
মরণ দোলায় ধরি রশি গাছি
বসিব দুজনে বড় কাছাকাছি…"

তারপর—তারপর যেন কি—

ধীরাজের প্রবেশ।

ধীরাজ। "ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা।"

মহেশ। "আমাতে প্রাণেতে খেলিব দু'জনে ঝুলন খেলা,
নিশীথ বেলা।"…

ঠিক—ঠিক বলেছ। তুমি কি করে জানলে? তুমি রবীন্দ্রনাথ পড় নাকি?

ধীরাজ। অনেকদিন আগে কিছু পড়েছি।

মহেশ। পড়বে—পড়বে, আরও বেশী করে রবীন্দ্রনাথ পড়বে। কি নাই রবীন্দ্রনাথে! দেখ, আমার দু' ছেলে দু'জনেই বিপ্লবী। কিন্তু কি জান, ছোট পড়ত নজরুল আর বড় পড়ত রবীন্দ্রনাথ। আরে বাবা, রবীন্দ্রনাথ কি কম বিপ্লবী!

বিরাজ। বাবা!

মহেশ। কিন্তু দুঃখ কি জানো, ছেলে দু'টোকে আমি খেতে দিতে পারলুম না। পারলুম না পড়তে দিতে। তাইত সকালে বের হই আর সন্ধ্যেয় ফিরি। ওদের জন্যে বই জোগাড় করে আনি, আনি জামা কাপড়।

ধীরাজ। বাবা, তুমি কি আমায় চিনতে পারছ না। আমি তোমার ধীরাজ, তোমার বিরাজের সংবাদ এনেছি। [বুঝাইবার চেষ্টা করে]

মহেশ। ওদের সংবাদ শুধু তুমি কেন, সবাই রাখে। পুলিশ ত দিবারাত্রি ওদের সংবাদ নিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখ, ভাল ছেলে হলে সবাই ভালবাসে।

ধীরাজ। বাবা!

মহেশ। তোমার মুখে এই 'বাবা' ডাকটা বড় সুন্দর শোনায় ত! আমার ধীরাজও ঠিক এমনি মিষ্টি করে আমাকে ডাকত। দেখ, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম··· তুমি যখন আমাকে বাবা বলে ডেকেছ, তখন তোমাকে অনেক কথাই বলব। বলতে পারি কিনা?

ধীরাজ। নিশ্চয়ই পার।

মহেশ। দেখ, ধীরাজ আর বিরাজ—এরা দু'জনেই ত বিপ্লবী।

পুলিশ ওদের ধরবার জন্যে কত ফন্দি ফিকিরই না আঁটছে। আরে বাবা, তোরা কখনও বিপ্লবীদের ধরতে পারিস?

ধীরাজ। তাই কি পারে?

মহেশ। বলে কিনা, ওদের ধরে ফাঁসী দেবে। তুমিই বল, ফাঁসীতে কখনও বিপ্লবীদের মৃত্যু হয়?

ধীরাজ। তাই কি কখনও হয়? বিপ্লবীরা অমর।

মহেশ। অমর ত! কিন্তু ওদের ঠিকানা জানবার জন্যে আমাকে কি নাজেহালই না করছে। আমি বলিনি। জানলেও বলিনি।

ধীরাজ। তুমি জান, বিপ্লবীরা কোথায় থাকে? [ধীরাজের চোখে প্রবল জিজ্ঞাসা]

মহেশ। বাঃ! আমি জানব না! তবে বলি শোন, চুপি চুপি শোন।...পীরগঞ্জের জঙ্গলের যে সীমানা কানা নদীর চড়ায় মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সেখানে এককালে একটা দালান ছিল। সেই দালান এখন বালিতে চাপা পড়েছে, তাছাড়া গভীর জংগল। মানুষের সাধ্য নাই সেখানে কেউ ঢোকে। তাছাড়া রজত, সুবোধ এরাও ত ঘরেই যাতায়াত করছে। কারণ ওরাও ওই দলে বলে কেউ জানে না ত।

ধীরাজ। তুমি এ কথা জানলে কি করে?

মহেশ। আমার ছোট ছেলে যে আমাকে বলেছে।...যাক, কোথায় যাচ্ছ এখন। আমার মেয়েটাকে একটু ডেকে দিয়ে যাও ত।...

"আয়রে ঝঞ্ঝা, পরাণ বধুর
আবরণ রাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল্।"...[গমনোদ্যত]

ধীরাজ। [মহেশের পিঠে গুলি চালাইল]

মহেশ। [আর্ত্তনাদের সংগে] "দে দোল্ দোল্।"

[প্রস্থান।

ইসরাইলের প্রবেশ।

ইসরাইল। ইয়ে আপ ক্যেয়া কিয়া বাবুজী !

ধীরাজ। [ধীর গম্ভীবে] গুলি করলাম।

ইসরাইল। আপনা পিতাজীকো ?

ধীরাজ। হঁ্যা।

ইসরাইল। কেঁ্যও ?

ধীরাজ। ওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। তাছাড়া উন্মাদ লোকের পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। তাছাড়া আমাদের সব খবর ও জানত। যে কোন সময় আমাদের গুপ্ত তথ্য পুলিশের কাছে ভুলের বশে বলে ফেলতেও পারত।

ইসরাইল। বাবুজী !

ধীরাজ। তুমি ত জান খাঁ সাহেব। বিপ্লবীদের কাছে পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নি কেউ আপন নয়।...আমার জীবনটাই ত বড় কথা নয় খাঁ সাহেব। আমাব একটি ইঙ্গিতে কত যুবক মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কত জনের জীবন মরণ আমার হাতে। তাই আমার পিতার জন্মে যদি ওদের নিরাপত্যায় বিঘ্ন ঘটে, তাহলে ওরা আমাকে অভিশাপ দেবে না !

ইসরাইল। আপ আদমী নেহি বাবুজী ! আপ দেওতা হ্যাঁয়।

ধীরাজ। দেবতা হবার যোগ্যতা আমার নেই খাঁ সাহেব। তাই শুধু মানুষ হয়েই বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাও ওরা

আমাকে দিলে না। ওরা আমাকে নরঘাতক দানবে পরিণত করে দিলে।

ইসরাইল। বাবুজী !

ধীরাজ। এবার আমি মুক্ত, পশ্চাতের বন্ধন ছিন্ন।···হাজার হাজার রাইফেলধারী পুলিশ পীরগঞ্জ ছেয়ে ফেলেছে। প্রত্যেকের ঘর-দোর খানা-তল্লাসী করছে। এবার ওদের সংগে আমাদের শেষ বোঝাপড়া হবে পীরগঞ্জের রায় বাড়ীতে।

ইসরাইল। বাবুজী !

ধীরাজ। সরকারের টনক নড়েছে, টনক নড়েছে পুঁজিপতি বিলাসী গোষ্ঠির। কিন্তু দুঃখ কি জান খাঁ সাহেব! এই বিপ্লব-বহ্নিতে আমি আমার ভাই, আমার বাবাকে বিসর্জ্জন দিলাম।

ইসরাইল। আঁসু মাৎ গিরানা বাবুজী! উয়ো সব কোই ঠিক হো যায়েগা। আপকে দেখায়েঁ। হুয়ে আদর্শমে তামাম দুনিয়া জাগ গেয়া। দুখিয়োঁকা মুমে হাসি আয়া, সারা সন্‌সারমে খুশীয়োঁকা লহর। আউর ক্যেয়া মাঙ্‌তে?

ধীরাজ। না, আর কিছু চাই না।···চল খাঁ সাহেব, পুলিশ এসে পড়বার আগেই বাবার সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইসরাইল। ক্যেয়া? মগর ম্যায় যো মুসলমান!

ধীরাজ। সবার আগে তুমি বিপ্লবী। বিপ্লবীর কোন জাত নেই। এস, আজ হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলে সদাচারী ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণের জন্যে পুলিশের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।···ঈশ্বর! ব্রাহ্মণের আত্মার যেন শান্তি হয়।

ইসরাইল। খোদা! ব্রাহ্মণকা রুহকো আমন মিলে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রায়বাড়ী।

সময় রাত্রি। চতুর্দ্দিকে একটা হট্টগোল শোনা যাইতেছে;
পুলিশের বন্দুক মাঝে মাঝে সমস্ত কোলাহলকে
ছাপাইয়া উঠিতেছে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে কতকগুলি
বিপ্লবী শিকারী বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িতে
কোলাহল আরও বাড়িল। পিস্তল হাতে
উদ্‌ভ্রান্ত নীলরতন বাহিরে আসিলেন।

নীলরতন। ফায়ার! ফায়ার!! গুলি চালাও! গুলি চালাও!!

সহদেব রায়ের প্রবেশ।

সহদেব। কে কাকে গুলি করবে! ওদিকে পুলিশ, এদিকে রাজদ্রোহীর দল, মাঝখানে আমাদের ক'টা লোক। গুলি করলে আমাদের সকলকেই মরতে হবে।

নীলরতন। তোমাদের যে বেঁচে থাকতে হবে এমন ত কথা নেই।

সহদেব। কি রকম কথা ছিল? একা তুমি সোনার পাহাড়ের উপর বসে পা দোলাবে আর অন্য সকলে তোমার সেই সোনার পাহাড়ের চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে জীবন বিসর্জ্জন দেবে?

নীলরতন। কথা বাড়িয়ো না সহদেব।

সহদেব। আমি ত কথা বাড়াতে চাই নি দাদা, আমি হতে

চেয়েছিলাম লক্ষ্মণের মত ভাই। কিন্তু তুমি আমার সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন আমাকে গড়ে তুলেছ পশু, নরঘাতক দানব।

নীলরতন। এতদিন তোমার এ শুভ-বুদ্ধি কোথায় ছিল? কোথায় ছিল তোমার মনুষ্যত্ব? কেন তবে এতদিন পশু নীলরতন রায়ের আদেশ অন্ধের মত পালন করে এসেছ? পশু ত কখনও মানুষকে পশু করতে পারে না সহদেব; মানুষই তার কৌশলে পশুকে দিয়ে কার্য্যসিদ্ধি করে থাকে।···তাই না?···যাও, কথা বাড়িয়ো না। পার ত তুমিও একখানা বন্দুক নিয়ে ওদের উপর গুলি চালানো আরম্ভ কর।

সহদেব। আর নয় দাদা, আর নয়। এবার তোমার ধ্বংসলীলা প্রশমিত কর। এবার তুমি আত্মসমর্পণ কর।

নীলরতন। কার কাছে, পুলিশের কাছে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এতক্ষণে তুমি আমাকে হাসালে সহদেব। নীলরতন রায় কোনদিন কোন-কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখেনি সহদেব। আর আমাকে আত্মসমর্পণ যদি করতেই হয়, তা করব ওই বিপ্লবীদের কাছে। পুলিশের কাছে নয়।

সহদেব। তোমার খুন জখম, চোরা-কারবারের ঢেউ দিল্লীতে গিয়েও পৌঁচেছে। তাই তোমার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে এতদিন তোমার পেছনে গোয়েন্দা লেগেছিল, আজ তারা দলবল নিয়ে বাড়ী ঘেরাও করেছে। ওদিকে রায়বাড়ী লুঠ করতে বিপ্লবীর দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ সময় পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

নীলরতন। আমার পথ আমাকে বলে দিতে হবে না। তোমাকে যা বললাম তাই কর।

সহদেব। পাপের বোঝা আর বাড়িও না দাদা। শুধু আজকের দিনটি তোমার অবাধ্য হচ্ছি। কথা রাখ।

নীলরতন। অসম্ভব !

সহদেব। এখনও সময় আছে; কথা শোন।

নীলরতন। না।

সহদেব। তাহলে অপেক্ষা কর। আমি বন্দুক নিয়ে আসছি। এতদিন যে গুলিতে তোমার আদেশে অসহায়ের জীবন নিয়েছি, আজ সেই গুলিতে তোমার বক্ষভেদ করে গুলি খাওয়ার যন্ত্রণা বুঝিয়ে দেব। [গমনোদ্যত]

নীলরতন। হোয়াট ! সাচ অ্যান ইম্পার্টিনেন্স ! এতদূর স্পর্দ্ধা !

[গুলি ছুঁড়িলেন; গুলি সহদেবের পৃষ্ঠভেদ করিল।]

সহদেব। [প্রথমে আর্ত্তনাদ পরে উচ্চ করুণ হাস্যে কক্ষ কম্পিত করিল।] "এই করেছ ভাল নিঠুর, এই করেছ ভাল"।...

[প্রস্থান।

নীলরতন। কি হল, আমি সহদেবকে গুলি করলাম।...ওরে, কে আছিস ? আমার নামে দারোগাকে আর একটা কেস লিখতে বল, আর একটা কেস লিখতে বল। [দ্রুত প্রস্থান।

একখানি শাড়ী লইয়া দ্রুত কামিনীর প্রবেশ।

কামিনী। ওরে, ওরে মিন্সে ! পালিয়ে আয়, শীগ্‌গির পালিয়ে আয়। ওরে বাবা ! চারদিকে পুলিশ, চারদিকে ডাকাত। এ ঘর ঢুকছে; সে ঘর ঢুকছে। এটা তুলছে; সেটা ফেলছে। গোটা ঘরে যেন দক্ষযজ্ঞ, চারদিকে বন্দুকের ছড়াছড়ি !...পালিয়ে আয় মিন্সে, পালিয়ে আয়।

যামিনীর প্রবেশ।

যামিনী। কামিনী, কামিনী!—কোথা গেল, কোনদিকে গেল… এই যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কামিনী। চুলোয়!…ধর এইটা, ধর।

যামিনী। কি এটা?

কামিনী। শাড়ী।…ধর।

যামিনী। শাড়ী কি হবে?

কামিনী। আমার মাথা হবে, পরে ফেল।

যামিনী। এই কি তোর রহস্য করবার সময়?

কামিনী। রহস্য নয় মিন্সে, রহস্য নয়। তাড়াতাড়ি পরে ফেল, এখুনি পালিয়ে যেতে হবে। ওরা মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেবে না।

যামিনী। তা ত দেবে না বুঝলাম…কিন্তু—

কামিনী। আবার কিন্তু কি! পরে ফেল! বিপদে মেয়ে মানুষের কথা শুনতে হয়।

যামিনী। কিন্তু,…ওদিকে—

কামিনী। চুলোয় যাক তোর ওদিক। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। পুলিশ এসে এখুনি টানা হেঁচড়া করবে, এটা সেটা জিজ্ঞেস করবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো-ঘা। তার চেয়ে পালিয়ে চল।

যামিনী। যমালয়ে—ছুগ্যা, ছুগ্যা। অপরাধ নিও না মা!… যেদিকে ছু'চোখ যায় পালিয়ে যাব। এ রাজ্যে আর নয়।

কামিনী। নে মিন্সে, পরে ফেল। এ বয়েসে আর আমাকে বিধবা সাজাসনি। নে, পর তাড়াতাড়ি।

যামিনী। কি করে পরব?

কামিনী। দাঁড়া, পরিয়ে দিচ্ছি! [কাপড় পরাইয়া দিল] হ্যাঁ, এবার ঘোমটা টেনে দে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, বলবি না কিছু। আমাকে দেখিয়ে দিবি। তারপর যা বলতে হয় আমিই বলব।

যামিনী। এতদিনের রায়বাড়ী ছেড়ে শেষে চোরের মত পালিয়ে যাব।

কামিনী। দূর মিন্সে, পালিয়ে আয়।...দুগ্‌গা—দুগ্‌গা।

[যামিনীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

এক পুঁটলি সোনার গহনা লইয়া আঙুরের প্রবেশ।

আঙুর। না-না-না, কেউ তোমরা এস না। তোমরা ডাকাত, তোমরা খুনী, তোমরা আমার সর্ব্বস্ব চুরি করেছ, আমার শাঁখা চুরি করেছ, আমার সিঁথির সিন্দুর পর্য্যন্ত চুরি করেছ। তোমরা কেউ এসো না। [কাঁদিয়া ফেলিল]...এটা তুমি আমাকে কখন দিয়েছি'ল! জন্মদিনে! আর এই বালা? তোমার জন্মদিনে! আর এই কৃষ্ণচূড়া? আমাদের বাৎসরিক বিয়ের দিনে। [হাসিল] সত্যি, তুমি আমাকে খুব ভালবাস।

[ইত্যবসরে ভুবন রক্ষিত দ্রুত প্রবেশ করিল। কিন্তু আঙুরকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। আঙুরের হাতের গহনাগুলি পাইবার জন্য তাহার মন লোভাতুর হইল। আঙুর পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গহনা নাড়াচাড়া করিতেছিল। ভুবন একবার আগাইয়া পিছাইয়া আসিল। সভয়ে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল। তাহার দৃষ্টিতে লোভ ও হিংসার সম্মেলন। মুখে বীভৎস হাসির রেখা।

ভুবন জুতা খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া
আঙুরের দিকে আগাইয়া গেল ।]

আঙুর। এই হার যখন প্রথম পরলাম, তখন তুমি আমাকে কি বলেছিলে। উর্ব্বশী ।···[হাসিল] সেই তুমি, তোমাকে ওরা হত্যা করল। আমাকে জানতে দিলে না যে, তোমার সম্পত্তির লোভে, তোমার টাকার লোভে তোমাকে ওরা—[কাঁদিয়া ফেলিল]

[ভুবন জামার হাতা গুটাইয়া একবার হাত বাড়াইল ; তারপর, থামিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া পরে পেছন হইতে দু'হাতে আঙুরের কণ্ঠদেশ চাপিয়া হত্যা করিল।]

ভুবন। যাই, সিঁড়ির চোরা কুঠুরীতে ফেলে রেখে আসি। তাহলে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

[আঙুরের মৃতদেহ লইয়া চলিয়া গেল, অনতিবিলম্বেই ফিরিয়া আসিয়া অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় গহনাগুলি কুড়াইয়া পুটলিতে বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর পলাইতেছিল, পরে ফিরিয়া আসিয়া জুতা হাতে লইয়া পলাইতে গেলে ইসরাইল প্রবেশ করিয়া পিস্তল তুলিল।]

ইসরাইল। ভাগতে কেঁউ? কর্জ্জ ওয়াশিল নেহি করেগা?

ভুবন। বু-বু-বু!

ইসরাইল। চিল্লাও মাৎ।···তুম লোগোঁকো ম্যায় জবান দিয়া থা কি কোই রোজ আসল আউর সুদ পুরা হিসাব সে আদায় কর লেঙ্গে। হর সময় কি ম্যায় আপনা জবান পর ঠিক হুঁ। [পুঁটলি ছিনাইয়া লইল] এহি আসল! আউর—[গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া] এহি সুদ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—নিকালো—   [ভুবনের প্রস্থান।

ইসরাইল। ভাইয়োঁ! সব কই উপর মে আ যাও। জলদি উপর মে।

[দ্রুত প্রস্থান।

সহসা ধীরাজ আসিল। তাহার পরণে চোস্ত পাঞ্জাবী, গাউনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ, চোখে সান গগল্‌স্‌। এদিক-ওদিক কি দেখিয়া বাহির হইয়া আসিতে-ছিল। কণা পিস্তল তুলিয়া প্রবেশ করিল।

কণা। দাঁড়াও! মুখোশ খোল!

ধীরাজ। [টুপি ও গগল্‌স্‌ খুলিল]

কণা। এই তুমি শ্রদ্ধেয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মহেশ ভট্টচাযের ছেলে, এই তুমি অনার্স গ্রাজুয়েট—যে অনন্যোপায় হয়ে রাজমজুরের কাজে জোগান দিয়েছিলে, এই তুমি বন্ধুর জীবন রক্ষার্থে নিজের কাঁধে হত্যার অপরাধ তুলে নিয়ে ফেরার হয়েছিলে?

ধীরাজ। কণা!

কণা। মহেশ ভট্‌চাযের সাধনা, তোমার শিক্ষা-দীক্ষা কি তোমাকে এমনি ডাকাতে পরিণত করেছে?

ধীরাজ। ধীরাজ ভট্‌চায্‌ ডাকাত নয় কণা, সে বিপ্লবী।

কণা। তোমাকে আমি দেবতার আসনে বসিয়েছিলাম দাদা, আজ তোমাকে দেখে আমার মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু আসছে না।

ধীরাজ। তোমার ঘৃণা আমার পাওনা কণা। তুমি একা আমায় ঘৃণা করছ, কিন্তু পীরগঞ্জের অসংখ্য দুঃখী বুভুক্ষু মানুষ আজ আমাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। শুধু তাই নয়। আজ যদি নীলরতন

রায়দের মত সমাজদ্রোহীদের অহংকার চূর্ণ না করতাম, তাহ'লে পৃথিবীর আর ধ্বংসের দেরী ছিল না।

কণা। তুমি একা আর কতটুকু পৃথিবীর মঙ্গল করতে পার। স্বয়ং ঈশ্বর যেখানে তাঁর সৃষ্টির বুকে সাম্য আনতে পারেননি, সেখানে তুমি একা আর কতটুকু করবার স্পর্দ্ধা রাখ।

ধীরাজ। আমি একা নই কণা! আজ আমার দৃষ্টান্তে দুনিয়া জেগেছে। সবাই আজ তাদের দাবী আদায় করে নেবার জন্য অভিযান চালিয়েছে ওই পুঁজিবাদীর বিরুদ্ধে!

কণা। তবুও তারা ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি ব্রাহ্মণের কলংক, রাষ্ট্রের বিভীষিকা। তোমার ভাইকে পর্যন্ত আজ তোমার দলে টেনে নিয়ে তার নিষ্পাপ কিশোর মনে এই বিষাক্ত বীজ বপণ করছে। তোমারই জন্য আত্মভোলা মহেশ ভট্চায্ আজ উন্মাদ!

ধীরাজ। তার উন্মাদনার আমি অবসান ঘটিয়ে দিয়ে এসেছি কণা!

কণা। অর্থাৎ?

ধীরাজ। তাকে আমি গুলি ক'রে হত্যা করেছি!

কণা। কী!

ধীরাজ। হ্যাঁ, তোমরা বোধহয় এখানে আসবার পূর্বে তাকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়েছিলে! কিন্তু সেখান থেকে সে পালিয়ে এসে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে অসহায়, সে নিরাশ্রয়, সে উন্মাদ। তাই তার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আর কোন লাভ ছিল না। তাছাড়া, সে আমাদের গুপ্ত আড্ডার সমস্ত সংবাদ জানতো। যে-কোন সময় পুলিশের কাছে, কিংবা অন্য কারও কাছে যদি উন্মাদনার বশে সব কিছু প্রকাশ করে ফেলতো তাহলে অনেকের জীবন

হত বিপন্ন। তাই তাকে আমি এই বিষাক্ত পৃথিবীর পরপারে পৌঁছে দিয়েছি।

কণা। বাবা নেই!

ধীরাজ। তাছাড়া, বিরাজ পুলিশের অকথ্য অত্যাচারে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে।

কণা। বিরাজও নেই! [পড়িয়া যাইতেছিল]

ধীরাজ। [ধরিয়া ফেলিল] কণা!

কণা। [সামলাইয়া] আবার সেই কথা তুমি আমার সামনে বুক ফুলিয়ে বলতে এসেছ জল্লাদ!...তুমি বিপ্লবী! তোমার বিপ্লবী জীবনের আজ এইখানে শেষ হয়ে যাক। [পিস্তল তুলিল]

স্বরাজের প্রবেশ।

স্বরাজ। [বাধাদান] কণা!

কণা। ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও। ওই জল্লাদকে আমি শেষ করে দেব।

স্বরাজ। কণা! কণা!

ধীরাজ। ছেড়ে দাও স্বরাজ। ওদের মুখে আমি কোনদিন হাসি ফোটাতে পারিনি। এক মুঠো অন্ন, একখানা বস্ত্র, একখানা বই জোগাতেও পবিনি। তাছাড়া বাবাকে, আমার ভাইকে আমিই মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছি। এই ত আমার পাওনা। [চোখে জল আসিল]

স্বরাজ। কী! বিরাজ নেই, বাবা নেই!

কণা। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। [স্বরাজের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল]

স্বরাজ। উত্তেজনার বশে জ্ঞান হারিয়ো না কণা। মনে রেখো, শ্বশুরের আদেশের চেয়ে বড় তোমার স্বামীর আদেশ।

কণা। [একবার কি ভাবিল। তারপর একবার স্বরাজ ও একবার ধীরাজের দিকে তাকাইল] যাও—যাও, চলে যাও। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না, তুমি চলে যাও।

[সাশ্রুনয়নে দ্রুত প্রস্থান।

ধীরাজ। একি করলে স্বরাজ! তুমিও তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলে?

স্বরাজ। গেলাম।

ধীরাজ। আমি যে তোমাকে পিতৃহারা করতে এসেছি।

স্বরাজ। ঈশ্বরের যদি তাই ইচ্ছা হয়, হবে! তবু যে একদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন রক্ষা করেছে, তাকে হত্যা করে আমি পিতৃভক্তির পরিচয় দিতে চাই না। [গমনোদ্যত]

ধীরাজ। স্বরাজ!

স্বরাজ। ধীরাজ! জগতে পিতা অনেক আছে, তবু সকলকে যেমন পিতা বলা যায় না; তেমনি জগতে অসংখ্য বন্ধু থাকলেও সকলেই প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না।

[প্রস্থান।

ধীরাজ। এ আবার তোমার কী পরীক্ষা ঈশ্বর!…এবার কি সত্যিই আমাকে ধরা পড়তে হবে!…না—না—না,—তা হতে পারে না।

[প্রস্থান।

শত্রুদমন। [নেপথ্যে] কাউকে বাইরে যেতে দেবে না। সন্দেহ হলেই গুলি চালাবে। সকলে হুঁশিয়ার।

উন্মাদ হাস্তে প্রাসাদ কম্পিত করিয়া প্রমত্ত
নীলরতনের পুনঃ প্রবেশ।

নীলরতন। উৎসব—উৎসব। আজ নীলরতন রায়ের মহোৎসব! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল]

ইসরাইলের পুনঃ প্রবেশ।

ইসরাইল। ইয়ে খুশিয়ালীসে তুমহারে জিন্দাগীকা সাথ তুমহারা কর্জাভি খতম হো যায়। [পিস্তল উত্তোলন]

ধীরাজের পুনঃ প্রবেশ।

ধীরাজ। [বাধাদান] থাক খাঁ সাহেব।

ইসরাইল। রহেগা কিয়া বাবুজী? এহি আদমিকে লিয়ে আপ আপকা ভাইকো খোয়ে হ্যাঁয়। আপকো পিতাজীকো ভি খোয়ে হ্যাঁয়। ইসি লিয়ে লাখ লাখ আদমী বকাওয়াৎ কর রহে হেঁয়।

ধীরাজ। সব সত্য।

নীলরতন। কে, ধীরাজ! বিপ্লবী—রাজদ্রোহী—হাঃ-হাঃ হাঃ! এস—এস। এতক্ষণ আমি তোমারই অপেক্ষা করছি। তোমারই জন্য আজ সকল দুয়ার উন্মুক্ত করে তোমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যই নীলরতন রায় তার সর্ব্বস্ব অর্ঘ সাজিয়ে বসে আছে। আজ আমি ধন্য, আজ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ।

ইসরাইল। শয়তানকা বাৎ ভুল মাৎ যাইয়ে। ইয়ে দুনিয়াকা দুশমন হ্যায়।

নীলরতন। নাও—নাও, নিয়ে যাও। যা খুশী নিয়ে যাও।

সোনা-দানা, হীরে-জহরৎ, সব—সব নিয়ে যাও। এভ্‌রি থিং, কমপ্লিটলি অল!

ধীরাজ। তবে এ প্রহসনের কি কারণ ছিল রায়মশায়?

নীলরতন। প্রহসন! এতক্ষণে তুমি আমাকে হাসালে ধীরাজ। এ ফার্স নট ইট ইজ। এ রিভোল্ট—এ রেভোলিউশন্‌। একটা বিদ্রোহ, একটা বিপ্লব। দেখছ না, দিকে দিকে আজ জাগরণের গান গেয়ে, দাবীর নিশান উড়িয়ে মিছিলের পর মিছিল এগিয়ে আসছে। ধনীকের অভ্রভেদী পাপের প্রাসাদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পথের ধূলায় মিশে যাচ্ছে। কেন? কার জন্য? তোমার জন্য, আমার জন্য। [নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল] ওই শোন, সংকেত এসেছে। ওরা আসছে, আর আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই। এবার আমাকে যেতে হবে।

ধীরাজ। কোথায়?

নীলরতন। সরকারের সওয়ালখানায়। তাই শত্রুদমন আসছে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে।…তুমি যাও।

ধীরাজ। না, যাব না। আমার জন্য সে আজ বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে।

নীলরতন। না—না, তুমি যাও। তোমার ধরা দেওয়া চলবে না, কোনমতে না।

ইসরাইল। ম্যাঁয়ভি ওহি বোলতা হুঁ। কিসি হালাৎ সে আপকো পুলিশ কা হাত নেহি আনা হোগা।

নীলরতন। যাও, তুমি যাও। নিয়ে যাও নীলরতন রায়ের যথাসর্ব্বস্ব।…আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে।…তার পূর্ব্বে ছাদে উঠে যাও। সেখান থেকে পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি

বেয়ে নামলেই পাবে বাগান, বাগানের ভেতরে গিয়ে পাঁচিল পার হলেই, কাণা নদী।

ইসরাইল। বাবুজী, মালুম হোতা হ্যায়, উসকো মতলব আচ্ছা নেহি। হামলোগোঁকা ধোঁকা মে ডাল সেকতে হ্যায়। উসকো বিশওয়াস্ নেহি।

ধীরাজ। কিন্তু—

নীলরতন। না, কোন কিন্তু নয়। তুমি যাও, তোমার অনেক ভাই আজ রায়বাড়ীতে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়ে রইল, যদি পারি, যাবার পূর্ব্বে তাদের আমি সৎকারের ব্যবস্থা করে যাব।··· তুমি যাও। এই নাও আয়রণ সেফের চাবি।

ধীরাজ। না, ওতে আর প্রয়োজন নেই। জীবনে যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা পূর্ণ হল না। অকারণ কতকগুলো নিরীহ ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ হলাম।···চললাম রায়মশায়। হে নবীন যুগের নবীন বিপ্লবী! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।···চল খাঁ সাহেব।

[ইসরাইল সহ প্রস্থান।

নীলরতন। যাক, নিশ্চিন্ত। বুকের উপর থেকে পাষাণভার নেমে গেল। দীর্ঘদিন যে তপস্যায় দীন-দরিদ্র নীলু কোটিপতি নীলরতন রায়ের ভূমিকা অভিনয় করে এসেছে আজ তা সার্থক। এইবার শত্রুদমন! তোমার আর ক্রূর সমাজের মুখে থুৎকার দিয়ে নীলরতন রায় পাড়ি দিচ্ছে। [হীরক-অঙ্গুরী চুম্বন করিলেন] এস, ধরবে এস। অ্যারেস্ট, অ্যারেস্ট মি, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

গোয়েন্দার পোষাকে বাসুদেব ওরফে নিরঞ্জন
শত্রুদমন এবং কনষ্টেবলের প্রবেশ।

শত্রুদমন। হেণ্ডস্ আপ!

বাসুদেব। নীলরতন রায়, ইউ আর প্রুভ্‌ড্‌ গিল্‌টি!

শত্রুদমন। পাঁড়ে, এ্যারেষ্ট হিম।

নীলরতন। তোমাদের কথা ত আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাদের কথা ছিল, আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে বিপ্লবীদের বন্দী করা। অবশ্য তোমাদের গুলিতে তাদের কয়েকজন নিহত হয়েছে। কিন্তু আমাকে এ্যারেষ্ট করবার কথা ত ছিল না। আমার অপরাধ?

শত্রুদমন। আপনার বিরুদ্ধে দু'শো রকমের চার্জ্জ আনা হয়েছে।

নীলরতন। কিন্তু তার জন্য ত আমি দু'লাখ টাকার মত ঘুষও দিয়েছি। তার কিছু প্রমাণ ত নিরঞ্জন চোখের সামনেই দেখে গিয়েছিল সেদিন। তাই না নিরঞ্জন?

বাসুদেব। সে বিচার পরে। আপাততঃ তোমার বিরুদ্ধে যে দুশো রকমের চার্জ্জ আনা হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলো তোমাকে শোনাচ্ছি। প্রথমতঃ, তুমি ঘুষ দিয়ে দীর্ঘদিন চোরা কারবার করছ। দ্বিতীয়তঃ তুমি তোমার ভগ্নীপতিকে খুন করিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করেছ। তৃতীয়তঃ, এই খুনের সংবাদে তোমার স্ত্রী—অর্থাৎ আমার দিদি—জানতে পেরেছিল বলে, তাকেও খুন করেছ। চতুর্থতঃ, অন্যায় ভাবে তোমার কারখানাগুলি বন্ধ করে দিয়ে মজুরদের অনাহারে মেরেছ। এমনি বহু-বহু।

শত্রুদমন। এই অপরাধে দিল্লীর আদেশ অনুযায়ী আপনাকে আমরা এ্যরেষ্ট করছি। পাঁড়ে!

কনষ্টেবল। জী!

শত্রুদমন। লক হিম আপ!

নীলরতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। নীলরতন রায় কোনদিন বন্দী হতে

শেখেনি দারোগা। পৃথিবীর বুকে বিপ্লবের বন্যা এনে দিয়ে সেই বন্যায় সে নিজেই ভেসে চলেছে। তাকে বন্দী করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আমি আজ সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমার হাতে এই হীরের আংটি—মুহূর্ত্ত কয়েক আগে এর বিষ আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। এবার আমি পরপারে পাড়ি দিচ্ছি।

সকলে। সেকি !!

নীলরতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এ্যারেষ্ট, এ্যারেষ্ট মি!

[সকলে সকলের মুখের দিকে তাকাইল, পরে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য।

পীরগঞ্জের জঙ্গল।

একটা গাছের তলায় ধীরাজ ও ইসরাইল এসে দাঁড়িয়েছে।

অদূরে অসংখ্য বিপ্লবী বসে আছে।

ইসরাইল। ভাইসব! আজ হাম লোগোঁকা খুশিয়ালীকে দিন নেহি হ্যায়, আজ মাতম মানানেকা দিন। কেওঁ হি হামলোগোঁকে অন্দর ছোটা বকাওতি দোস্ত—বিরাজভাই হামলোগোঁকো ছোড় কর চল গ্যেয়ে। পুলিশকে জুলুম মে গ্যয়ে রাত হামলোগোঁকা বহুৎ সাথবালে শহীদ হো গ্যয়ে; ইস লিয়ে হামলোগ দুঃখী হ্যায়, আউর হামলোগোঁকা গোমান ভি হ্যায়। ইসকে বাদ, হামলোগোঁকা দেত্তাকো জিন্দেগীমে এক চোট আয়া। উয়ো খোদ আপনা পিতাজীকো গোলি কর, বকাওতি লোগোঁকো জিন্দেগীকো বাঁচা কর আপনা মহান পরিচয় দিয়ে হেঁয়। ইস লিয়ে, আজ আঁখোকে আঁসুসে হামলোগ উন্‌কা সোয়াগ ত করতে হেঁয়।

ধীরাজ। ভাইসব! খাঁ সাহেব যা বললেন, তা তোমরা সবই শুনলে, তাই এ সম্বন্ধে আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। তবে একটি কথা বলতে চাই, সেটা তোমরা একটু অনুধাবন করে দেখো। দেখ আমাদের যে বিপ্লব, সেটা কিসের বিপ্লব, কিসের সংগ্রাম, কি চাই আমরা? আমরা চাই বাঁচতে, চাই দুটো মোটা ভাত কাপড় দিয়ে আমাদের মা ভাই বোনদের সুখে রাখতে। কিন্তু

দীর্ঘ বিপ্লব জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা কি দেখলাম? দেখলাম ক্ষতি,—কিন্তু ক্ষতি পূরণ হল না। তাই আমাদের এমন পথে এগিয়ে যেতে হবে, যে পথে রক্ত আছে কিন্তু স্বার্থপরতা নেই, সংগ্রাম আছে কিন্তু বিদ্বেষ নেই, অত্যাচারী শোষকের প্রতি ঘৃণা আছে কিন্তু প্রতিহিংসা নেই। আমার মনে হয়, বিশ্বের বুকে প্রথম বিপ্লব—সাম্যের জন্য প্রথম সংগ্রাম সুরু করেছিলেন তথাগত বুদ্ধদেব। এঁকে অনুসরণ করলেই দেখা যাবে, আজ আমাদের দেশে প্রথম প্রয়োজন মানুষের সংঘ সাধনার। কারণ উপরতলা নীচের তলার সকল মানুষই একই সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

ইসরাইল। ক্যেয়সা?

ধীরাজ। শুধু অর্থনৈতিক সাম্যই সাম্য নয়। আমরা জাতের বিচার করি না, কিন্তু কোথায় করি না? সার্ব্বজনীন উৎসবে—রেস্তোঁরায়—সিনেমায়। কিন্তু আমাদের গৃহদেবতার মন্দির স্পর্শ করবার অধিকার ওই অন্ত্যজের নেই। আমরা বলি, জাতিভেদ তুলে দাও, কিন্তু স্বজাতি কুলীন ছাড়া আমরা ছেলেমেয়ের বিয়ে দিই না। আমাদের শ্লোগান—শোষণবাদী নিপাত যাও, কিন্তু আমার নিজের বেনামী করা যে দু'শো বিঘে সম্পত্তি আছে তার এক বিঘেও ভূমিহীনকে দান করি না। যে শক্তির বলে আমি সংগ্রাম করব, সেই শক্তি আমি কতটুকু অর্জ্জন করেছি, নিজের স্বার্থ কতটুকু ত্যাগ করেছি।

ইসরাইল। বাবুজী!

ধীরাজ। আমাদের সংঘ সাধনার মান যদি উন্নত হয়, তাহলে অর্থনৈতিক সমতা আসতে কতক্ষণ? সম্পদের স্বর্ণ সিংহাসনে বসে কতদিন রাজত্ব করবে ওই শোষণবাদী মজুতদার। ত্যাগ, বীর্য,

শক্তি, সাহস, ন্যায় ও সত্যের গাম্ভীর্যময় একটি হুংকারে পলকের মধ্যে তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়বে স্বার্থপর বিলাসীর অভ্রভেদী পাপের প্রাসাদ।...আরও স্মরণ রেখো—

"দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

ইসরাইল। ইয়ে আপ সাচ্ বোল রহা হ্যায়, সাচ্ বোল রহা হ্যায়।

ধীরাজ। ধনীকের শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। ওই দেখ,—

"রক্তরাঙা উড়িয়ে কেতন
বাজিয়ে শিঙা পিণাক পানি,
প্রলয় নাচে আসছে ধেয়ে
ওই শোনা যায় চরণ ধ্বনি।
নাচের তালে আগুন জ্বলে
শোষণবাদীর প্রাসাদ বুকে,
রুদ্রদেবের ক্রুদ্ধ জটা
রক্ত ওঠায় ওদের মুখে।"

জনতা। জয় মহানায়কের জয়!

ধীরাজ। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার আমি মুক্তি চাই। ...আমি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করব।

ইসরাইল। নেহি—নেহি, ইয়ে নেহি হো সেকতা। আপনা জিন্দেগী খত্‌রেমে ডাল্ কর্ পুলিশকা হাম গ্রেপ্তার নেহি হোনে দেঙ্গে। পুলিশকে নাজায় জুলুম হামলোগ কিসি হালাৎ সে সহে নেহি সেকতে।

ধীরাজ। কিন্তু এ ছাড়া ত আমার আর কোন পথ নেই খাঁ সাহেব।

ইসরাইল। হামলোগোঁকো খুপিয়া বাতে জানেকা লিয়ে পুলিশ আপকো লাথ মারেগা, চাবুক মারেগা, আপকে বদন কে উপর বিজলীকা তার লাগায়েঙ্গে।·· নেহি—নেহি, ইয়ে নেহি হো সেকতা।

ধীরাজ। খাঁ সাহেব!

ইসরাইল। আগর আপ চলে গয়ে ত ইয়ে নয়া কৌস্তি বায়েগা কৌন?

ধীরাজ। আমি চলে গেলে তুলি ত থাকবে। তুমিই জালিয়ে রাখবে এই পবিত্র বিপ্লব বহ্নিকে। ওই অনাচারী, শোষণবাদী দাম্ভিক ধনীকের মুখের উপর পাল্টা জবাব দিতে দেশে দেশে গড়ে তুলবে এমনি নূতন বিপ্লবীর দল,—যারা রক্ত নেবে কিন্তু রক্ত দিতেও পিছিয়ে যাবে না, যারা ধন আহরণ করবে কিন্তু সর্ব্বস্ব দান করতেও বিলম্ব করবে না, যারা শাস্তি দেবে কিন্তু ক্ষমার মর্য্যাদা দিতেও কুণ্ঠা করবে না।

ইসরাইল। শুনেঙ্গে—শুনেঙ্গে, আপকা বাত্ পূরা শুনেঙ্গে। আপকা খোয়াব ম্যায় জরুর সফল করেঙ্গে। মগর আপকো ত— নেহি—নেহি! পুলিশ আপকে হাতকড়ি লাগানেকা আগে ম্যায় আপকে ইস্ দুনিয়াসে হাটা দেঙ্গে, মগর আপকো ইজ্জতী জিন্দেগী পুলিশকা বুটকা নীচে কভি নেহি জানে দেঙ্গে।

[সবেগে প্রস্থান।

ধীরাজ। তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না ভাই। আমার কাজ ফুরিয়েছে, জীবনের উপর এসেছে চরম বিতৃষ্ণা। আমি যাদের মৃত্যুর পথে টেনে এনেছি, তাদের জন্য অন্ততঃ আমাকে তোমরা প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

[দূরে পুলিশের হুইশেল শোনা গেল।]

ইসরাইল। [নেপথ্যে] পুলিশ! পুলিশ!

ধীরাজ। পুলিশ আসছে, তোমরা সকলে সরে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও। আমাকে পেলে ওরা আর তোমাদের পেছনে ছুটবে না।

[আবার হুইশেল শোনা গেল। এবার শব্দ আরও কাছে।]

ইসরাইল। [নেপথ্যে] ধীরাজ, পালিয়ে যাও। এ ইসরাইলের অনুরোধ নয়। এ শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশ। পালিয়ে যাও।

ধীরাজ। সেকি! তাহলে আমার সংগে যে এতদিন কাজ করেছে সে কাবুলীওয়ালা ইসরাইল খাঁ নয়! সে বিখ্যাত বিপ্লবী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়!! আজ আমি ধন্য, আজ আমি ধন্য।

ইসরাইল। [নেপথ্যে] ধীরাজ পালিয়ে যাও।

ধীরাজ। না, পালাব না। কিছুতেই পালাব না।

বাসুদেব ওরফে নিরঞ্জন, শত্রুদমন ও কনষ্টেবলের প্রবেশ।

শত্রুদমন। পালাতে চাইলেও আর পালাতে পারবে না। [পিস্তল উত্তোলন]

ধীরাজ। বাসুদেব-দা, তুমি—

বাসুদেব। চীফ্ ডিটেকটিভ নিরঞ্জন রায়!

শত্রুদমন। খাঁড়ে! এ্যারেষ্ট—

[ধীরাজ হাত বাড়াইল। কনষ্টেবল এ্যারেষ্ট করিতে গেলে অলক্ষ্যে ইসরাইল আসিয়া ধীরাজকে গুলি করিয়া প্রস্থান করিল। ধীরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িল]

কনষ্টেবল। আরে বাপ্, ডাকু—ডাকু—

বাসুদেব। কে—কে?

শত্রুদমন। যে গুলি করেছে তাকে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

বাসুদেব। কে?

শত্রুদমন। ইসরাইলের ছদ্মবেশে বিখ্যাত বিপ্লবী শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাসুদেব। সেকি? এত কাছে?

শত্রুদমন। ও যত কাছে, তত দূরে।

ধীরাজ। [আর্ত্তস্বরে আবৃত্তি শুরু করেছে]

রজনী হয়েছে শেষ!
জাগো রাজা জাগো নাগরিক
ঘুমঘোরে থেকো নাকো আর
জাগরণী গাহে বৈতালিক।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

ময়ূর সিংহাসন বা সাজাহান—অপরাজেয় নাট্যকার শ্রীব্রজেন্দ্র দের' অপরাজেয় নাট্য নিবেদন। নট্ট কোম্পানীর বিজয়স্তম্ভ। দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের জীবনসন্ধ্যার শোকগাথা, ঔরংজেবের সাম্রাজ্যলিপ্সার বলি, উদার চেতা দারাশিকোর শোচনীয় পরিণাম অশ্রুর আখরে লেখা। জাতির কল্যাণে রাঠোরের রাজকন্যা রহমৎউন্নিসার আত্মবলি, সম্রাট দুহিতা জাহানারার নিষ্ফল আর্ত্তনাদ, সরলপ্রাণ শাহাজাদা মোরাদের জীবনে মেঘরৌদ্রের খেলা, দাদারের রাজপথে নাদিরা বেগমের মর্ম্মস্পর্শী মৃত্যু, সিপারের কান্নাঝরা গান, মেহের আলির অপূর্ব্ব আলেখ্য। ৩·৫০

একটি পয়সা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর অনন্য আঙ্গিকের সার্থক সৃষ্টি। লোকনাট্যের পাদ প্রদীপের উজ্জ্বল দীপশিখা। কাব্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ ধন্য অবিস্মরণীয় যাত্রা নাটক। একটি পয়সার কাহিনীতে নূতন পথের ইঙ্গিত। একটি পয়সার সংলাপে মানবাত্মার নব উচ্ছ্বাস। একটি পয়সার দৃশ্যসজ্জায় চলচ্চিত্রের আনাগোনা। কাহিনী—সংলাপ—দৃশ্য-সজ্জার বরণডালা একটি পয়সা। ভারসাম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিকৃতি ভুজঙ্গ নারায়ণের শোষণ। মানবাত্মার অবমাননাকারী ম্যানে-জারের বৈচিত্র্যময় উন্মাদনা, মানুষের মনে ঘুমন্ত স্বত্বাকে জাগাতে পারবে কি? পারবে কি, শবরী, রাঙ্গা জেলেনী, রূপনারায়ণ, মৌসুমীর দুঃখ মানুষের চোখে জল আনতে? জানেন কি মিছিলের মানুষ পাগলা কবিকে? যদি না চেনেন তাহলে, দীপনারায়ণকে, হীরালাল হালদারকে, বিপ্লবী শ্রমিক নেতা অশোক ও যাত্রাভিনেতা অলোককে জিজ্ঞাসা করুন। ভয় পাবেন না—পাগলা বাবা, হনুমান দাস, পিয়ার আলি, মঙ্গল সিং-এর সার্থক ছদ্মবেশী দিবাকরকে দেখে। দিবাকর আপনার দলের—আপনার মনের কথা দিবাকরের মুখে—দিবাকরের স্বপ্ন আপনার বুকে। তাকে দেখুন, নিজেকে চিনুন, আর মনে মনে হিসাব করুন,—কোটি কোটি মানুষের ভ্রুকুটি ভয়াল জিজ্ঞাসা—একটি পয়সার কত দাম? দাম ৩·৫০।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

বিষাক্ত বাঁধ—বা "রক্তের জবাব"—নট ও নাট্যকার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ রচিত। কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনীত। হিন্দু-মুসলমানের রক্তমাখা মাটির বুকে যারা চেয়েছিল মিলন-বেদী রচনা করতে,—তাদের অতৃপ্ত কান্নার ঢেউ কোন্ প্রাচীরের গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল? দেশদ্রোহী বেইমানদের মিথ্যার গণ্ডী ভেঙে দিতে কে এগিয়ে এসেছিল? কারা কাঁদল? কারা ব্যঙ্গের হাসি হাসল? কোথায় বিষাক্ত বাঁধ? রক্তের জবাব কে বয়ে নিয়ে এল? সন্তানের আকুল কামনায় জর্জ্জরিত হয়ে স্নেহ-বাৎসল্যের ফল্গুধারায় কে হারিয়ে ফেললে তার আজন্মের স্বপ্ন? সন্তানের অনন্ত ক্ষুধার আগুনে কে পুড়ে ছাই হয়ে গেল? নবাব মীর খাঁ?·· বেগম আমিনা?···না রাজা রুদ্রবিকাশ?···কে দেবে জবাব? স্নেহ-মায়া মমতা? না কালপুরুষ?···না এক হতভাগ্য সন্তানের আঁজলা ভরা বুকের রক্ত? মর্ম্মভাঙা অশ্রুঝরা কাহিনীর অপূর্ব্ব নাট্যরূপায়ন। মূল্য ৩'৫০।

মাটির কেল্লা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত নূতন আঙ্গিকের বিস্ময়কর ঐতিহাসিক নাটক। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। এর কাহিনী অভূতপূর্ব্ব, এর সংলাপে নূতনত্বের স্বাদ। এর চরিত্রগুলি বাস্তব পটভূমিকায় জীবন্ত। বাঙ্গালীরা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কেঁপে উঠেছে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলক। বাংলায় পাঠালেন সুবাদার খানই-জাহান খাঁকে। বাঙ্গালীদের শায়েস্তা করে বাংলার বিপ্লব খতম কর। কিন্তু বাংলার দরদী সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম এক বলিষ্ঠ হিন্দু যুবকের সাহায্যে মাটির কেল্লাকে করলেন দুর্ভেদ্য। দিল্লীর কামান বারবার গর্জ্জন করেও ভাঙতে পারল না মাটির কেল্লার এক মুঠো মাটি। দাম ৩'৫০ টাকা।